যুব অভিযাত্রা

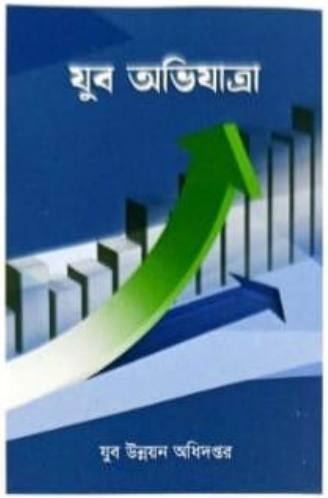

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেটের বাইরে উন্নয়ন বাজেট থেকে যে কার্যক্রমগুলি সম্পাদন করে তার মাধ্যম হলো প্রকল্প বাস্তবায়ন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে কী ধরনের প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে পড়তে পারে এবং যুবদের ভাগ্য পরিবর্তনে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে সেটি রূপায়ণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে 'যুব অভিযাত্রা' গ্রন্থে।

যুব অভিযাত্রা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

উপদেষ্টা
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, যুগ্মসচিব, পরিচালক (অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
জনাব ড. গোলাম মোঃ ফারুক, অতিরিক্ত সচিব (সাবেক), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
জনাব মোঃ সেলিম খান, অধ্যক্ষ, যুব উন্নয়ন একাডেমি
জনাব মোঃ নাজমুল, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

গবেষণা ও সম্পাদনা
হারুন পাশা
ও
মনীষা হক
মোকসেদুর রহমান
দীপা সরকার
শরিফুল ইসলাম
অদিতি বিশ্বাস
ফারজানা আক্তার প্রীতি
মোঃ নজরুল ইসলাম খান
মোঃ বাইজিদ আহমেদ

প্রকাশনা
তিস্তা প্রকাশ
সুলতানা টাওয়ার (তৃতীয় তলা), ২ মিরপুর রোড
কলাবাগান বাসস্ট্যান্ড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৩০০৬৭২৬৯৩
ই-মেইল : tistaprokash23@gmail.com

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রচ্ছদ
আইয়ুব আল আমিন

মুদ্রণ
তিস্তা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য
মূল্য : ৫০০ টাকা

ISBN : 978-984-3998-01-9

উ| ৎ| স|র্গ

দেশ ও জাতির উন্নয়নযাত্রায়
আত্মবিসর্জনকারী যুবদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

১৯৮১ সাল থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের কল্যাণে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিভিন্ন ট্রেডে যুবক ও যুবনারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে করে তাদের দক্ষতা অর্জিত হয় এবং সেই দক্ষতা প্রয়োগের জন্য ঋণ সহায়তাও দেওয়া হয়। দক্ষতা এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে যুবরা আত্মকর্মীতে পরিণত হয়। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রতিবছর প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষিত করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নানা ধরনের প্রশিক্ষণ এবং জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে চলেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলছে। তবে, এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়নি। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আইএমইডি (Implementation Monitoring & Evaluation Division) কোনো কোনো দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে, কিন্তু সেই তথ্যগুলো সহজে সবার কাছে পৌঁছায় না। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনেক মানুষও এই প্রতিবেদন সম্পর্কে অবগত থাকেন না।

আমরা যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জনজীবনে, মানবসম্পদ উন্নয়নে ও যুবদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছে তার ইতিবাচক প্রভাবসমূহ নিয়ে গবেষণা করি এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি, তাহলে এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠবে। এটি যুবদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই প্রকাশনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই বিবেচনা থেকেই গবেষণাধর্মী এরকম কাজের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার সাথে বাস্তবায়িত ও প্রকাশিত হলো।

এই গ্রন্থ পাঠ করে উন্নয়নকামী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বুঝতে পারবে যে, শুধু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেই হয় না, বরং সেটির প্রভাব মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাটি একটি স্টাডি হিসেবে কাজ করবে, যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হতে পারে।

সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের যে সমস্ত উপকরণ আছে সেগুলো ব্যবহার করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। মাঠ-পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের সম্পাদিত প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখছে তার একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন পেল। প্রতিবেদন নির্ভর গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ হিসেবে পাঠাগার বা বিভিন্ন অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হতে পারে, যা দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে এবং নিজেরাও ভালো কাজ করার উৎসাহ পাবে।

গবেষণাধর্মী এ গ্রন্থ প্রকাশের কারণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি আরো বেশি উজ্জ্বল হবে। অনেক ভালো ভালো কাজ করেও তার ডকুমেন্টেশন যদি ঠিকভাবে না হয়, বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্কভাবে উপস্থাপিত না হয়, তাহলে সেটি টিকে থাকে না। এখানে যেহেতু বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করা হয়েছে, মানস্মতভাবে প্রকাশনা নিশ্চিত করা হয়েছে, অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে টার্গেট গ্রুপ বা স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, সেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন-সহ তাদের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হবে আশা করা যায়।

এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনেকগুলি প্রকাশনার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা এই কারণে যে, এখানে প্রকল্প দলিলের কথা বলা হয়েছে এবং উন্নয়ন যাত্রার যে স্বপ্ন দেখা হয় তার কথা বলা হয়েছে এবং সেই স্বপ্নের প্রত্যাশিত যে ফলাফল সেটিকে রূপায়িত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে সকলে উপকৃত হলেই তাহলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই কার্যক্রম সফল হবে বলে আশা করি।

কার্যক্রম সম্পাদনে যাঁরা গবেষণা করেছেন, সম্পাদনা করেছেন, প্রকাশনায় ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

গবেষণা কৌশল ও প্রসঙ্গকথা ॥ ১৫

প্রথম অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ইতিহাস ॥ ২৩-৪০
প্রসঙ্গ কথা ॥ ২৪
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট ॥ ২৪
উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আউটপুট ॥ ২৫
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সূত্রপাত ও বিস্তার ॥ ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরিচিতি ও বিশ্লেষণ ॥ ৪১-১৩২

তৃতীয় অধ্যায়
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন, সন্তুষ্টি ও সাফল্যের গল্প ॥ ১৩৩-২০৪
১. যানবাহন পরিচালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত)
প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ॥ ১৩৪
প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে) ॥ ১৩৪
প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ॥ ১৩৫
উপকারভোগী বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৩৬
প্রকল্পের জনবল ॥ ১৩৬
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৩৬
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৩৬
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৩৭

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রথম সংশোধিত
প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি ॥ ১৩৭
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ॥ ১৩৭
প্রশিক্ষণ আয়োজন ॥ ১৩৭
মেশননরি প্রশিক্ষণ ॥ ১৩৭
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৩৭
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৩৮
জনবল নিয়োগ ॥ ১৩৮
উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থী ॥ ১৩৯
ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ॥ ১৩৯
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৩৯
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৩৯
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৩৯

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত
প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি ॥ ১৪০
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৪০
প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ॥ ১৪০
জনবল নিয়োগ ॥ ১৪১
প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৪১
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্পের ভূমিকা ॥ ১৪১
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৪১
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৪১

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৬ জেলা) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি ॥ ১৪১
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৪২
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৪২
প্রকল্পে উপকারভোগী হওয়ার শর্ত ॥ ১৪২
প্রকল্পের উপকাভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৪৩
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ॥ ১৪৩
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্পের ভূমিকা ॥ ১৪৪
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৪৪
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৪৪

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প
প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ॥ ১৪৪
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৪৫
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৪৫
উপকারভোগী বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৪৬
প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক) ॥ ১৪৬
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৪৬
সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ॥ ১৪৬
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৪৬

৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি ॥ ১৪৬
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৪৭
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৪৭
প্রকল্পের জনবল কাঠামো ॥ ১৪৭
প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৪৯
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ॥ ১৫১
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৫১
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৫১
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৫১

৭. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প
প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ॥ ১৫১
প্রশিক্ষণ ॥ ১৫১
কর্মশালা আয়োজন ॥ ১৫২
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ॥ ১৫২
প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ॥ ১৫২
আসবাবপত্র ক্রয় ॥ ১৫২
বিছানাপত্র ক্রয় ॥ ১৫২
মেরামত ও সংস্কার ॥ ১৫২
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৫২
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৫৩
জনবল নিয়োগ ॥ ১৫৩
প্রকল্পে উপকারভোগী হওয়ার শর্ত ॥ ১৫৩
প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৫৩
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ॥ ১৫৪
প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ॥ ১৫৪
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৫৪
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৫৪

৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)
প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ॥ ১৫৪
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৫৪
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৫৫
প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৫৫
প্রকল্প থেকে অনুদান ॥ ১৫৬
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৫৬
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৫৬
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৫৬

৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar
প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ॥ ১৫৬
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ॥ ১৫৮
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ॥ ১৬০
প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল ॥ ১৬০
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ॥ ১৬০
আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প ॥ ১৬০
সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ ॥ ১৬১
প্রকল্পের সম্ভাবনা ॥ ১৬১

প্রশিক্ষণ থেকে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি ॥ ১৬২
সাফল্যের গল্প ॥ ১৭১

চতুর্থ অধ্যায়
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব ॥ ২০৫-২১৬
কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রভাব ॥ ২০৬
জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা ॥ ২১২
দারিদ্র্য বিমোচন ॥ ২১২
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কিংবা ডলার সংকট রোধ ॥ ২১২
পরিবেশের উপর প্রভাব ॥ ২১৩
ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, উদ্যোক্তা তৈরি, বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নতকরণ, মূল ধারার অর্থনীতির সাথে সংযোগ ॥ ২১৪
উপকারভোগীর দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ॥ ২১৪
বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ ॥ ২১৫
আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ॥ ২১৫
নারীর ক্ষমতায়ন ॥ ২১৫
রান্না সহজতর হওয়া, জ্বালানি সংকট নিরসন ও জৈব সার ॥ ২১৬

পঞ্চম অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব ॥ ২১৭-২২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য প্রভাব ॥ ২২৭-২৩১

সপ্তম অধ্যায়
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের SWOT Analysis ॥ ২৩২-২৪৮

অষ্টম অধ্যায়
প্রকল্প পরিচালকদের সাথে আলাপচারিতা ॥ ২৪৯-২৮৩

নবম অধ্যায়
উপসংহার ॥ ২৮৪-২৮৬

আলোকচিত্রে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ॥ ২৮৭-৩০৪

গবেষণা কৌশল ও প্রসঙ্গকথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হলো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি অধিদপ্তর। বাংলাদেশের যুবদের একটি মানসম্মত জায়গায় উপস্থাপন করা এবং তাদের সেভাবে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কিছু কর্মসূচি প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়। এছাড়া আরো সমৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের অভিন্ন উদ্দেশ্য হলো এদেশের যুবক এবং যুবনারীদের দক্ষতা উন্নয়ন করে তাদের আয় রোজগারের পথ রচনা করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সচ্ছল করে গড়ে তোলা। তাদের পরিবার যাতে সুন্দর থাকে সে ব্যবস্থা করা এবং দেশের অর্থনীতিতে যাতে ইতিবাচক অবদান রাখে তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় রুটিন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় মোট ৩ লক্ষেরও অধিক যুবক ও যুবনারীকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিবছর প্রশিক্ষিত করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রত্যেকটি প্রকল্প থেকে ৯০-১০০% আউটপুট পাওয়া যায়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কিছু চলমান উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। কোনো কোনোটার বাজেট বেশ বড়ো। রেকর্ড পরিমাণ। এর আগে ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এডিবি-র অর্থায়নে প্রকল্প এলেও এখন যুক্ত হয়েছে আইএলও এবং বিশ্বব্যাংক। চলমান প্রকল্পগুলো মধ্যে রয়েছে– ১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত, সমাপ্ত), ২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রথম সংশোধিত, ৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত, ৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা), ৫. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ৭. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, ৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform Project (1st Revised). ৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেসবের মূলসুর হলো দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

এই ০৯টি প্রকল্পের পরিচিতি, বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রকল্পগুলোর ইতিবাচক প্রভাব এ গ্রন্থে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

প্রকল্পগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিবাচক প্রভাব রেখে চলেছে। প্রকল্পগুলো কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তাঁরা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে কর্মের ব্যবস্থা করেছে। তাঁরা বর্তমানে যা উপার্জন করছে তা দিয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে এবং ভালোভাবে পরিবার পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশি বায়ারদের সাথে কাজ করে ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। এর ফলে দেশের ডলার সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখছে। তাঁরা আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

প্রকল্পের উপকারভোগীরা উপার্জনের মাধ্যমে নিজে এবং তাঁর পরিবারকে পরিবর্তিত করছে। এ পরিবর্তন সমাজ ও রাষ্ট্রেও প্রভাব ফেলছে।

উপকারভোগীদের উপার্জিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পগুলো থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর যাঁরা কর্মে নিযুক্তি হচ্ছেন তাঁরা উপার্জিত অর্থ নানাখাতে খরচ করছেন। কেনাকাটা করছেন। যা সবশেষে জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হচ্ছে।

প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীরা নিজের কিংবা পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার পর তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও উন্নীত হচ্ছে। সামাজিকভাবে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যেমন– বাতাস দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে, মশা-মাছির উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার কমিয়েছে। প্রতিষ্ঠান সবুজায়ন বা পরিবেশবান্ধব করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের।

প্রকল্প থেকে কৃষির উপর ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে কাজ হচ্ছে। আইজেক প্রকল্প থেকে সীড, লবণ ও শৈবাল সেক্টরে কাজ করা কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উৎপাদিত সার কৃষিতে ব্যবহৃত হওয়ায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে। ফলে কৃষির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। সবুজ সার পুকুরের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম যাতে পায় সেজন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে মূল ধারার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রকল্প থেকে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।

প্রকল্প থেকে শহর ও গ্রামের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিগত বৈষম্য হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

প্রকল্পগুলো নারীর ক্ষমতায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোনো প্রকল্পে ৬০% উপকারভোগী নারী, কোনো প্রকল্পে ৫০% উপকারভোগী নারী, আবার কোনো প্রকল্পে ৪০% উপকারভোগী নারী। একটি প্রকল্পের উপকারভোগীর সবাই নারী। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে

সম্পৃক্ত হচ্ছেন, তাঁদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত হচ্ছে এবং পরিবারে আর্থিক সহায়তা করতে পারছেন। পরিবার ও সমাজে সম্মানের সাথে বসবাসের পাশাপাশি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

সব মিলিয়ে প্রকল্পগুলো থেকে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুব কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। এর আগে যুব মন্ত্রণালায় সৃষ্টির সময় যুবদের কল্যাণে বেশ কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। যেমন– ১. যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে। যাতে তারা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। ২. যুবসমাজকে সংগঠিত করতে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৩. যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ কৃষি, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্য চাষসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ৪. শিক্ষিত যুবদেরকে দেশে এবং বিদেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশা, দাপ্তরিক কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পগুলো বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বেকারত্ব দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের কার্যক্রম গতিশীল রাখতে ভবিষ্যতেও আরো উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের SWOT Analysis করে পাওয়া যায়–

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রথম সংশোধিত' প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হলো প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৫ সাল পর্যন্ত ৭৬,২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৬২০০টি পারিবারিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যয় কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বায়োগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প, ফলে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে। রান্নার কাজে লাকড়ী ও সিলিন্ডার গ্যাসের নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। পোল্ট্রি বা গবাদি পশুর মলমূত্র পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলেনি। খামার মালিকদের নিজস্ব জমিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হওয়ায় অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হয়নি এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা প্রকল্পের সফলতা হিসেবে দেখা হয়। এছাড়া উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহযোগিতা শেষে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলোর (Weakness) মধ্যে অন্যতম হলো প্রকল্পের নামকরণ, কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা। দারিদ্র্য

বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এটি প্রকল্পের নাম হলেও এর কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা নেই। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে, বিশেষ করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বভুক্ত খাতের নিয়মিত জনবলের সম্পৃক্ততা নেই, যা প্রকল্পের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টগুলো ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে উপকারভোগীদের করণীয় কী হবে সে বিষয়ে প্রকল্পের এক্সিট প্লানে কোনো কিছু উল্লেখ ছিল না বলে প্রকল্প কতটুকু টেকসই হবে তা নিশ্চিত করা যায় না। প্রকল্পের সুযোগসমূহের (Opportunities) মধ্যে রয়েছে উপকারভোগীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে। গ্রামের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সমন্বিত খামার স্থাপনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কারণে ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি জৈব সার তৈরি হচ্ছে প্লান্ট থেকে। ফলে কৃষকদের রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে জিরো কার্বন নিঃসরণ হয়, যা পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। ঝুঁকি (Threats) হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু রাখতে সময়মতো এবং নিয়মিত কাঁচামালের যোগান না পেলে প্লান্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বন্যাকবলিত অঞ্চলে বায়োগ্যাস প্লান্ট ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করলে দ্রুতই প্লান্টটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকল্পে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে।

'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হলো দেশে পরিবহণ খাতের জন্য দক্ষ গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে ৪০,০০০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর মধ্যে ২১,৩৪১ জন পেশাদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছেন। বাকিদের লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই দেশে-বিদেশের পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে অথবা আত্মকর্মসংস্থানে আছেন। গাড়িচালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা তাঁদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন এবং ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচন করেছেন, যা প্রকল্পের সবল দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness) হলো প্রশিক্ষণ সময় এবং মেয়াদের স্বল্পতা। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি ব্যাচের মেয়াদ ছিল ১ মাস, এই স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম বছরে করোনা মহামারীর কারণে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। প্রকল্পের সুযোগসমূহের (Opportunities) মধ্যে দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৪০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে যানবাহন চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশে-বিদেশে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের অথবা ভাড়া করা গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে, যা তাঁদের শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ঝুঁকির (Threats) মধ্যে কোভিড আক্রমণের কারণে প্রথম বছর দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল।

'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত' প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হলো প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের যুবসমাজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সচেতন হচ্ছে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রযুক্তিগত পার্থক্য কমছে। নিজ নিজ উপজেলায় বসবাস করে বিনামূল্যে যুবক ও যুবনারীরা কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। প্রকল্পের গাড়িতে ল্যাপটপ থাকে বিধায় প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারছে। কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল। পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে টেকাব প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে চাকরির বাজারে নিজেকে আরো বেশি উপযোগী করে তুলতে পারবে। প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার যুবদের কষ্ট করে জেলা শহরে আসতে হয়নি। কেননা প্রকল্পের গাড়ি তাদের কাছাকাছি অবস্থান করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ফলে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness) হলো এই প্রকল্পের প্রশিক্ষকদের জন্য যথেষ্ট বেতন বরাদ্দ করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় প্রকল্পের গাড়ি গিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলেও গাড়ি সংকট এবং গাড়ির নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ করা গেছে। স্বল্প শিক্ষিতদের সার্টিফিকেট না থাকার কারণে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবক ও যুবনারীদের আইসিটি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে গ্রাম ও শহরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করে তাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ আরো উন্নত ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। ঝুঁকি (Threats) হলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষণ দেওয়া, কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ক্রয়ের সক্ষমতা না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে অসুবিধায় পড়ছে।

'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)' প্রকল্পের সবল (Strengths) দিক হলো সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রকল্প, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, প্রচুর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে, কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং চাহিদাসম্পন্ন আকর্ষণীয় বা গৌরবোজ্জ্বল প্রশিক্ষণের প্রকল্প। উল্লেখযোগ্য দুর্বল (Weaknesses) দিক হলো ইন্টারনেটের গতি কম, নিরবিচ্ছিন্ন ইলেকট্রিসিটি ঘাটতি, মাসে পরিদর্শনের হার বাড়ানো, চারটার পরিবর্তে আটটাও হতে পারে, পরিদর্শনে সরকারি লোকের পাশাপাশি সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের না রাখা, পরিদর্শন টিমের জন্য পরিবহণ ও টিএ ডিএ-র ব্যবস্থা রাখা এবং ফ্রিল্যান্সারদের বায়ারদের সাথে, যোগাযোগ ও দুই দেশের সময় হেরফের হওয়ার কাজ পাওয়া ও ডেলিভারি

দেওয়ায় কিছুটা জটিলতা দৃশ্যমান। সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ, কর্মসংস্থানেরও সুযোগ, বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে, ঘরে বসেই কাজের সুযোগ, সরকারি চাকরিতে প্রবেশে সুবিধা ও সুযোগ তৈরি এবং নিজে বস (প্রতিষ্ঠান প্রধান) হওয়ার সুযোগ। অপরদিকে ঝুঁকিসমূহ (Threats) হলো কাজ পেতে হলে এবং ভালো ফলাফল আনতে হলে লেগে থাকতে হবে। লেগে না থাকতে পারলে এটিই হবে ঝুঁকি।

'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হলো ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে; প্রশিক্ষণার্থীরা আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা পাচ্ছে; উন্নত পরিবেশে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরিং প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে; প্রশিক্ষণার্থীরা মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিয়ে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারছে; কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা প্রশিক্ষণ-উত্তর আয় করতে পারায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত; দিন দিন এ প্রকল্পের ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সাররা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলোর (Weakness) মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কাজ স্থানীয় প্রতিনিধি কর্তৃক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না থাকা; প্রচার-প্রচারণা, নিবিড় তদারকি ও অন্যান্য কাজে জেলার উপপরিচালকদের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা না রাখা; ভর্তি প্রক্রিয়া একযোগে সব জেলায় করা এবং কম্পিউটার ও ল্যাপটপ আছে এমন প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া; প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ না থাকা এবং প্রকল্প থেকে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সরবরাহের সংস্থান না থাকা; জেলা পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণা এবং নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা না থাকা। প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো উন্নত পরিবেশে মানসম্মত প্রশিক্ষণ গ্রহণ; বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা; প্রশিক্ষণোত্তর মেন্টরিং ক্লাসের সুবিধা; ঘরে বসে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়; নারী প্রশিক্ষণার্থীর ঘরে বসে স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং তারা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ঝুঁকি (Threats) সাফল্যের মূলভিত্তি হলো দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও লেগে থাকা। পরিশ্রমবিমুখতা ও লেগে না থাকতে পারা বিফল হওয়ার অন্যতম কারণ। এটিই ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হবে।

'৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো উপকরণ পাওয়ার পর সমৃদ্ধ হচ্ছে, প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আরো দক্ষ ও আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে তোলা, মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, দক্ষ জনবল তৈরি, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ। উল্লেখযোগ্য দুর্বল (Weaknesses) দিকগুলো হলো কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা সরবরাহকৃত উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো না করলে নষ্ট হয়ে যাবে, বাজেট ঘাটতির কারণে চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ না

করতে পারা। সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো নতুন ও উপযুক্ত উপকরণ প্রাপ্তি, আধুনিক উপকরণ পেয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়েই উপকৃত, দক্ষতা লাভের সুযোগ, আত্মকর্মী হওয়ার সুযোগ, কর্মস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি। অপরদিকে ঝুঁকিসমূহ (Threats) হলো সরবরাহকৃত উপকরণ যত্নের সাথে ব্যবহার ও ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের সবল (Strengths) দিক হলো গুণগতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনে প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবী তৈরি করা, প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করতে মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং পুরাতন কারিকুলাম আপগ্রেড ও নতুন নতুন কারিকুলাম তৈরি করা। উল্লেখযোগ্য দুর্বল (Weaknesses) দিকগুলো হলো যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাবে। সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো প্রশিক্ষণ কক্ষ, ল্যাব, আবাসন ও ডাইনিংয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা। অপরদিকে ঝুঁকিসমূহ (Threats) হলো যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাবে।

'Life Skills Education in Youth Tranning Center & Strenthenning of National youth platform Project (1st Revised)'-এর সবল (Strengths) দিক হলো এককালীন অনুদান প্রদান, যেখানে কিস্তি দেওয়ার ঝামেলা নেই, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক এ প্রকল্প সম্পন্নকরণ, ফলে বাড়তি বেতন লাগেনি, স্বল্প বাজেটের মধ্যেই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন, যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন এবং যুবসমাজকে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা। উল্লেখযোগ্য দুর্বল (Weaknesses) দিকগুলো হলো বাজেট স্বল্প, ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া, ২০টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং পুরুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা। সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ, কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন, যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন এবং যুবসমাজকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা। অপরদিকে ঝুঁকিসমূহ (Threats) হলো ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া।

'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্পের সবল (Strengths) দিক হলো প্রশিক্ষণ শেষ করে বা মাঝপথেই প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে এ প্রকল্পের ট্রেডগুলোতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীদের এনএসডিএ-র মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় বিধায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি ব্যবসায় স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা হচ্ছে, যাতে তারা ক্যাম্প এবং

স্থানীয় বা বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদার সুযোগ নিতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছে। ফলে চাকরির বাজারে চাপ কম তৈরি হচ্ছে এবং তারাও প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। অতিদরিদ্র, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ, বিপরীত অভিবাসন, জনগণের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। দক্ষতা অর্জন করার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং মূলধারার বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখতে পারছে। প্রশাসনকে দক্ষ শ্রম বাজার বা ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে তোলার জন্য এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবনারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness) হলো প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া ও কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পের পুরো সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে উপকারভোগীরা বঞ্চিত। প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities) হলো প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। একজন দক্ষ কর্মী সহজে কাজে প্রবেশ করতে পারছে। অনেকে নিজেই আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছে। কাজ করার ফলে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া যেসকল যুবগোষ্ঠী বঞ্চিত ছিল প্রকল্পটি থেকে তারা অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছে। এনএসডিএ সার্টিফিকেট দেওয়ার কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহজ হয়েছে। ঝুঁকি (Threats) হলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের সম্পূর্ণ সুবিধা উপকারভোগীদের না দিতে পারাই এ প্রকল্পের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ গ্রন্থে প্রকল্প পরিচালকদের সাক্ষাৎকার যোগ করা হয়েছে এবং সবশেষে আলোকচিত্রে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জানতে গ্রন্থটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে করছি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে এবং সম্পন্ন হয়েছে আগস্ট মাসে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরে।

বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের (গ্রেড-১ ও মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) প্রতি; গবেষণাকার্য সমৃদ্ধ করতে তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা ছিল আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

গ্রন্থটি প্রণয়নে যাঁরা বিভিন্ন সময় নানা ধরনের তথ্য দিয়ে ও কারিগরি সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে জনাব সৈয়দ আবদুল কাইয়ুমের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। 'তিস্তা প্রকাশ'-এর গবেষক দলকে ধন্যবাদ এবং পাঠকদের শুভেচ্ছা।

হারুন পাশা

প্রথম অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ইতিহাস

প্রসঙ্গ কথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস্ নামক স্থানে। এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং একটি স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এখানেই প্রথম 'প্রজেক্ট' শব্দটি উন্নয়নের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকল্প মানে কোনো উদ্যোগ বা কাজ বাস্তবায়ন করা। তখন থেকেই বিভিন্ন দেশ উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করতে শুরু করে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে, বিশেষ করে রাশিয়া প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে।

বাংলাদেশও ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-১৯৭৮) উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন। এরপর আরো পঞ্চবার্ষিকী ও দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে পলিসি, প্ল্যান এবং প্রজেক্ট– এই তিনটি ধাপে। পলিসিতে সরকারের উদ্দেশ্য, প্ল্যানে কীভাবে করা হবে, আর প্রকল্পের মাধ্যমে সেটি বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্প গ্রহণের সময় নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র দেখা হয়। দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। সেটি হতে পারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক বা সামাজিক খাতে।

দেশের উন্নয়নকে একটি ভবন হিসেবে কল্পনা করা হলে একেকটি প্রকল্পই হলো সেই ভবনের ব্লক। তাই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকার উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকারও দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মূলত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি অধিদপ্তর এবং তাদের কাজ হলো এদেশের যুবদের একটি মানসম্পন্ন জায়গায় উপস্থাপন করা এবং সেইভাবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কিছু কর্মসূচি প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়। এছাড়া আরো সমৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি ডিপিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে কী লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে এটি নেওয়া হলো। সবকিছুর মধ্যে একটি নীতিগত ঐক্য থাকে, তা হলো যুবদের উন্নয়ন সাধন এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। দেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা। আরো বিশদ করে বললে, উন্নয়ন প্রকল্পের অভিন্ন উদ্দেশ্য হলো এদেশের যুবক এবং যুবনারীদের দক্ষতা উন্নয়ন করে

তাদের আয় রোজগারের পথ রচনা করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বচ্ছল করে গড়ে তোলা। তাদের পরিবার যাতে সুন্দর থাকে সে ব্যবস্থা করা এবং দেশের অর্থনীতিতে যাতে ইতিবাচক অবদান রাখে তা নিশ্চিত করা।

অধিদপ্তর প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় রুটিন কর্মসূচিতে ২.৫-২.৭৫ লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষিত করে এবং প্রকল্পের আওতায় আরো ২০-৪০ হাজার যুব প্রশিক্ষিত হয়। মোট ৩ লক্ষেরও অধিক যুবক ও যুবনারীকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিবছর প্রশিক্ষিত করে।

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আউটপুট

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রত্যেকটি প্রকল্প থেকে ৯০-১০০% আউটপুট পাওয়া যায়। সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাবের দৃশ্যমানতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের ভাগ্য পরিবর্তনে আইসিটি ও কৃষিবিষয়ক অনেক প্রশিক্ষণ দেয়। এ প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমেও হয়, আবার রাজস্ব বাজেটের আওতায়ও হয়। এই প্রশিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৭৪ লক্ষ। তাঁরাই কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে, প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে, দুগ্ধ উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে এবং সেই সাথে দক্ষতার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে। কোনো দপ্তরে যদি কম্পিউটার অপারেটর নিতে চায় তখন দেখা যায় তাদেরকে মূল্যায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা নেয়। যাঁরা এ পদে নিয়োগ পায় তাঁদের বেশিরভাগই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অর্থাৎ মানব সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুব উন্নয়নের একটা ইতিবাচক ভূমিকা সমাজে দৃশ্যমান হওয়ার পাশাপাশি কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুবদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আমাদের প্রায় ৭৪ লক্ষ যুবগোষ্ঠীর মধ্যে ২৫ লক্ষ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। তারা ডিম, দুগ্ধ ও সবজিসহ সার্বিক কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে বলেই বাজারে আমরা এ সকল পণ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি। যার একটি সিংহভাগ যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষিত যুব শক্তিরাই উৎপাদন করে। এটি একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা যে, যুব উন্নয়নের কার্যক্রমের ফলে এই কাজগুলো হয়েছে। চলতি এবং আগামী দিনের প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিবাচক অবদান আরো বৃদ্ধি পাবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সূত্রপাত ও বিস্তার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৯৮১) যেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসময় পুরো দেশে বেকারত্ব হার ছিল ভয়াবহ পর্যায়ে। জমির স্বল্পতার সাথে উপার্জনকারীর সংখ্যাও ছিল কম। কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব বেশি ছিল না। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে একটি বিশেষ সপ্তাহের মাত্র কয়েক ঘন্টা যারা কাজে নিযুক্ত থাকে তাদেরকে বেকার বলে গণ্য করা হয়েছিল। গ্রাম এবং শহরের তরুণ যুবগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ এ ধরনের বেকারদের আওতায় পড়েছিল যারা কাজ করতে

আগ্রহী ছিল কিন্তু কাজের কোনোব্যবস্থা তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তখন পরিবার পিছু আয় এত কম ছিল যে, পরিবার প্রধান যদি এক সপ্তাহের জন্যও বেকার থাকতেন তাহলে তাদের পক্ষে ঐ পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যেত।

সরকারি কর্ম কমিশনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সর্বনিম্ন যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রির নিচে নয় এমন একটি চাকরির জন্য গড়ে ১২.৫ জন প্রার্থী ছিল। এর চাইতে কম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষিত যুবদের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। এদের চাকরির সংখ্যা ও প্রার্থীতার অনুপাত ১:১০০। শুধু বেকারত্বই নয়, যুব সমাজের এক বৃহৎ অংশ ছিল নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, হতাশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্য পীড়িত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপে দেশের অনেক যুব পথভ্রষ্ট হয়ে সন্ত্রাসী, মাদকাসক্তি, ছিনতাইসহ অনেক অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল।

যুবদের কাজের ব্যবস্থা করতে না পারার সংকট কেবল বাংলাদেশেই ছিল না, বিশ্বজুড়েই এরকম পরিস্থিতি ছিল। এর পটভূমি হিসেবে ১৯৬০-'৭০ দশকের যুব আন্দোলন, যুব অসন্তোষ, যুব সন্ত্রাস ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে যুবদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র প্রধানগণ যুব সমস্যার সমাধান ও তাদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের কমনওয়েলথ যুব সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হলে বিষয়টি সর্বস্তরে আলোড়ন তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি জাতিসংঘেও উত্থাপিত হয়েছিল। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক ১৪০৭ (১৬) উপধারার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট দেশের যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথ-এর আহবানে সাড়া দিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত প্রায় প্রতিটি দেশেই এ সভায় যুব উন্নয়নের জন্য যুব মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'যুব মন্ত্রণালয়' নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। যুব মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সৃষ্টির পটভূমিকা তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল– যুবরাই দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও উৎপাদনমুখী মানব সম্পদ এবং যুব শক্তির একটা বিরাট অংশ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারা থেকে বাইরে। জনশক্তির বিরাট অংশ যদি সংগঠিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকে তাহলে তাদের মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি ব্যাপক পরিবর্তন হবে যা অদূর ভবিষ্যতে সমাজের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা দিবে। পক্ষান্তরে তাদের যদি শিক্ষিত এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে তারা দেশের সম্পদে পরিণত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা

রাখতে সক্ষম হবে। এ উপলব্ধির আলোকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুবসমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেমন– ১. যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে। যাতে তারা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশিজাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। ২. যুবসমাজকে সংগঠিত করে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৩. যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ কৃষি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ৪. শিক্ষিত যুবদেরকে দেশে এবং বিদেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশা, দাপ্তরিক কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

যুব উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমে গ্রামকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি ও যুব রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচি নিয়ে যুব মন্ত্রণালয়ের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। আর যুব কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে যুব রেজিস্ট্রেশন দপ্তরকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাস্বরূপ সারাংশ পত্রে বলা হয়েছিল– যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে উন্নয়নমূলক ও উৎপাদনমুখী কাজে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৯-'৮০ অর্থবছরে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয় কৃষি, মৎস্য উৎপাদন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং অটোমোবাইল ও ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় বেকার যুবদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজের সাথে স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কর্মসূচিগুলো ছিল– ১. কৃষি ও যন্ত্রপাতি মেরামতে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ২. ফিশারিজ ও মেরিন ফিশারিজে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ৩. লাইভস্টক ও পোল্ট্রি ফার্মিংয়ে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ৪. অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ৫. বেবি ট্যাক্সি চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ এবং সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ও টাইপিং প্রশিক্ষণ।

এই ব্যাপক কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'যুব উন্নয়ন বিভাগ' নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়, যা বর্তমানে 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' নামে প্রতিষ্ঠিত।

এরপর সুসংগঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদনমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় দুই বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সমাজ কল্যাণ খাতের অধীনে যুবদেরকে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন– ক. গবাদিপশু ও

হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, খ. কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গ. মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঘ. অটোমোবাইল অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেড বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

আলোচ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এক বছর চলার পর ১৯৮০ সালে তা মূল্যায়ন ও সমীক্ষার মাধ্যমে এসবের কার্যকারিতা অনুধাবন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।

১৯৮০-'৮১ সালের সম্প্রসারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ছিল– ক. টেলিকমিউনিকেশন, খ. সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, টাইপিং ও কম্পোজিটরস্ কোর্স, গ. মৌলিক কৃষি।

যুব সংগঠনগুলোকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদনমুখী কর্মসূচিমূলক সংগঠনের দ্বারা যুবদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে এই প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই কর্মসূচিগুলোর সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই সীমিত। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুব মন্ত্রণালয় গঠনের পর যুবদের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বের মান নির্ধারণ ও দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবশক্তিকে চালিত করে উৎপাদনমুখী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যও পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৯-'৮০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুব উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় যুব সংস্থার অধীনে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যুব শক্তিকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে পাঁচটি উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্প পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৭৯ সালের শেষের দিকে কর্মসূচিগুলোর অধীনে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছিল। এর ফলে আত্মকর্মসংস্থান ও সমবায় ভিত্তিক সংগঠনমূলক পেশায় প্রায় ৪২,০০০ গ্রামীণ বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে দুই বছর মেয়াদী পরিকল্পনার শেষে বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ৮১ কোটি টাকা কাজে লাগানো হয়েছিল যা আর্থিক প্রেক্ষাপটে ৯০ শতাংশ সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। যে যে কর্মসূচির জন্য এ বরাদ্দ ছিল সেগুলো হলো–ক. কৃষি খাতে যুব প্রশিক্ষণ, ২. বৈদ্যুতিক এবং অটোমোবাইল মেরামত খাতে যুব প্রশিক্ষণ, ৩. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনায় যুব প্রশিক্ষণ, ৪. সামুদ্রিক মৎস্যসহ মৎস্য খাতে গ্রামীণ বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ৫.যুবদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি (যুবদের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি), ৬.যুব উন্নয়ন প্রকল্প, ৭. কিশোর যুবদের প্রতিরোধ এবংপ্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে, ৮. যুবদের স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যাশিক্ষা কর্মসূচি, ৯. গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবদেরঅংশগ্রহণ, ১০. স্কুলত্যাগী যুবদের স্বাক্ষরতা কর্মসূচি, ১১. যুব ভবন, ১২. কর্মজীবী যুবদের জন্য হোস্টেল, ১৩. যুব একাডেমি-কাম-প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, ১৪. স্বেচ্ছাসেবী যুব প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যমঞ্জুরী। এসব কর্মসূচিতে মোট ৪ লক্ষ ৮হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল।

১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তন হলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি শুধু বাতিলই করা হয়নি, গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অটোমোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড প্রশিক্ষণ, টেলিকমিউনিকেশন এবং মৌলিক কৃষি কর্মসূচি অবলুপ্ত করা হয়। ফলে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১২৫ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১৭ কোটি করা হয়েছিল; কিন্তু সংশোধিত বাজেট হয়েছিল ১৫ কোটি টাকার। এমনকি পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে যুব উন্নয়ন খাতে মাত্র দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

তৎকালীন সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কল্পে এনাম কমিটি গঠন করেছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্টে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের পুনর্মূল্যায়ন করার পাশাপাশি একটি যথাযথ দিক-নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছিল। এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী অধিদপ্তরকে যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা যুব উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার অভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রথম যাত্রার প্রায় ১৫ বছর পরও তা ব্যাপকভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হয়নি। অথচ এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জন্মলগ্নেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা যুবশক্তির উজ্জীবন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দায়িত্বগুলোর কথাও উল্লেখ করা যাক– ১. দেশের যুবদের বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ২. জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। ৩. উপার্জনক্ষম নাগরিক হওয়ার জন্য যুবদেরকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান করা। ৪. জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে যুব সংক্রান্ত তথ্যাবলী আহরণ করা। ৫. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের মাধ্যমে যুব কার্যক্রম ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা। ৬. যুবদের উন্নয়নসহ তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে বেসরকারী যুব সংগঠন সমূহকে সহযোগিতা প্রদানকরা। ৭. প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা। ৮. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবগণ যাতে আত্মকর্মসংস্থান অথবা কর্মসংস্থানের উপযোগী হয় তা সুনিশ্চিত করা। ৯. যুবদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের সাথে নেতৃত্ব বিকাশ, পারিবারিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সমাজ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবামূলক সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অবদান রাখতে উৎসাহিতকরা। ১০. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৪-'৮৫ থেকে ১৯৮৯-'৯০) নতুন কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়ায় উক্ত বরাদ্দ ২৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সর্বশেষ সংশোধিত বার্ষিক কর্মসূচি ১৭ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছিল।

জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বহুমাত্রিক উৎপাদনমুখী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের বিশাল যুব গোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা; জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারার সাথে অবদান রাখার লক্ষ্যে তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা তৈরি; জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে ব্যক্তি, সমাজ তথা

জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে তাদের তৎপর করা; মূল্যবোধসহ কঠোর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুশৃংখল কর্মী বাহিনী হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্রতৈরি এবং যুব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেজাতীয় যুব নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারকে যুব নীতি প্রণয়নের পদ্ধতি স্থির করতে হয়েছিল।

এনাম কমিটির রিপোর্টে কার্যক্রম যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং যে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল কার্যত তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে যদিও কিছু কিছু নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে এসব প্রকল্পও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ১৯৭৯ জুলাই থেকে ১৯৮৬ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেবাস্তবতা স্পষ্ট হয়।

১৯৮৫-'৮৬ আর্থিক বছরে 'বেকার যুব নারীদের দপ্তর বিজ্ঞান ও টাইপিং কোর্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ' প্রকল্পটি 'বেকার যুবদের কারিগরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের সাথে একত্রিত করা হয়েছিল। ১৯৭৯-'৮০ সালে বেকার যুবক ও যুবনারীদের বিভিন্ন করিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শুরু হয়ে ১৯৮৫-'৮৬ সালে বাণিজ্যিক ট্রেড অন্তর্ভুক্তিসহ চালু ছিল। ১৯৮৬-'৮৭ সাল হতে প্রকল্পটি নতুন নামকরণ হয়েছে এবং সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

'মৎস্য ও সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ'১৯৮১-'৮২ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত চলে এবং পরে বিলুপ্ত হয়। ১৯৮৩-'৮৪ অর্থবছরে 'বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প'ও'বেকার যুবদের বিভিন্ন অর্থকরী প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক' প্রকল্পের সাথে অংশ বিশেষ একত্রিত করা হয়েছিল। 'গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ' প্রকল্প ১৯৮৪-'৮৫ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে চালু ছিল এবং ১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছর থেকে 'বেকার যুবদের বিভিন্ন অর্থকরী প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক' প্রকল্পের সাথে একত্রিত করা হয়েছিল।

'বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পটি' ১৯৮৩-'৮৪ অর্থবছরে শুরু হয়ে ১৯৮৪-'৮৫ পর্যন্ত চলে এবং ১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছরে 'বেকার যুবদের বিভিন্ন অর্থকরী প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক' সাথে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ইউনিট একত্রিত করা হয়েছিল। আত্মকর্ম ইউনিট ১৯৮৬-'৮৭ অর্থবছর থেকে ১৯৮৬-'৯০ স্বতন্ত্র প্রকল্প হিসেবে চালু থেকে ১৯৯০-'৯৫ অর্থবছর মেয়াদেও 'বেকার যুবদের বিভিন্ন অর্থকরী প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক' প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছরে প্রথম শুরু করা হয়েছিল। ১৯৮৬-'৮৭ অর্থবছর থেকে প্রকল্পটি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প গ্রহণ পৃথকভাবে ক্রমিক 'বেকার যুবদের কারিগরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ' প্রকল্প এবং 'মৎস্য ও সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছরে 'বেকার যুবদের চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ' প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রথম হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্প অননুমোদিত থাকার কারণে অর্থ ছাড় করা হয়নি এবং বাস্তব কার্যক্রম অসম্পন্ন থেকে যায়।

১৯৮৪-'৮৫ সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে 'সমাজ উন্নয়নে যুবগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ' ৮৬' প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলোআপ ১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছর পর্যন্ত চলে এবং তা বিলুপ্ত হয়।

'কৃষি (মৌলিক) প্রকল্প'টি ১৯৭৯-'৮০ অর্থবছরে শুরু হয়ে ১৯৮১-'৮২ অর্থবছরের জুন '৮২ পর্যন্ত চলে এবং তারপর তা বিলুপ্ত হয়।'কৃষি (উচ্চতর) প্রকল্প' ও 'অটোরিক্সা, হালকা ও ভারী গাড়ী চালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ' প্রকল্প ১৯৮০-'৮১ অর্থবছরে শুরু হয়ে ১৯৮১-'৮২ অর্থবছর পর্যন্ত চলে এবং তা বিলুপ্ত হয়।

'শহুরে যুবদের টেলিযোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ' প্রকল্প১৯৮০-'৮১ অর্থবছরে শুরু হয়ে ১৯৮৪-'৮৫ অর্থবছর পর্যন্ত চলে এবং চাকরির নিশ্চয়তা বিধান না করতে পারায় ১৯৮৫-'৮৬ অর্থবছর থেকে বিলুপ্ত করা হয়।

যুব কার্যক্রমের প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা করা হয়েছিল যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করেই বেকারত্ব বিমোচন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীকালেএ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিকল্প পন্থা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তাই অনিবার্য হয়ে উঠে। এ লক্ষ্যে ১৯৮৩-'৮৪ অর্থবছর থেকে প্রশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবনারীদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য 'বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প' হাতে নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। যথা– ক. আত্মকর্মসংস্থান, খ. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ, গ. মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

এ প্রকল্পে প্রথমে বৃহত্তর ২০টি জেলা ও পরবর্তীকালে বান্দরবান ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং ৪২টি থানায় এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।

১৯৮৫ সালে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন কর্মসূচিকে উক্ত প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করে তার নামকরণ করা হয় 'বেকার যুবদের বিভিন্নঅর্থকরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প'। ১৯৮৬-'৮৭ অর্থবছর কায়সার কর্পোরেশন কর্তৃক মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পটি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং তা ১৯৮৯-'৯০ অর্থবছর পর্যন্ত চলে। নব-সংস্করণকৃত প্রকল্প দু'টির নাম হলো– ক. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা দান প্রকল্প। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল ১. আত্মকর্ম ও ২. ব্যবসায় যুব। খ. বেকার যুবদের কারিগরী ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল ১. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, ২. টাইপিং, ৩. শর্টহ্যান্ড, ৪. পোশাক তৈরি, ৫. মৎস্য চাষ।

বেকার যুবদের চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে তা অনুমোদন হয়নি। এ প্রকল্পের আলোকেই ১৯৮৭-'৮৮ এবং ১৯৮৮-'৮৯ অর্থবছরের জন্য দু-বছর মেয়াদী 'যুব প্রেষণা, প্রকাশনা ও

পুরস্কার' প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্প থেকে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ৮টি বই প্রকাশ করা হয় এবং ৫০১ জন যুবকে তাদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল।

গ্রামীণ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচির মডেল ১৯৮৭ সালে প্রাথমিক অবস্থায় ২টি থানা নিয়ে 'উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (উরডেপ)' গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের ব্যাপক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৯৮৯ সালে সরকার আরো ৫টি থানায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছিল।

১৯৯০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল তৎকালীন সরকার প্রকল্পগুলোতে আর্থিক যোগানদানে অনীহা প্রকাশ করার কারণে। ১৯৮৫-'৯০ অর্থবছরে সর্বশেষ বার্ষিক কর্মসূচিতে মাত্র ১৭ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় বেকার যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান এবং যুব প্রেষণা, প্রকাশনা ও পুরস্কার শীর্ষক তিনটি প্রকল্প ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একীভূত করে 'বেকার যুবক ও যুবনারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান' শিরোনামে একটি প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হয়। এই সমন্বিত প্রকল্পে পূর্ববর্তী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২২টি জেলা ও ৪২টি থানা ছাড়াও রাজস্ব বাজেটে গৃহীত ৮টি জেলা, যেমন– মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ও কুড়িগ্রাম এবং নতুন ৮টি থানা– মোহাম্মদপুর (মাগুরা), শ্যামনগর (সাতক্ষীরা), কাউখালী (পিরোজপুর), সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ), শেরপুর (বগুড়া), জলঢাকা (নীলফামারী), লাকসাম (কুমিল্লা) এবং আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) থানায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। এই সাথে উরডেপের কার্যক্রম এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আরো ২৫ টি থানায় সম্প্রসারণ করে 'থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প' (থারডেপ) গ্রহণ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ২০টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দেশের বিশাল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল ও সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন কার্যক্রম ৬৪টি জেলাসহ ২৩০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের জুনের মধ্যে ৪৬০টি উপজেলার সবগুলোতে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একই সঙ্গে গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র যুবগোষ্ঠী যাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য দূর করে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য এবং ৩২টি নির্দিষ্ট উপজেলায় আলাদাভাবে

অফিস স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত কার্যালয় ও কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা হলো– ক. বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, খ. আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ ও অন্যান্য সহায়তাদান কর্মসূচি, ৩. গ্রামীণ ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, ৪. যুবদের নেতৃত্বে বিকাশ ও মানবীয় গুণাবলী অর্জন কর্মসূচি, ৫. যুব সংগঠনসমূহকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি, ৬. যুবদের জনসংখ্যা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি, ৭. পরিবেশ সংরক্ষণে যুবদের অংশগ্রহণ কর্মসূচি। কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করেছিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এডিবিতে মোট ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। এছাড়াও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি কারিগরী সহায়তাদান প্রকল্পও অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকল্পগুলো হলো–১. যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প(১৯৯০-৯৫), ২. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ৩. থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (১৯৯১-ডিসেম্বর '৯৫), ৪. বেকার যুবদের কারিগরীপ্রশিক্ষণ প্রকল্প (১৯৯৪-৯৫)', ৫. পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থানপ্রকল্প (১৯৯৪-'৯৫), ৬. জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপনপ্রকল্প, ৭. কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (১৯৯৪-'৯৫) [(প্রশিক্ষণ উপকরণাদি লোকবলউন্নয়ন, গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম, থারডেপসংশ্লিষ্ট]।

দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাবে একদিকে যুব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, অপরদিকে দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে বেকার যুবদের জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও তার প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স অধিদপ্তরের জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। একই সাথে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল,আবার তা সময়ের প্রয়োজনে যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, মোট স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সারাদেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিদপ্তর বেকার যুবদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিল। ঐ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার যুবক ও যুবনারী প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পাচ্ছে। যেসব প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তা হলো– ১. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ২. বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং ৩. যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প। প্রকল্পগুলো যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ ও ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিল।

'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প' প্রাথমিক পর্যায়ে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে ১৯৭৯-'৮০ অর্থবছরে সাভার, সিলেট ও রাজশাহীতে অফিস,

ক্লাসরুম, হোস্টেল ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য শেড নির্মাণপূর্বক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেখানে চাকরির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত সেখানে এ কার্যক্রমের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩-'৮৪ সালে রংপুর এবং ১৯৮৭ সালে বরিশালে আরো দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে কেন্দ্র দুটির নির্মাণ কাজ বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পরে প্রকল্পটি 'বেকার যুবক ও যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান শীর্ষক' প্রকল্পে অঙ্গীভূত হয়। পঞ্চবার্ষিকীর প্রথম দিকে যুগোপযোগী চাহিদার প্রেক্ষিতে একইরকম কর্মসূচির মডেলে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করে ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও যশোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক দ্বিতীয় পর্যায়ের আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইউনিট মূল প্রকল্পের আওতা থেকে আলাদা হয়ে ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও যশোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পে অঙ্গীভূত হয় এবং চট্টগ্রামে আরো একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক মোট ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাধীনেই জানুয়ারি '৯৪ থেকে 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প' নামে নতুন প্রকল্পের যাত্রাশুরুহয়।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতাবৃদ্ধিপূর্বক তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের জন্য আত্মনিয়োগের কাজে বলিষ্ঠ ও উদ্যোগী হয়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করা। একই সাথে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নার্সারি, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও যুব নেতৃত্ব বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি একদিকে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণ করেছে, অন্যদিকে গ্রাম-বাংলার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক সুশৃঙ্খলিত, সুসংগঠিত এবং দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণ করে জাতি গঠনমূলক প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আত্মকর্মসংস্থান ওকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সাফল্যজনকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে তারা নিজেদের সাথে সমাজের উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করে। এর ফলে শুধু জাতীয় উন্নয়নেই অবদান রাখেননি, দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রকল্পটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অব্যবহৃত সম্পদের সুষ্ঠু সমাবেশপূর্বক বেকার যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং

অব্যবহৃত পুকুর ডোবার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিচর্যার সহায়তা গো-সম্পদ ও হাঁস-মুরগির মড়কের হার হ্রাসপূর্বক জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পথ অবারিত করেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা প্রকল্পটি বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এক জরিপে দেখা গেছে এ প্রকল্পের আওতাধীনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ১৪,৫৩০ জন খামারভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

'বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প' অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কল্পে প্রণীত সারপত্রে কারিগরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কটি কারিগরী প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তার মধ্যে কয়েকটি কর্মসূচি অবলুপ্ত করা হয়েছিল। কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন কয়েকটি ট্রেডের সমন্বয়ে আলোচ্য বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। দেশের শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী শিক্ষা বা দক্ষতা না থাকায় তারা দেশে বা বিদেশে চাকরির সুযোগ পায় না বা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। এ সমস্ত বেকার যুবদের কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়ারিং, রেডিও, টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে।এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার কোর্স বেকার যুবক ও যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পের আওতাধীন ছিল। কোর্সটি পরবর্তীকালে সংশোধিত যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ১৬-০৬-৯৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে চালুকৃত এ কোর্স বর্তমান প্রকল্পের সাথে একীভূত হয়েছিল এবং উক্ত কর্মসূচির আওতায় কর্মরত কম্পিউটার অপারেটর পদটি একই বেতন স্কেলে চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এ প্রকল্প চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রকট বেকারত্ব রোধে যুগোপযোগী চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় সরকার দুই বছর মেয়াদী প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিল এবং ০২-০৯-৯৪ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করেছিল। উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৯৭৯ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আড়াই লক্ষাধিক যুবক ও যুবনারীকে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা হয়েছিল তাদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করলেই দেশে বিদেশে চাকরির সুযোগ পাবে। কিন্তু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়লে

আয় সঞ্চারণমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং তার ফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সরকারের একার পক্ষে এই বিপুল যুবগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুবদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা তখনো ছিল না, এখনো নেই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ বছরে লক্ষাধিক যুবক ও যুবনারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়েছিল। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেই যুবদেরকে স্বাবলম্বীরূপে গড়ে তোলা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাদেরকে একই সাথে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তাদান একান্ত অপরিহার্য। তাই আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণে সহায়তাদান কল্পে যুবরা যাতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ৫০ কোটি এবং ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঋণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছিল। উক্ত তহবিল থেকে যুবদেরকে প্রকল্প অনুযায়ী ৭৫০/-টাকা থেকে ২৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছিল।

অধিদপ্তরের বিদ্যমান দুটি প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি 'যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প' এবং অপরটি 'থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প'। প্রথমোক্ত প্রকল্পটিতে ঋণদান কর্মসূচি আত্মকর্মসংস্থানের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং শেষোক্ত প্রকল্পটিতে ঋণদান কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল। আর্থিক সহায়তাদানের মাধ্যমে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলেও গৃহীত কার্যক্রমসমূহে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তাই একটি আত্মকর্মসংস্থান এবং অপরটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি রূপেই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৮৫-'৯০ বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত তিনটি প্রকল্প, যেমন–ক. বেকার যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, খ. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান এবং গ. যুব প্রেষণা, প্রকাশনা ও পুরস্কার শীর্ষক তিনটি প্রকল্প ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একীভূত করে 'বেকার যুবক ও যুবনারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তাদান' শিরোনামে একটি প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়েছিল।

২২-০৪-১৯৯৩ তারিখে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'বেকার যুবক ও যুবনারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান প্রকল্প' এবং 'ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও যশোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প' দুটি ভেঙে'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' এবং 'যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়।

'যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প' গ্রাম-বাংলার শিক্ষিত, অশিক্ষিত যুব বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবক ও

যুবনারীদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ঘূর্ণায়মান তহবিলের সাহায্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ঋণ প্রদান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক থানায় যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পটির কার্যক্রম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৪টি জেলাসহ ২৩০টি উপজেলায় এর কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সমন্বিত প্রকল্প থেকে শুধু সাভার (ঢাকা), সিলেট, রাজাবাড়ীহাট (রাজশাহী), বরিশাল এবং রংপুর-এ স্থাপিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম আলাদা করে অন্যান্য সকল ইউনিটকেই এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায় যুব কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ট্রেডে ১৩৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১২,৩০৮ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে ৬০,৮২৫ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেগুলোসহ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৮৭২৪৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। এ তহবিলের অর্থ জুলাই '৯৪ থেকে বরাদ্দ ছিল। এ প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ট্রেডে যে প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হয়েছিল তা যুবদের জন্য ছিল দারুণ উপকারী। তাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সহায়ক ছিল।

জানুয়ারী, ১৯৮৭ সালের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 'থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ-১ম পর্ব)' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। এ প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা। প্রাথমিক অবস্থায় এ প্রকল্প দুটি থানায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। থানা দুটি হচ্ছে ফরিদপুর জেলার সদরপুর এবং ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু। থারডেপ-১ম পর্বের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০-'৯১ অর্থবছরে থারডেপ-২য় পর্ব নামে আরো একটি প্রকল্প চালু করেন। থারডেপ-১ম পর্বের দুটি থানাসহ মোট সাতটি থানা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। থারডেপ ২য় পর্বের নতুন অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি থানা হলো– খুলনার ডুমুরিয়া, মাদারীপুরের শিবচর, মাগুরার শ্রীপুর, কুমিল্লার দেবিদ্বার এবং কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী। থারডেপ-২ পর্বের প্রকল্প ব্যয় ছিল ৫০ কোটি টাকা। এ পর্বের বাস্তবায়ন শেষ হয় জুন, ১৯৯২ সালে। থারডেপ প্রকল্পের মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। যেসব সংস্থা প্রকল্পটি মূল্যায়ন করেছিল– ১৯৮৭ সালে বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৮৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯২ সালে এডিপি ও আইবিএ এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। থারডেপ-২য় পর্বের সফল বাস্তবায়নে উৎসাহিত হয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তা দানে এগিয়ে আসে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় থারডেপ-৩য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম দিকে এ প্রকল্পের ৩য় পর্বের

নামকরণ ছিল 'পল্লী প্রশিক্ষণ প্রকল্প'। পরবর্তীকালে নামটি সংশোধিত হয়ে আরো ২৫টি উপজেলাসহ মোট ৩২টি উপজেলা নিয়ে সমন্বিত আকারে গঠিত 'থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে অনুমোদন লাভ করে। থারডেপ প্রকল্প ২টি উপজেলা নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রথম দারিদ্র বিমোচন কল্পে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছিল। দ্বিতীয় পর্বে ২টি উপজেলা থেকে ৭টি উপজেলায় উন্নীত হয় এবং ৩২টি উপজেলা নিয়ে থারডেপ (৩য় পর্ব) কার্যক্রম চালিয়েছিল।

'থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ)'-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো তত্ত্বাবধায়ক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন করা। যদিও সরকার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু থারডেপ-ই একমাত্র প্রকল্প যার উদ্দেশ্য সরাসরি গ্রামের গরীব মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন করা।

থারডেপ গ্রামের ভূমিহীন এবং সম্পদহীন মানুষের পাঁচ জনের গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে। এই গ্রুপ ঋণের মাধ্যমে পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে আয়সংস্থানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও, যেমন– গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ইত্যাদি গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু থারডেপের সাথে এসব কার্যক্রমের পার্থক্য হচ্ছে, থারডেপ প্রকল্প পারিবারিক বন্ধনকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে। থারডেপ-র দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধুমাত্র যুব এবং যুবনারীকে গ্রুপ গঠনের জন্য গুরুত্ব দেওয়া। এর উদ্দেশ্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ বেকার যুব নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, জাতীয় নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রুপ গঠনে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এবং এর মাধ্যমে নারীদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা।

এছাড়াও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কমিউনিটি উন্নয়ন, যথা– বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও পয়ঃপ্রণালী এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে Rural livelihood, Self-employment, Technology, Education and Communication Centre (RULSTECC) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া ৪টি বিভাগে চারটি জোনাল প্রশিক্ষণ সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে থারডেপের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ঋণ প্রদানকারী সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এরপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরো অনেক উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। যেমন– ০১. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজেসহায়তাদান প্রকল্প (১৯৮৬-১৯৯০), ০২. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১৯৯০-১৯৯৫), ০৩. যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবসমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প(১৯৯৫-১৯৯৮), ০৪. থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প

(জানু ১৯৯১-জুন ১৯৯৯), ০৫. অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্ অ্যান্ড জেন্ডার ইস্যু থ্রো ইয়ুথ ক্লাবস্ (১৯৯৮- ডিসে. ২০০২), ০৬. প্রো-অ্যাকটিভ ইনভলভমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ ইন পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (১৯৯৬-২০০২), ০৭. যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প (১৯৯০-২০০৩), ০৮. এগারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (১৯৯৫-২০০৩), ০৯. অ্যান ইনিশিয়েটিভ ফর ইম্প্রুভিং রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্ অব অ্যাডোলসেন্ট গার্লস্ ইন বাংলাদেশ থ্রো পিয়ার এজুকেশন অ্যান্ড পার্সোনাল সোস্যাল এজুকেশন (এআরএইচ) প্রকল্প (জানু. ২০০১-ডিসে. ২০০৪), ১০. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণসরবরাহ প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৪), ১১. অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্, জেণ্ডারএইচআইভি/এইডস থ্রো ইয়ুথ ক্লাবস্ (জানু. ২০০৩- ডিসে. ২০০৫), ১২. বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব সংশোধিত, ১৯৯৮-২০০৬), ১৩. ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত, ১৯৯৭-২০০৬), ১৪. জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত, ১৯৯৮-২০০৬), ১৫. আঠারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়-৮টি কেন্দ্র, ২০০৩-২০০৭), ১৬. বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপনসহ ফেনী, রাজশাহীও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (২০০৩-২০০৮), ১৭. অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২০০৫-২০১১), ১৮. ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর প্রোভারটি অ্যালিভিয়েশন থ্রো কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট, (২০০৬-২০১১), ১৯. ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কিলস এডুকেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস, ২০. প্রজেক্ট অন কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসেনফ্রান্সাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (২০০৮- ২০১২), ২১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ (২০০৮-২০১৩), ২২. পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১৫), ২৩. উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৬), ৪. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (০১.০১.২০১২-৩১.১২.২০১৭), ২৫. ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর প্রোভারটি অ্যালিভিয়েশন থ্রো কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট, ২য় পর্যায়, ০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯), ২৬. অবশিষ্ট এগারটি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (০১.০৭.২০১০-৩১.১২.২০১৯)। এসব প্রকল্পের মধ্যে টেকাব প্রকল্প এখনো চলমান এবং ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের ৩য় পর্যায় চলমান রয়েছে।

গত পাঁচ বছরে যুব উন্নয়ন আরো প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কোনো কোনোটার বাজেট বেশ বড়ো। রেকর্ড পরিমাণ। এর আগে ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এডিবি-র অর্থায়নে প্রকল্প এলেও এখন যুক্ত হয়েছে আইএলও এবং বিশ্বব্যাংক। প্রকল্পগুলো হলো– ১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত, সমাপ্ত), ২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত), ৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত), ৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা, সমাপ্ত), ৫. Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project. ৬. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৭. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ৮. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, ৯. Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform Project (1st Revised). 10. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, ১১. ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস্ অব ডিওয়াইডি প্রকল্প। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেসবের মূলসুর হলো দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

এখান থেকে ০৯টি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রকল্পগুলোর ইতিবাচক প্রভাব সন্ধান করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরিচিতি ও বিশ্লেষণ

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের পটভূমি

যুবরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি। জাতীয় যুব নীতিমালা অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী জনসংখ্যাকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। জনশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠি। এসব কর্মক্ষম যুবশক্তিকে যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ গাড়িচালক তৈরি করা হলে ট্রাফিক আইন মেনে যানবাহন চালনা সম্ভব হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে সারাদেশে অবস্থিত ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টি কেন্দ্রে যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)				
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।				
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব ও উন্নয়ন অধিদপ্তর				
	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাত/বিভাগ	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।				
	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	জিওবি				
৪.	প্রকল্প এলাকা	৪০ জেলা				
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়)	মূল অনুমোদিত ব্যয়	১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয়
	মোট	১০৫৯৪.০০	১২১৭৮.০০	১৫৮৪.০০	--	১৪.৯৫%
	(জিওবি ১০০%)	১০৫৯৪.০০	১২১৭৮.০০	১৫৮৪.০০	--	১৪.৯৫%
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ			প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	
	মূল	০১.০১.২০২১			৩১.১২.২০২৩	
	১ম সংশোধিত	০১.০১.২০২১			৩১.১২.২০২৪	

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. দেশে পরিবহণ খাতের জন্য দক্ষ গাড়িচালক তৈরি করা।

খ. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ. যুবদের দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন : আলোচ্য প্রকল্পটি ১০৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

১ম সংশোধন : প্রকল্প চলমানকালে নতুন কিছু অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধনী ১৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ডিপিইসি সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দক্ষ গাড়িচালক তৈরির নিমিত্ত গাড়িচালনা প্রশিক্ষণ শুরুর আবশ্যকীয় ক্ষেত্র তথা অনাবাসিক ভবন (ওয়ার্কশপ) ও ড্রাইভিং ট্র্যাক এবং র‍্যাম্প নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ; প্রশিক্ষণ গাড়ি ও স্ক্র্যাপ যানবাহন সংগ্রহ; আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কারিগরি জনবল তথা প্রশিক্ষক (গাড়িচালক, অটো-মেকানিক/অটো-ইলেকট্রিশিয়ান ও ওয়ার্কশপ হেলপার) সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্নকরণে প্রয়োজনীয় সময় অতিবাহিত হয়েছে, ফলে প্রশিক্ষণ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

কোভিড মহামারী ও অন্যান্য কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকল্পের বরাদ্দ স্থগিত ছিল, তদুপরি বিশেষ বিবেচনায় বর্ণিত অর্থবছরে যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রার আংশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়।

এসব কারণে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন সম্ভব হয়নি। বর্ণিতাবস্থায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন এবং বিআরটিএ কর্তৃক পেশার লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়।

প্রকল্পের ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যানবাহন চালনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষিত যুবরা পরিবহণ শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে। অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে যানবাহন চালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে

পারবে। যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান তাঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ ও নিশ্চিত করবে এবং সামাজিকভাবে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর পরিবারের সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে। দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের আউটপুট

প্রকল্প মেয়াদে ৪০,০০০ জন যুবক ও যুবনারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে। ফলে পরিবহণ খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হবে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রশিক্ষিত যুবরা অবদান রাখবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যুবদের আয় বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

ক. অনাবাসিক ভবন (ওয়ার্কশপ) ও ড্রাইভিং ট্র্যাক এবং র‍্যাম্প নির্মাণ;

খ. প্রশিক্ষণ যানবাহন ও স্ক্র্যাপ যানবাহন ক্রয়;

গ. আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সংগ্রহ ও মাঠ কার্যালয়ে প্রেরণ;

ঘ. প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ;

ঙ. আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ২০২ জন কারিগরি জনবল সংগ্রহ;

চ. প্রকল্প মেয়াদে ৪০টি জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য দেশের সকল জেলা থেকে ব্যাচ প্রতি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনপূর্বক ২৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুব-কে গাড়িচালনা প্রশিক্ষণ পরিচালনা;

ছ. শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (সিমুলেটর) সংগ্রহ;

জ. প্রশিক্ষিত যুবদের পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঝোতা-স্মারকের মাধ্যমে বিআরটিএ-এর সার্বিক সহযোগিতা গ্রহণ।

প্রকল্পের প্রধান অংশের বিবরণ

প্রশিক্ষণ

এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী যানবাহন চালনা বিষয়ে এক মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন এবং সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল (বিআরটিএ-এর নীতিমালা অনুযায়ী) ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাশ এবং বয়স ২১ থেকে ৩৫ বছর। নিয়োগকৃত প্রশিক্ষক ও অতিথি বক্তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

হয়। অতিথি বক্তাগণ প্রতিটি সেশনের জন্য নির্ধারিত দুই হাজার টাকা হারে সম্মানি পান। বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত ড্রাইভিং টেস্টে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বিআরটিএ পেশাদার লাইসেন্স প্রদান করে। ভর্তির পর পরই প্রশিক্ষণার্থীদের নামে লার্নার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর লার্নার ও পেশাদার লাইসেন্স, মেডিকেল টেস্টের (ডোপ টেস্ট) জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রকল্প হতে পরিশোধ করা হয়। অনাবাসিক ও আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যথাক্রমে দৈনিক ১৫০ টাকা ও ২০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতি কেন্দ্রে বছরে ১০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ যানবাহন ক্রয়

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১টি অটোগিয়ার হালকা কার ও ১টি ম্যানুয়্যাল গিয়ার হালকা কার সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়। প্রশিক্ষণ কাজের জন্য সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহণ পুল হতে বিনামূল্যে মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহার উপযোগী অটোগিয়ার কার সংগ্রহ করা হয়। পরিবহণ পুলে প্রশিক্ষণ কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী ম্যানুয়্যাল-গিয়ার কার না থাকায় যথানিয়মে দরপত্র আহ্বান করে সংগ্রহ করা হয়।

স্ক্র্যাপ গাড়ি ক্রয়

যানবাহনের ইঞ্জিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ১টি ডিজেল ইঞ্জিন ও ১টি পেট্রোল ইঞ্জিন সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়।

প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়

প্রশিক্ষণ কাজে গাড়ির ইঞ্জিন খোলা ও সংযোজন এবং প্রশিক্ষণ যানবাহন মেরামত কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়

পিআইইউতে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৩টি এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১টি করে ৪০টি কেন্দ্রে ৪০টি কম্পিউটার ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ করা হয় (ডিপিপি অনুসারে) যাতে প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও চাহিদামাফিক রিপোর্ট প্রদান করা যায়। পিআইইউ-তে ব্যবহারের জন্য ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ২টি ল্যাপটপ এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ১টি ল্যাপটপ সংগ্রহ করা হয় (ডিপিপি অনুসারে)। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংস্থান প্রয়োজন অনুযায়ী রাখা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়ী থাকেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিআইইউ)-এ তাঁকে কাজে সহযোগিতা করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন সহকারী পরিচালক সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করেন। পিআইইউ এবং মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য জনবল উন্নয়ন নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি কাজ করে। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে যথাসময়ে পরামর্শ প্রদান করেন ।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary) (NS)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal): দেশে পরিবহণ খাতে দুর্ঘটনা রোধে দক্ষ গাড়িচালক তৈরির মাধ্যমে যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	পরিবহণ খাতে প্রতি বছর ২ লক্ষ যানবাহন যুক্ত হলে দক্ষ গাড়িচালকের ৮% এ প্রকল্পের মাধ্যমে পূরণ।	১. বিআরটিএ এর তথ্য। ২. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের তথ্য।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose): ১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ গাড়িচালক তৈরি। ২. গাড়িচালকদের জন্য টেকসই	১. দক্ষ গাড়িচালক দিয়ে যানবাহন চালনার ফলে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস। ২. গাড়িচালকদের বৈধ লাইসেন্স থাকায় তাদের চাকরি ও টেকসই জীবিকার ব্যবস্থা।	১. মনিটরিং ও সুপারভিশন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত। ২. লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary) (NS)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)		যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
জীবিকার ব্যবস্থা। ৩. পরিবহণ খাতে দুর্ঘটনা রোধের মাধ্যমে জানমালের ক্ষতি হ্রাস।				
আউটপুট (Output) ১. প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় যুবরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ২. যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি। ৩. প্রশিক্ষণ শেষে যুবরা বৈধ লাইসেন্স পাচ্ছে।	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৪০,০০০ জন যুবক ও যুবনারীকে ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে গাড়িচালনা প্রশিক্ষণ প্রদান।		১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. যুবক ও যুবনারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। ২. দরিদ্রতা হ্রাস।
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ ব্যয়। ২. প্রশিক্ষণ উপকরণ। ৩. প্রশিক্ষণ যানবাহন ক্রয়। ৪. জনবল নিয়োগ।	১. বেতনভাতা	৪৯.৮৫ লক্ষ	১. প্রকল্প দলিল। ২. রিপোর্টিং পদ্ধতি।	১. কোনো প্রকার দুর্যোগ ঘটবে না। ২. এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হবে না।
	২. আউটসোর্সিং	১৪৩৯.৪৯ লক্ষ		
	৩. প্রশিক্ষণ	৪৩৪৫.২৬ লক্ষ		
	৪. পেশাদার লাইসেন্স ফি	১৩৭৯.৩৫ লক্ষ		
	৫. অফিস সরঞ্জামাদি	৮৩.৬৫ লক্ষ		
	৬. মোটরযান	৭৯১.৫০ লক্ষ		
	৭. আসবাবপত্র	৫২০.০০ লক্ষ		
	৮. অনাবাসিক ভবন	১৮১৩.২০ লক্ষ		

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary) (NS)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)		যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	(ওয়ার্কশপ) নির্মাণ			
	৯. ড্রাইভিং ট্র্যাক ও র‍্যাম্প তৈরি এবং সংরক্ষণ	৮০.০০ লক্ষ		
	১০. শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (সিমুলেটর)	২৪০.০০ লক্ষ		
	১১. অন্যান্য	১৪৩৫.৭০ লক্ষ		
	মোট =	**১২১৭৮.০০ লক্ষ**		

প্রকল্প টেকসইকরণ

প্রকল্প মেয়াদে দেশে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বিআরটিএ হতে সকলকে লার্নার লাইসেন্স এবং ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ২১,৩৪১ জনকে পেশাদার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রশিক্ষিত যুবদের পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে বিআরটিএ'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান এবং চাহিদামাফিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা ও মনিটরিং অব্যাহত রাখার জন্য মহাপরিচালক সদর দপ্তরসহ দেশের সকল জেলার উপপরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জেলা/কেন্দ্রসমূহের তথ্যানুসারে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ৪,১৭২ জন প্রশিক্ষিত যুব সক্রিয়ভাবে কর্মসংস্থানে আছেন।

এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পের জনবল কাঠামোতে পিআইইউ-এ প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে/প্রেষণে, উচ্চমান সহকারী ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। প্রকল্প সমাপ্তিকালে তাঁদের প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের আদেশবলে মূল কর্মস্থলে ফেরত গিয়েছেন/পিআরএল-এ গমন করেছেন। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত জনবল তথা পিআইইউ-এ অফিস সহায়ক-২জন, মাঠ পর্যায়ে সহকারী প্রশিক্ষক-৮০ জন, মেকানিক-৮০ জন (অটো মেকানিক-৪০ জন ও অটো ইলেক্ট্রিশিয়ান-৪০ জন) ও ওয়ার্কশপ হেলপার-

৪০ জন সরবরাহকারী/ঠিকাদারগণ প্রকল্পের সাথে চুক্তির মেয়াদ সমাপনান্তে প্রত্যাহার করেন।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যানবাহন চালনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা পরিবহণ শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এ শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে। অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে যানবাহন চালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান তাঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ ও নিশ্চিত হচ্ছে এবং সামাজিকভাবে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর পরিবারের সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে। দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত)

প্রকল্পের পটভূমি

যুবরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে জাতীয় আয় ও উন্নতি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠীভুক্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এসব খামারের বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা না গেলে তা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে এসকল খামারের বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস উৎপাদন সম্ভব না ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বর্ণিতাবস্থায়, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামারে দুর্গন্ধ ও দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নতমানের জৈব সার তৈরি এবং পোল্ট্রি/গবাদি পশু খামার স্থাপনের মাধ্যমে যুবদের কমসর্ংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান সরকারের জেডিসিএফ অর্থায়নে ২০০৬ সালে ১০টি উপজেলা নিয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। সমাপ্ত ইমপ্যাক্ট ১ম পর্যায়ের সফলতার ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ মেয়াদে 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শিরোনামে প্রকল্পের ২য় পর্যায় ১০০% সফলভাবে দেশের ৬১ জেলার ৬৬ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্য ও

পরিবেশ রক্ষায় এবং জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করায় প্রকল্পটির ৩য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	
৪.	প্রকল্প এলাকা	বিভাগ-৮, জেলা-৬৪ এবং উপজেলা- ৪৯২	
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	জিওবি ১০০%	
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
৭.	মূল ডিপিপি	০১.০৭.২০২১	৩০.০৬.২০২৪
৮.	সংশোধিত ডিপিপি (১ম)	০১.০৭.২০২১	৩০.০৬.২০২৫
৯.	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	০১.০৭.২০২১	৩০.০৬.২০২৫
১০.	প্রস্তাবিত (২য় সংশোধন)	০১.০৭.২০২১	৩০.০৬.২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. গ্রামীণ যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
২. প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন;
৩. গ্রামীণ নারীদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারে;
৪. রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকো সিস্টেমের উন্নয়ন;
৫. জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন;
৬. বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা;
৭. খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা;
৮. বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাস।

প্রকল্পের ফলাফল

ক. বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির উদ্দেশ্যে গবাদিপশু খামার/পোলট্রি খামার সম্প্রসারিত হবে। যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দেশে দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

খ. গ্রামীণ নারীরা ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ পাবে।

গ. স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে যেমন : শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য অসুখ থেকে রক্ষা পাবে। রান্নার কষ্ট হবে না এবং সময় সাশ্রয় হবে। সাশ্রিত সময়ে তাঁরা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারবে।

ঘ. বায়োগ্যাস প্রযুক্তির বিশেষ দিক হলো স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনা গোবর, মুরগির বিষ্ঠা অথবা মানুষের মলমূত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে না থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, রোগ-জীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঙ. বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উন্নতমানের জৈব সার পাওয়া যায়। জৈব সার মাটির দীর্ঘমেয়াদি উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমবে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার বাবদ ব্যয় সাশ্রিত হবে। নিরাপদ ফসল ও খাদ্য উৎপাদিত হবে। জৈব সার পুকুরে ব্যবহারের ফলে মাছের (সবুজ প্ল্যাঙ্কটন) উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

চ. পরিবেশ দূষণ রোধ : বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামার ও খামার সংলগ্ন এলাকার বাতাসে দুর্গন্ধ দূরীভূত করে পরিবেশ সুরক্ষা করে। মশা-মাছির উপদ্রব হবে না। বায়োগ্যাসযুক্ত খামারের প্রাণির মৃত্যুহার কম হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। রান্নার কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার না হওয়ায় বন উজাড় রোধ হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট সংলগ্ন এলাকায় রোগ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য যে, সকল বায়োগ্যাস প্লান্টই প্রাকৃতিক বর্জ্য শোধনাগার হিসাবে কাজ করে। দূষণমুক্ত সবুজ পৃথিবী গড়তে, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং বাতাসে কার্বন নিঃসরণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আউটপুট

প্রকল্প মেয়াদে সারা দেশে ৩২,০০০ গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামার এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। ৩২,০০০ গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামারে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে দেশে দুধ, ডিম মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি তাদের নিজেদের রান্নার জ্বালানি চাহিদা পূরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আমিষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার সৃষ্টি, জৈব সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং পার্শ্ববর্তী বাড়িতে বায়োগ্যাসের সংযোগ লাইন প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও বাণিজ্যিক প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন : আলোচ্য প্রকল্পটি ২০৯১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জুলাই ২০২১ তারিখে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১ম সংশোধন : প্রকল্প চলমানকালে নতুন কিছু অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধনী ২৩,৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়।

মেয়াদ বৃদ্ধি : প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ এর পরিবর্তে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

বিশেষ সংশোধন : প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১% (২৩৬.০০ লক্ষ) বৃদ্ধি করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের বিশেষ সংশোধন অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'তে বেশকিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল। প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সংস্থান থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের বেতনের বেশ কিছু অর্থের সংস্থান ছিল না। অন্যদিকে, প্রকল্পে একটি যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল। গত ১৯.০৫.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি'র সভায় জিপ গাড়ি ক্রয়ের পরিবর্তে 'যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)' জিপ গাড়ি সংগ্রহের সুপারিশ করেন। ফলে প্রকল্প সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে বেশ কিছুখাতে প্রাক্কলিত মূল্যের সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক কোডের পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬.০৪.২০২২ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পের কার্যাদি অবিলম্বে আরম্ভ করবার জন্য প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। মূলত এ কারণেই আলোচ্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যাবলী

কর্মসংস্থান

গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার সৃষ্টির মাধ্যমে, জৈব সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, পার্শ্ববর্তী বাড়িতে গ্যাসের লাইন সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বাণিজ্যিক প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুব সমাজ আত্মকর্মী হয়ে দেশে বেকার সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

দেশের ৬৪ জেলার প্রতি জেলায় গড়ে ৫০০টি হিসাবে ৪৯২টি উপজেলার প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ৩২০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। বাস্তবতার

প্রেক্ষিতে উপজেলা ভিত্তিক অর্জন কমবেশি হতে পারে। তবে মোট লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রশিক্ষণ আয়োজন

প্রকল্প মেয়াদে ৬৪ জেলায় ১,৪৭,৬০০ জনকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সুবিধা, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়োগ্যাস রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

মেশন প্রশিক্ষণ

মোট ৯৮৪ জন রাজমিস্ত্রীকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে রাজমিস্ত্রী বা মেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কর্মশালা

প্রকল্প মেয়াদে কেন্দ্রীয়ভাবে দিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্টেক হোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করবেন।

আবর্তক ঋণ তহবিল

প্রতিটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য ৫৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও গ্রামীণ যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পের আওতার ১২৫.০০ কোটি টাকার আবর্তক ঋণ তহবিল থাকবে। ঋণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব খোলা ও ঋণ বিতরণ ও আদায় বিদ্যমান ঋণ কার্য-নির্দেশিকা অনুযায়ী হবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে উক্ত আবর্তক ঋণ তহবিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল ঋণ তহবিলের সাথে একীভূত হবে। ১ম ফেজের ১০ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৪ হাজার এবং ২য় ফেজের ১০ কোটি টাকাসহ মোট ২০ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ৩য় ফেজের ঋণ তহবিলে একীভূত করা হয়েছে।

যানবাহন ক্রয়/ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ

প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও তদারকি করার জন্য ২য় পর্যায়ের ক্রয়কৃত ৬৬টি মোটর সাইকেল ৩য় পর্যায়ে স্থানান্তর করা হবে। পিআইইউ কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার এবং প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের নিমিত্ত ১টি জিপ গাড়ি ভাড়ায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

যন্ত্রপাতি ক্রয়

গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের পরিবর্তে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, বাস্তবভিত্তিক, তথ্যনির্ভর ও প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য প্রশিক্ষণে কার্যক্রম পরিচালনায় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narative Summary) (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাইনির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) : বেকার যুবদের প্রয়োজন মাফিক যুৎসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান তৈরি করা।	জুন ২০২৫ এর মধ্যে– ■ সারাদেশে ৩২০০০ জন যুব আত্মকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত; ■ ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলায় বেকারত্বের উল্লেখযোগ্য হ্রাস।	■ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন ■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেকর্ড ■ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ■ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড	–
উদ্দেশ্য : ■ যুবদের প্রশিক্ষণের কর্মসংস্থান তৈরি করা; ■ বিকল্প জ্বালানী ক্ষেত্র উন্মোচনের মাধ্যমে কাঠ, কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমানো।	জুন ২০২৫ এর মধ্যে– ■ সারাদেশে ৩২০০০টি খামার তৈরি করে বেকারত্ব হ্রাস; ■ ৩২০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করে বিকল্প জ্বালানীর সংস্থান; ■ প্রকল্প মেয়াদে সর্বোচ্চ বছরে প্রায় ৩৫৮০০০ মেট্রিক টন গ্রিণ হাউস গ্যাস নি:সরণ হ্রাস (প্রতি প্লান্টে বছরে গড়ে ১৭.৯০ মেট্রিক টন হিসাবে-সুত্র: বিসিএসআইআর, ঢাকা)	■ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন ■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেকর্ড ■ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী ■ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী ■ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড	■ প্রশিক্ষিত যুবরা যথাযথভাবে নিজেদেরকে আত্মকর্মী হিসাবে নিয়োজিত করবে। ■ সরকার কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কে অব্যাহত সমর্থন ■ অন্যান্য সংস্থা বিশেষ করে যুবক্লাব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
আউটপুট: ■ ১২৫৫৬০ মেট্রিক টন জৈব সার; ■ ৩২০০০ গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার;	জুন ২০২৫ এর মধ্যে - ■ ১৪৯০২৫ জন যুবক ও যুবমহিলার প্রশিক্ষণ আয়োজন; ■ সর্বোচ্চ ৩২০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;	■ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন ■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেকর্ড ■ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী	■ প্রশিক্ষিত যুবরা যথাযথভাবে নিজেদেরকে আত্মকর্মী হিসাবে নিয়োজিত করবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narative Summary) (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাইনির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
■ ১২৮০০০ জন যুবক ও যুব মহিলার কর্মসংস্থান ; ■ ৩২০০০টি পরিবারের জ্বালানী সুবিধা।	■ ১৮০ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার ঋণ প্রদান।	■ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী ■ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড	■ সরকার কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কে অব্যাহত সমর্থন ■ অন্যান্য সংস্থা বিশেষ করে যুব ক্লাব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
ইনপুট: ■ ২৩৮৩৬.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক সম্পদ ■ প্রকল্পে আউটসোর্সিংয়ের ৪১২ জন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ ■ ৭৪টি মটরসাইকেল ও ১টি ভাড়াকৃত যানবাহনসহ ভৌত সম্পদ	জুন ২০২৫ এর মধ্যে - ■ ১টি যানবাহন ভাড়ায় সংগ্রহ; ■ ৪১২জন জনবল আউটসোনর্সিং এর মাধ্যমে সংগ্রহ; ■ ২৮৮টি অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ; ■ ৮৪৭টি আসবাবপত্র ক্রয়।	সভার কার্যবিবরণী; ■ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটর সভার কার্যবিবরণী; ■ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড। ■ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন; ■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেকর্ড ■ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির	■ প্রয়োজন মাফিক এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্তি ■ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সম্পাদন ■ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

ক. বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির উদ্দেশ্যে গবাদিপশু খামার/পোলট্রি খামার সম্প্রসারিত হবে। যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দেশে দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

খ. গ্রামীণ নারীরা ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ পাবে।

গ. স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে যেমন : শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য অসুখ থেকে রক্ষা

পাবে। রান্নার কষ্ট হবে না এবং সময় সাশ্রয় হবে। সাশ্রিত সময়ে তাঁরা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারবে।

ঘ. বায়োগ্যাস প্রযুক্তির বিশেষ দিক হলো স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনা গোবর, মুরগির বিষ্ঠা অথবা মানুষের মলমূত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে না থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, রোগ-জীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঙ. বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উন্নতমানের জৈব সার পাওয়া যাবে। জৈব সার মাটির দীর্ঘমেয়াদি উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমবে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার বাবদ ব্যয় সাশ্রিত হবে। নিরাপদ ফসল ও খাদ্য উৎপাদিত হবে। জৈব সার পুকুরে ব্যবহারের ফলে মাছের (সবুজ প্ল্যাঙ্কটন) উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

চ. পরিবেশ দূষণ রোধ: বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামার ও খামার সংলগ্ন এলাকার বাতাসে দুর্গন্ধ দূরীভূত হবে। মশা-মাছির উপদ্রব হবেনা। বায়োগ্যাসযুক্ত খামারের প্রাণি মৃত্যুহার কম হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। রান্নার কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার না হওয়ায় বন উজাড় রোধ হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট সংলগ্ন এলাকায় রোগ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য যে, সকল বায়োগ্যাস প্লান্টই প্রাকৃতিক বর্জ্য শোধনাগার হিসাবে কাজ করে। দূষণমুক্ত সবুজ পৃথিবী গড়তে, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং বাতাসে কার্বন নিঃসরণ রোধে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প– ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের পটভূমি

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল ছাড়া অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন, বিনোদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক ও বীমা খাত এবং চিকিৎসা, গবেষণা প্রায় অচল। সুতরাং তথ্যপ্রযুক্তি তথা কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি অপরিহার্য। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণেও কম্পিউটার চালানায় দক্ষ জনবলের প্রয়োজন।

তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনো জেলা কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে এখনো কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ শিক্ষিত যুবরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শহুরে যুব ও গ্রামীণ যুবদের মধ্যে দিন দিন ব্যবধান বাড়ছে। শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবধান হ্রাস করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামের শিক্ষিত সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও চর অঞ্চলসহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক এলাকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের (মিনিবাস) মাধ্যমে যুবদের দোর-গোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া হবে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান

আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে এগারটি ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম, জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের সকল উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন যুবক ও যুবনারীকে দুটি শিফটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সকালের শিফটে ২০ জন সকাল ৯.০০টা হতে বেলা ১.০০টা এবং বিকালের শিফটে ২০ জন বেলা ১.৩০টা থেকে বিকাল ৫.৩০টা। উল্লেখ্য যে, প্রতি ব্যাচে মোট প্রশিক্ষণার্থী মধ্যে ৫০% হবে যুবনারী। তবে কোনো উপজেলায় ৫০% যুবনারী পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে যুবদের দ্বারা কোটা পূরণ করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবদের ক্ষেত্রে এইচএসসি পাশ এবং যুবনারীদের ক্ষেত্রে এসএসসি পাশ। প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই মাস।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে যেসব উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে সেসব উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে যাতে সকল উপজেলার যুবদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যায়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফল আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) (২য় পর্যায়) প্রকল্প	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	
	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।	
৪.	প্রকল্প এলাকা	৬৪টি জেলার সদর উপজেলা ব্যতীত সকল উপজেলা।	
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন (জিওবি ১০০%)	৫০৮০.০০ লক্ষ টাকা।	
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
৭.		১ জানুয়ারি ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রণের সুযোগ সৃষ্টি;
২. দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. আইসিটি বিষয়ক চাকরি ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৪. গ্রামীণ ও শহুরে যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা;
৫. প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

প্রকল্পের ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় ১২,৮৮০ জন যুবকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমে উন্নতির কারণে সারা দেশে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে এবং সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের আউটপুট

১. প্রকল্প মেয়াদে ১২,৮৮০ জনকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
২. ১২,৮৮০ জন প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
৩. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১২,৮৮০টি পরিবার উপকৃত হবে।
৪. ১২,৮৮০টি পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হবে।
৫. আত্মকর্মী যুবদের প্রকল্পে অনেক বেকার যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার বিষয়ে উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবদের মধ্যে এইচএসসি পাশ

এবং যুবনারীদের জন্য এসএসসি পাশ। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন। প্রতিদিন সকাল ও বিকাল দুই শিফটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী যুবক ও যুবনারীর অনুপাত হবে ৫০:৫০ জন। কোথাও ৫০% যুবনারী পাওয়া না গেলে যুবদের দ্বারা কোটা পূরণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান দুই মাস উপজেলায় অবস্থান করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে একজন প্রশিক্ষক ও একজন সহকারী প্রশিক্ষক থাকবে। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্মদিবসে ২০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্মদিবসে প্রতি জনের জন্য ১০০ টাকা হারে ব্যয় করা হবে।

প্রশিক্ষণ যানবাহন ক্রয়

প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৩টি করে এবং বরিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে ২টি করে মোট ২১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান থাকবে। প্রতিটি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান ১১টি অত্যাধুনিক ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সার্বক্ষণিক পাওয়ার সাপ্লাই এর জন্য জেনারেটর, অডিও সিস্টেম দ্বারা সুসজ্জিত থাকবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্বে ৭টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় আরো ১৪টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান ক্রয় করা হবে। প্রশিক্ষণ ভ্যান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ ভ্যানগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ প্রশিক্ষণ উপযোগী করে সরবরাহ করবেন। প্রশিক্ষণের চাহিদা ও যেকোনো প্রয়োজনে এক বিভাগের প্রশিক্ষণ ভ্যান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অন্য যেকোনো বিভাগে স্থানান্তর করা যাবে।

কর্মশালা আয়োজন

প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রতি বছর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মোট ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল সরবরাহ

প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে মুদ্রিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল বই সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ই-লার্নিং কনটেন্টের সংস্থানও থাকবে।

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম হালনাগাদ করা

সমাপ্ত টেকাব প্রকল্পের আওতায় যুবদের একমাস মেয়াদি ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই মাস করা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান কারিকুলামকে হালনাগাদ করে দুই মাসের উপযোগী করা হবে।

প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়

নতুন ক্রয়কৃত ১৪টি প্রশিক্ষণ ভ্যান ও পুরাতন প্রশিক্ষণ ভ্যানসমূহের ইতোমধ্যে মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে।

ডাটাবেজ তৈরি

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। উক্ত ডাটাবেজে ১ম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তথ্যও সংরক্ষণ করা হবে।

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী যুবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করবে।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) গ্রামীণ দরিদ্র শিক্ষিত যুবদের কম্পিউটার প্রযুক্তিতে দক্ষ করা।	দেশে বেকারের ০.৬১% কম্পিউটার প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়েছে।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. আইএমইডি রিপোর্ট।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) ১. প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র যুবদের জন্য বিনামূল্যে	১. কম্পিউটার বিষয়ে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	১. মনিটরিং ও সুপারভিশন ২. প্রকল্প কার্যালয়ের	১. সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন। ২. লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২. দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত যুবদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পৌঁছে দেয়া। ৩. প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাস করা।	২. প্রশিক্ষিত যুবদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।	নথিপত্র। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	
আউটপুট (Output) ১. যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। ২. যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩. দেশে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা। ৪. কম্পিউটার প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান	১. ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে ১২,৮৮০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ২. ১২,৮৮০ জন প্রশিক্ষিত যুবর জন্য ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩. ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে দেশে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে ১২,৮৮০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা।	১. মাঠ পরিদর্শন ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. গ্রামের সকল পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন। ২. দারিদ্র্য হ্রাস।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
হ্রাস করা। ৫. যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল সরবরাহ করা।	৪. ১২,৮৮০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রদান করা।		
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ প্রদান ২. প্রশিক্ষণ ভ্যান ৩. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ৪. জনবল নিয়োগ ৫. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মুদ্রণ	১. প্রশিক্ষণ ব্যয় ২. জ্বালানি ব্যয় ৩. প্রশিক্ষণ যানবাহন ক্রয় ৪. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	১. প্রকল্প দলিল। ২. রিপোর্টিং পদ্ধতি।	১. কোনো প্রকার দুর্যোগ ঘটবে না। ২. এডিপি বরাদ্ধ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হবে না।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় ১২,৮৮০ জন যুবকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমে উন্নতির কারণে সারা দেশে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে এবং সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)

প্রকল্পের পটভূমি

যুবসমাজ যেকোনো দেশের মূল্যবান সম্পদ। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট

জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠীভুক্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। শ্রমশক্তির যোগান ও সংখ্যার বিবেচনায় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যুবসমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অন্যতম হলো তথ্যপ্রযুক্তি। উন্নত দেশ তাদের কাজ উন্নয়নশীল দেশ হতে অর্থের বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবরা এ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ প্রকল্পটি চালু করেছে। শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক অবস্থায় দেশের ১৬টি জেলায় ৬৪০০ জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাকি ৪৮টি জেলায়ও শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)				
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।				
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।				
৪.	প্রকল্প এলাকা	১৬ জেলা।				
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	মূল অনুমোদিত ব্যয়	১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয়
	মোট	৪৭৫০.০০	৪৭৯৫.০০	৪৫.০০		০.৯৫%
	(জিওবি ১০০%)	৪৭৫০.০০	৪৭৯৫.০০	৪৫.০০		০.৯৫%
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ			প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	
	মূল	১ জুলাই ২০২২			৩০ জুন ২০২৪	
	১ম সংশোধিত	১ জুলাই ২০২২			৩০ জুন ২০২৫	

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
২. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
৩. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন : আলোচ্য প্রকল্পটি ৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জুলাই ২০২২ তারিখের সভায় জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১ম সংশোধন : প্রকল্পের মূল কার্যক্রম 'ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ' পরিচালনার জন্য 'প্রশিক্ষণ ফার্ম নির্বাচন' করতে ১ বছরের বেশি বিলম্ব হওয়ায় ডিপিপি'তে উল্লিখিত নির্ধারিত প্রকল্প মেয়াদে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধনীতে প্রতি জেলায় ২টি ব্যাচে ৪০ জন (২×২০) এর পরিবর্তে ২টি ব্যাচে ৫০ জন (২×২৫) করা হয়। এছাড়া কিছু কোডে মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে মোট ৪৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সভায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২৩ হতে ১৬টি জেলায় ৬৪০০ জন শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন, বেসিক ইংলিশ, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফট স্কিল ট্রেনিং এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সফলভাবে চলছিল এবং জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম 'ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ' পরিচালনার জন্য 'প্রশিক্ষণ ফার্ম নির্বাচন' করতে ১ বছরের বেশি বিলম্ব হওয়ায় ডিপিপি'তে উল্লিখিত নির্ধারিত প্রকল্প মেয়াদে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য অবশিষ্ট ৩২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে প্রকল্প মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০২৪ এর পরিবর্তে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সাথে কিছু কোডে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

প্রকল্পে উপকারভোগী হওয়ার শর্ত

১. কমপক্ষে এইচএসসি/সমমান পাশ;
২. বয়সসীমা : ১৮-৩৫ বছর;
৩. নারী ৩০%;
৪. বেসিক কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা।

প্রকল্পের ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১৬টি জেলায় ৬,৪০০ জনকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বিধায় তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নে অবদান রাখছে। উপকারভোগী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটছে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটছে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে NEET (Not in Education, Employment or Training)- যুব'র হার পাচ্ছে।

প্রকল্পের আউটপুট

১. প্রকল্প মেয়াদে ৬,৪০০ জনকে বিষয়ভিত্তিক ট্রেড ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
২. মোট প্রশিক্ষণার্থীর ৬০% এর অধিক প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
৩. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৬০% এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীর পরিবার উপকৃত হয়েছে।
৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রশিক্ষণ

'ফ্রিল্যান্সিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষিত বেকার যুবদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের আত্মকর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে।

ক. বেসিক ইংলিশ
খ. কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন
গ. ফ্রিল্যান্সিং
ঘ. গ্রাফিক্স ডিজাইন
ঙ. ভিডিও এডিটিং
চ. ডিজিটাল মার্কেটিং
ছ. স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ
জ. সফট স্কিল ট্রেইনিং

প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৬০০ ঘণ্টা বা ৩ মাস। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২০ জন ও ২৫ জন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি (HSC) বা সমমান পাশ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮-৩৫ বছর। প্রকল্প মেয়াদে ১৬টি জেলায় মোট ৬,৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ২০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোড হতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অর্থপ্রাপ্ত হয়ে ৬৪০০ জনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয় বহন করেছে।

গবেষণা (প্রকল্প মূল্যায়ন)

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থানের কতটুকু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং, কার্যক্রম বিভাগ, আইএমইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-এ প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন হিসাবরক্ষক উচ্চমান সহকারী, একজন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর তাঁরা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করছেন। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ পরিচালনায়/বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ কমিটির জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি ছিল। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে প্রকল্পের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ও উদ্ভূত সমস্যা পর্যালোচনা করেছিলেন এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করেছিলেন।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	জুন ২০২৫ এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৮৪০ জন (মোট প্রশিক্ষণার্থীর	বিবিএস এর সার্ভে রিপোর্ট বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
শিক্ষিত যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	৬০%) শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।		
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) ১. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের বেকারত্ব হ্রাস করা। ২. শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা। ৩. দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।	১. জুন ২০২৫ এর মধ্যে ৬৪০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবরা উপার্জনক্ষম ও স্বনির্ভর হবে। ২. যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট। ৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে আগ্রহী হবে।
আউটপুট (Output) ১. কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে; ২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ৩. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	১. জুন ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৪০০ জন শিক্ষিত যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. জুন ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৪০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত করা হবে।	১. আইএমইডি পরিদর্শন প্রতিবেদন। ২. এডিপি পর্যালোচনা সভার বাস্তবায়ন। ৩. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	৩. দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।		
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি; ২. আসবাবপত্র; ৩. প্রশিক্ষণ উপকরণ; ৪. প্রশিক্ষক; ৫. প্রশিক্ষণার্থী।	১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়কৃত, ২. আসবাবপত্র ক্রয়কৃত, ৩. প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়কৃত।	১. আইএমইডি পরিদর্শন প্রতিবেদন। ২. এডিপি পর্যালোচনা সভার বাস্তবায়ন। ৩. দরপত্র দলিল	সরকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১৬টি জেলায় ৬,৪০০ জনকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বিধায় তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নে অবদান রাখছে। উপকারভোগী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটছে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটছে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে NEET (Not in Education, Employment or Training)- যুব'র হার হ্রাস পাচ্ছে।

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

প্রকল্পের পটভূমি

যুবসমাজ যেকোনো দেশের মূল্যবান সম্পদ। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠীভুক্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

শ্রমশক্তির যোগান ও সংখ্যার বিবেচনায় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যুবসমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অন্যতম হলো তথ্যপ্রযুক্তি। উন্নত দেশ তাদের কাজ উন্নয়নশীল দেশ হতে অর্থের বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবরা এ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ প্রকল্পটি চালু করেছে। শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক অবস্থায় দেশের ১৬টি জেলায় একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,৪০০ জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬ জেলায় পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট ৪৮টি জেলায় ২৮,৮০০ জন শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	
৪.	প্রকল্প এলাকা	৪৮ জেলা।	
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন (জিওবি ১০০%)	২৯৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা।	
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
		১ জানুয়ারি ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
২. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
৩. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পের ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৮টি জেলায় ২৮,৮০০ জনকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বিধায় তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নে অবদান রাখবে। উপকারভোগী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের আউটপুট

১. প্রকল্প মেয়াদে মোট ২৮,৮০০ জনকে বিষয়ভিত্তিক ট্রেড ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
২. ২৮,৮০০ জন প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
৩. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ২৮,৮০০ পরিবার উপকৃত হবে।
৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতি

১. অনলাইন ও অফলাইন পদ্ধতিতে প্রচারণা
২. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন
৩. লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ (পরীক্ষা কেন্দ্র উপস্থিত নিশ্চিত করে)
৪. মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ
৫. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালকের (পরিকল্পনা) নেতৃত্বে একটি কমিটি রয়েছে।
৬. জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটিতে জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রশিক্ষণ

'ফ্রিল্যান্সিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষিত বেকার যুবদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের আত্মকর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে।

ক. বেসিক ইংলিশ
খ. কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন
গ. ফ্রিল্যান্সিং
ঘ. গ্রাফিক্স ডিজাইন
ঙ. ভিডিও এডিটিং
চ. ডিজিটাল মার্কেটিং
ছ. স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ
জ. সফট স্কিল ট্রেইনিং

প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে ৬০০ ঘণ্টা বা ৩ মাস। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫ জন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি (HSC) বা সমমান পাশ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮-৩৫ বছর। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি ব্যাচে ২জন করে প্রশিক্ষককে ভর্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি প্রশিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে সাধারণ শিক্ষার্থী দিয়ে পূরণ করা হবে উক্ত পদ। প্রকল্প মেয়াদে বছরে ৪৮টি জেলায় ১১৫২টি ব্যাচে মোট ২৮,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও বিকালের নাস্তা প্রদান করা হবে এবং প্রতিদিন ২০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোড হতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অর্থ প্রাপ্ত হবেন এবং ২৮,৮০০ জনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয় প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

গবেষণা (প্রকল্প মূল্যায়ন)

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থানের কতটুকু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং এর প্রতিনিধি, আইএমইডির প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা), উপপরিচালক (পরিকল্পনা), সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) এর সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে মূল্যায়ন করা হবে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে একজন প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে (গ্রেড-৩/৫) দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-এ প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সহকারী প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে (গ্রেড-৯) দায়িত্ব পালন করবেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বেতন গ্রেড ১৪ ভুক্ত একজন হিসাবরক্ষক/সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/উচ্চমান সহকারী নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব বা প্রেষণে দায়িত্ব পালন করবেন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ডাটা এন্টি অপারেটর (ক্যাটাগরি-১), অফিস সহায়ক (ক্যাটাগরি-৫), পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ক্যাটাগরি-৫) এই তিনটি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায়/বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে প্রকল্পের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ও উদ্ভূত সমস্যা পর্যালোচনা করবেন এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে কমপক্ষে ১৭,২৮০ জন মোট প্রশিক্ষণার্থীর ৬০% ফ্রিল্যান্সিং আয়ের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	বিবিএস এর সার্ভে রিপোর্ট/DYD এর বার্ষিক প্রতিবেদন।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) ১. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের বেকারত্ব হ্রাস করা। ২. শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা। ৩. দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।	১. ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে ২৮,৮০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবরা উপার্জনক্ষম ও স্বনির্ভর হবে। ২. যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট। ৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে আগ্রহী হবে।
আউটপুট (Output) ১. কম্পিউটার	১. ডিসেম্বর ২০২৬ সালের মধ্যে ২৮,৮০০ জন	১. আইএমইডি পরিদর্শন প্রতিবেদন।	প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে; ২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ৩. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	শিক্ষিত যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. ডিসেম্বর ২০২৬ সালের মধ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৮,৮০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত করা হবে। ৩. দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	২. এডিপি পর্যালোচনা সভার বাস্তবায়ন। ৩. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি; ২. আসবাবপত্র; ৩. প্রশিক্ষণ উপকরণ; ৪. প্রশিক্ষক; ৫. প্রশিক্ষণার্থী।	মে ২০২৪ এর মধ্যে ১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, ২. আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করা হবে। ৩. প্রশিক্ষণ ফার্ম নিয়োগ করা হবে।	১. আইএমইডি পরিদর্শন প্রতিবেদন। ২. এডিপি পর্যালোচনা সভার বাস্তবায়ন। ৩. টেন্ডার ডকুমেন্ট	সরকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকবে।

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন সারাদেশে ৭৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ ট্রেড নেই। ফলে কোনো প্রশিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতোমধ্যে দেশে ১৬টি জেলায় স্বল্প পরিসরে একটি প্রকল্প অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই

প্রকল্পটির সাফল্য বিবেচনা করেই আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সারাদেশব্যাপি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

যেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেড নেই, তাই আলোচ্য প্রকল্পটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফ্রিল্যান্সিং ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৮টি জেলায় ২৮,৮০০ জনকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বিধায় তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নে অবদান রাখবে। উপকারভোগী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে NEET (Not in Education, Employment or Training)- যুব'র হার কমবে।

৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের পটভূমি

যুব সমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি এ কর্মক্ষম জনশক্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল এ অংশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর। তাই যুব সম্প্রদায়কে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। বিপুল যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হলে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে আশা করা যায়।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এ ধরনের প্রকল্প অপরিহার্য। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার

যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি বিষয়ে সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলায় ৭১টি কেন্দ্রে কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি এপ্লিকেশন ট্রেড, ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি কেন্দ্রে প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেড (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ) এবং ৬৪টি জেলায় ৬৫টি কেন্দ্রে (১) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, (২) ইলেকট্রনিক্স, (৩) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (৪) বেসিক কম্পিউটার অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাত-বিভাগ	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।	
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন (জিওবি ১০০%)	৪৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা	
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
		০১ নভেম্বর ২০২৩	৩১ অক্টোবর ২০২৬
৭.	প্রকল্প এলাকা	৬৪ জেলা।	

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. বিদ্যমান ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. দেশে ও বিদেশে কর্মদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. চাকুরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
৪. যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস করা।

প্রকল্পের ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৭১,৫৮০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবকে যুগোপযোগী চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এ সমস্ত

প্রশিক্ষিত যুবরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান লাভে সক্ষম হবে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হবে। প্রশিক্ষিত যুবদের গৃহীত আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে আরো অনেক যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর পরিবারের সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্মক্রমে উপকৃত হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের আউটপুট

১. প্রকল্প মেয়াদে ৭১,৫৮০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে যুগোপযোগী চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা লাভে সক্ষম হবে।
২. ৭১,৫৮০ জন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৩. ৭১,৫৮০টি পরিবারের ন্যূনতম ২,৮৬,৩২০ জন সদস্য উপকৃত হবে।
৪. ৭১,৫৮০টি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
৫. স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৬. আত্মকর্মী যুবদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য কর্ম প্রত্যাশী যুবরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কর্মসংস্থানে আগ্রহী হবে।
৭. আত্মকর্মী যুবদের কর্মকাণ্ড জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখবে।
৮. যুবদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়
২. কম্পিউটার ক্রয়
৩. আসবাবপত্র ক্রয়
৪. প্রকল্প মূল্যায়ন
৫. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ

প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় : ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে।

আসবাবপত্র ক্রয় : ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে।

প্রকল্প মূল্যায়ন : প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধিতে অবদান এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের দক্ষতা যাচাই করার লক্ষ্যে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হবে। আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং, কার্যক্রম বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ন্যায় ২য় পর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন পরিচালক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্পটি সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে (পিআইইউ)-তে ১ম পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২য় পর্যায়েও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকল্প পরিচালককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান ২৭৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত ৫টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাই এ প্রকল্পের আওতায় পিআইইউ এবং মাঠ পর্যায়ে কোনো জনবল নিয়োগের সংস্থান নেই। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। অন্যদিকে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য তা স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কর্মদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	দেশে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ জনবলের সংখ্যা প্রায় ৩% বৃদ্ধি পাবে।	১. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র। ২. আইএমইডি রিপোর্ট। ৩. মাঠ পরিদর্শন।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) ১. প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২. দেশে বিদেশে কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. চাকুরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও	১. ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহ। ২. কর্মদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ। ৩. প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. সফল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। ২. লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।			
আউটপুট (Output) ১. ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি। ২. মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি। ৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহ।	১. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নভেম্বর, ২০২৩ হতে অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে কারিগরি শিক্ষায় ৭১৮৫০ জন উপকারভোগী হবে এবং সুফল ভোগ করবে। ২. অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত ৭১৮৫০ জনের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প কার্যালয়ের রিপোর্ট। ৩. আইএইডি রিপোর্ট।	১. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ২. প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ২. প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ৩. অন্যান্য	১. প্রশিক্ষণ ব্যয়- ৫৫.৮০ ২. অফিস সরঞ্জমাদি- ২৬৭৩.৩২ ৩. কম্পিউটার- ৩৭১.১৫ ৪. কাঁচামাল- ৮২২.০০ ৫. আসবাবপত্র- ১১৫.৪৪ ৬. অন্যান্য- ৩৪৬.০৪ **মোট = ৪৩৮৩.৭৫**	১. প্রকল্প দলিল। ২. রিপোর্টিং পদ্ধতি।	১. সবকিছু স্বাভাবিক থাকবে। ২. এডিপি বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৭১,৫৮০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবকে যুগোপযোগী চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এ সমস্ত প্রশিক্ষিত যুবরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান লাভে সক্ষম হবে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হবে। প্রশিক্ষিত যুবদের গৃহীত আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে আরো অনেক যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর পরিবারের সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্মক্রমে উপকৃত হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের পটভূমি

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে উপযোগী করে গড়ে তোলা। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সাড়ে ছয় হাজারের অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। তাদের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখলেও দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা সাধারণত: জ্ঞান বৃদ্ধি ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা অনুধাবনে সহায়তা করে। মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, উপলব্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা চেতনাকে শাণিত ও প্রসারিত করে। কিন্তু প্রশিক্ষণ মানুষের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে, নির্ধারিত কাজটি সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। নতুন নতুন তথ্য জানা ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করছে। দেশের জনসংখ্যার এ বিরাট অংশের চাহিদা পূরণের জন্য যেসকল কর্মকর্তা ও

কর্মচারী নিয়োজিত আছেন তাদের দক্ষ ও কর্মসম্পাদনে সক্ষম করে গড়ে তোলা হলে অধিক সংখ্যক যুবকে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে স্থানীয়ভাবে উন্নয়নের ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাত বিভাগ	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।	
৫.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
	মোট	২৬৬৬.৬৪ লক্ষ টাকা	
	(জিওবি ১০০%)	২৬৬৬.৬৪ লক্ষ টাকা	
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
	মূল	০১ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০ জুন ২০২৭

প্রকল্প এলাকা

ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ঢাকা	ঢাকা	সাভার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. পুরাতন স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
২. আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোগ করে প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;
৩. বিদ্যমান স্থাপনা ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবী তৈরি করা;
৪. প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের ফলাফল

পুরাতন অবকাঠামোসমূহ সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২১৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধ করে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারবে। আত্মকর্মী যুবদের প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতির কারণে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

প্রকল্পের আউটপুট

১. ২১৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
২. প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৩. প্রশিক্ষণকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা;
৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
৫. কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া;
৬. প্রশিক্ষণে মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রশিক্ষণ আয়োজন

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৭টি ব্যাচে ২০১০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রতিবছর এক সপ্তাহ মেয়াদি একটি করে প্রকল্প মেয়াদে চারটি ব্যাচে (কক্সবাজার/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি/রাঙামাটি/সিলেট) বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ৩০ জন করে মোট ১২০ জন, সর্বমোট ৭১টি ব্যাচে ২১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এক সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ৩৭টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ১১১০ জন।

দুই সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ১০টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ৩০০ জন।

তিন সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ১টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ৩০ জন।

চার সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ১২টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ৩৬০ জন।

আট সপ্তাহ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ৭টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ২১০ জন।

বিশেষ প্রশিক্ষণ (সঞ্জীবনী)

মোট ব্যাচ সংখ্যা : ৪টি
প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা : ৩০ জন
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ১২০ জন।

কর্মশালা আয়োজন

প্রতি বছর যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ (এক)টি করে কর্মশালা আয়োজন করা হবে। যুব উন্নয়ন একাডেমিতে আয়োজিত কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও আত্মকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের ৬০ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়

প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসু ও প্রশিক্ষণার্থী বান্ধব করার জন্য যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর শ্রেণী কক্ষ, ল্যাব, অফিস, কমনরুম, জিমনেসিয়াম ও লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বইপত্র ক্রয় করা।

আসবাবপত্র ক্রয়

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরি, হল রুম, ডাইনিং, হোস্টেল ও অভ্যর্থনা কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় করা।

খেলাধুলা ও বিনোদন সামগ্রী ক্রয়

যুব উন্নয়ন একাডেমিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদন সামগ্রী ক্রয় করা।

মেরামত ও সংস্কার

যুব উন্নয়ন একাডেমি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ৩০ বছরেও বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের কোনো প্রকার মেরামত ও সংস্কার কাজ না হওয়ায় প্রায় সকল স্থাপনা জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর বিদ্যমান সকল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য মেরামত করা, রং করা, বাউন্ডারি ওয়ালের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ইত্যাদি মেরামতসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার করা হবে।

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা যাচাই করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং, কার্যক্রম বিভাগ, আইএমইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হবে।

মাস্টার প্ল্যান

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখলেও দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা সাধারণত: জ্ঞান বৃদ্ধি ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা অনুধাবনে সহায়তা করে। মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, উপলব্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা চেতনাকে শাণিত ও প্রসারিত করে। কিন্তু প্রশিক্ষণ মানুষের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে, নির্ধারিত কাজটি সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। নতুন নতুন তথ্য জানা ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলায় ৫.৫৯ একর ভূমির উপর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুব উন্নয়ন একাডেমি শুরু থেকে অদ্যাবধি ৪৪৬টি ব্যাচে ২১০৪৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুনিয়াদিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সাড়ে ছয় হাজারের অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। তাদের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন।

দীর্ঘ ৩০ বছর পূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মিত হলেও রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অপ্রতুল বরাদ্দ দ্বারা এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু প্রয়োজনীয়

সংস্কার, প্রশিক্ষণ কক্ষের ব্যবহার উপযোগিতা, আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির অভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণসহ ভবিষ্যতে অত্র কেন্দ্রের ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সম্ভাব্যতা যাচাই ও ত্রি-মাত্রিক ধারণা সম্বলিত একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

প্রকল্পে উপকারভোগী হওয়ার শর্ত

১. প্রত্যক্ষ-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে।

২. পরোক্ষ– ১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুব, যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মী হয় বা হতে চেষ্টা করে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের পিআইইউ কার্যালয় যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা। যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দায়ী। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। যুব উন্নয়ন একাডেমির অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিআইইউ) তথা প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করবেন। প্রকল্পে প্রস্তাবিত সংস্কার ও মেরামত কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি আছে। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ থাকলে তা উত্তরণের উপায় সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করে থাকেন।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।	১. জুন ২০২৭ এর মধ্যে ২১৩০ দক্ষ জনবল কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে। ২. বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।	১. প্রকল্প অফিসের নথিপত্র। ২. আইএমইডি রিপোর্ট।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) ১. বিদ্যমান স্থাপনা ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবী তৈরি করা। ২. আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;	১. জুন ২০২৭ এর মধ্যে ২১৩০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।	১. মনিটরিং ও সুপারভিশন। ২. প্রকল্প অফিসের নথিপত্র। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহৃত হবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
৩. পুরাতন স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ৪. প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।			
আউটপুট (Output) ১. প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন; ২. প্রশিক্ষণে মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদন অন্তর্ভুক্ত হওয়া; ৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন	১. জুন ২০২৭ সময়ে ২১৩০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হবে।	১. মাঠ পরিদর্শন। ২. প্রকল্প অফিসের তথ্য। ৩. আইএমইডি রিপোর্ট।	১. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার করবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
ইনপুট (Input) ১. প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ২. বিনোদন ও খেলাধুলার সামগ্রী ৩. আসবাবপত্র ৪. প্রশিক্ষণ উপকরণ ৫. অন্যান্য	০১ ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৭	১. প্রকল্প দলিল ২. রিপোর্টিং পদ্ধতি। ৩. দরপত্র দলিল।	১. প্রকল্পটি সঠিক সময়ে অনুমোদিত হবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

পুরাতন অবকাঠামোসমূহ সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২১৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধ করে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারবে। আত্মকর্মী যুবদের প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতির কারণে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)

প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬% যুব। যুবসমাজের সফল রূপান্তর অর্থনীতিতে বড়ো রকমের অবদান রাখতে পারে এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। যুবদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা গেলে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে।

তবে এখনো যুবসমাজকে নীতিনির্ধারণে খুব একটা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে নীতি আলোচনায় যুবদের

অংশগ্রহণ এখনো কম এবং যুব সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী তথ্যের অভাব রয়েছে যা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও নীতিনির্ধারণ সংশ্লিষ্ট যেসব উপকরণ তৈরি হয়েছে, সেগুলোর কার্যকর ব্যবহারও সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, দেশের যুব উন্নয়নের অগ্রগতি এক নজরে দেখার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং যুবদের অবস্থা নিয়ে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট তৈরি করার সহজ উপায়ও নেই। ফলে যুবসমাজের তৃণমূল পর্যায়ে নীতিগত অগ্রাধিকার দেওয়া একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের পথে অন্তরায়।

এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো নারী-পুরুষ উভয় যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে (হার্ড ও সফট স্কিল) তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অংশগ্রহণ বাড়ানো, যাতে তারা সম্মানজনক কর্মসংস্থান পেতে পারে কিংবা আত্মকর্মসংস্থান বা কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে। এর পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো সেসব সামাজিক রীতি ও জেন্ডারভিত্তিক ধারণার মোকাবিলা করা, যা নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ, মানব উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের যুবসমাজ, বিশেষ করে নারীরা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। যেমন– কর্মজীবনে প্রবেশ, অংশগ্রহণের সুযোগ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে। এই পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বৈশ্বিক মহামারীর মতো সংকটের সময়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)				
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।				
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।				
	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সামাজিক-অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিভাগ				
৪.	প্রকল্প এলাকা	২০ জেলা।				
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	মূল অনুমোদিত ব্যয়	১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয়
৬.	মোট	৪২১.০০	৫০৬.০০	৮৫.০০		২০%
৭.	জিওবি	৪৭.০০				
৮.	পিএ	৩৭৪.০০	৪৫৯.০০	৮৫.০০		২২%

৯.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
১০.	মূল	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৬
১১.	১ম সংশোধিত	১ জুলাই, ২০২২	৩০ জুন, ২০২৬

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

সামগ্রিক উদ্দেশ্য

সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

ক. ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে গুণগত জীবনদক্ষতা শিক্ষা একীভূতকরণ ও প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

খ. জাতীয় পর্যায়ের যুবদের প্ল্যাটফর্মসমূহকে শক্তিশালীকরণ, যাতে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় নীতিনির্ধারণী সংলাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

গ. প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং সুস্থতার মাধ্যমে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন।

ঘ. যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সূচক ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

ঙ. জাতীয় যুব নীতির আওতায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

ক. জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) থেকে নতুন করে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার অনুদান পাওয়া গেছে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

খ. TAPP প্রণয়নের সময় ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ ডলার = ৯৪.৪৫ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে ১০৮.৫০ টাকা হয়েছে। এই হারের পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন খাতে ৫৬.২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব মেলা উদ্‌যাপনকে সংশোধিত TAPP-G (RTAPP) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ

১. জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (NPA) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উন্নয়ন।

২. জাতীয় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক

প্রশিক্ষণ আয়োজন। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তারা যুব উন্নয়ন সূচক Youth Development Index ওয়েবপেজ কীভাবে কার্যকরভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতিগত অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ পাবেন।

৩. অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় ও প্রভাবকৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম আয়োজন: প্রতিবছর দুটি করে সমন্বয় ও প্রভাবকৌশল সভা আয়োজন করা হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে, যাতে যুব উন্নয়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা যায় এবং এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা যায়। ৫ বছরে এমন ধরনের নানা সভা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আয়োজন করা হবে, যাদের এই কর্মপরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

৪. বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন সূচকের (YDI) ডিজিটালাইজেশন এবং সূচকটি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (MoYS) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ।

৫. যুব উন্নয়ন সূচক Youth Development Index ওয়েবপেজ ডিজাইন ও উন্নয়ন: যুব উন্নয়ন সূচক সম্পর্কিত একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও ড্যাশবোর্ড সংবলিত ওয়েবপেজ ডিজাইন ও ডেভেলপ করা হবে, যা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (DYD) এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (MoYS) ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হবে। এই ড্যাশবোর্ডটি একাধিক উৎস থেকে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে এবং এতে গ্রাফ, সূচক, চিহ্ন ও অন্যান্য ভিজ্যুয়াল টুলস্‌ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ যুব-সম্পর্কিত তথ্য সহজে বোঝার উপযোগী করে উপস্থাপন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) প্রয়োজনীয় পরামর্শসেবা প্রদান করবে।

৬. যুব উন্নয়ন সূচক ওয়েবপেজের প্রোটোটাইপ/ডেমোর জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বৈঠকের মাধ্যমে প্রোটোটাইপ বা ডেমো ওয়েবপেজটি জাতীয়ভাবে পরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপন করা হবে, যাতে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা যায়।

৭. যুব উন্নয়ন সূচক ওয়েবপেজের জাতীয় যাচাইকরণ: প্রোটোটাইপের উপর প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ওয়েবপেজটির চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করে, তা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-স্তরের বৈঠকের মাধ্যমে যাচাই এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৮. যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন খসড়া প্রস্তুতকরণ: জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শসেবা গ্রহণ করে যুব উন্নয়ন সূচক সংক্রান্ত প্রতিবেদন খসড়া আকারে প্রস্তুত করা হবে।

সরকার নির্দেশনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন প্রতি তিন বছর অন্তর প্রকাশ এবং প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

৯. যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন জাতীয়ভাবে যাচাইকরণ: প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের পূর্বে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হবে।

১০. যুব উন্নয়ন সূচক ওয়েবপেজ উদ্বোধন ও প্রতিবেদন প্রচার: যুব উন্নয়ন সূচক ওয়েবপেজ উদ্বোধন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রচারের জন্য একটি জাতীয় সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এটি একটি বৃহৎ কর্মশালা হবে, যেখানে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী এবং যুব প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করবেন।

১১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তাদের ওয়েবপেজ ব্যবহারে প্রশিক্ষণ: যুব উন্নয়ন সূচক ওয়েবপেজ ব্যবহারের উপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৫০ জন কর্মকর্তাকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে তারা ওয়েবপেজটি ব্যবহার ও রিপোর্টিং সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন।

১২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের জীবন দক্ষতা শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দেশের ২০টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ১০০ জন প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রণীত জীবন দক্ষতা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কম্পিটেন্সিভিত্তিক লার্নি ম্যাটেরিয়াল অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। এই প্রশিক্ষণটি হবে ৪ দিনব্যাপী এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পরবর্তীকালে যুব প্রশিক্ষণার্থীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করবেন। প্রয়োজনে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে।

১৪. ডিজিটাল জীবন দক্ষতা লার্নি ম্যাটেরিয়াল উন্নয়ন ও প্রচার: Covid-19-এর মতো মহামারীজনিত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার অনুমোদিত জীবন দক্ষতা লার্নিং ম্যাটেরিয়াল আধুনিকায়ন করে অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমেই সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল জীবন দক্ষতা লার্নিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হবে, যা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে।

১৫. ভার্চুয়াল জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে হাতে-কলমে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ: উন্নয়নকৃত ডিজিটাল জীবন দক্ষতা শিক্ষা কনটেন্টের

ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মীদের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে হাতে-কলমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৬. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জীবন দক্ষতা শিক্ষার বিদ্যমান বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও যাচাই এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ মডিউল ম্যাপ করার লক্ষ্যে একদিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন এবং কর্মশালাটি জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাতে কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত হয়।

১৭. সংশোধিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত লার্নিং ম্যাটেরিয়াল মুদ্রণ ও বিতরণ: পুনঃনির্ধারিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে পূর্ণাঙ্গ জীবন দক্ষতা বিষয়বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণ সংযোজন করে তা মুদ্রণ ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিতরণ করা হবে। এই কার্যক্রম UNFPA-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে।

১৮. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান: এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২০টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে কম্পিউটার অপারেশন, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট, ড্রেস মেকিং, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি ট্রেডে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে। যুবদের, বিশেষ করে মেয়েদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রণীত জীবন দক্ষতা মাপকাঠি ও দক্ষতাভিত্তিক শেখার উপকরণ অনুসরণ করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। নির্বাচিত ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর সর্বোচ্চ ফলাফলধারী ১২ জন করে যুব নারীকে ব্যবসা শুরু করার জন্য নগদ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

১৯. সরকারি কর্মকর্তা ও যুবদের বিদেশে প্রশিক্ষণ/দক্ষতা উন্নয়ন: জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় মোট ১০ জন ব্যক্তি যাদের মধ্যে ৪ জন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ৪ জন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ২ জন যুব (একজন ছেলে ও একজন মেয়ে) একটি উন্নয়নশীল বাংলাদেশের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দেশে ৪ দিনের বিদেশি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে। তারা ঐ দেশের যুব উন্নয়নে ব্যবহৃত জীবন দক্ষতা শিক্ষা

পদ্ধতি সম্পর্কে শিখবে এবং তা বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও সফল সহযোগিতার অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবে।

২০. ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সহায়তা: প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যুবদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং যারা এই প্রশিক্ষণে ভালো করবে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে। এর সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের বেসরকারি খাতের বিভিন্ন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করে ইন্টার্নশিপ বা চাকরির সুযোগ তৈরি করা হবে।

২১. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অর্থবহ যুব অংশগ্রহণের জন্য নেতৃত্ব তৈরি।

২২. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহের ম্যাপিং: বাংলাদেশের যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহের ম্যাপিং করা হবে যাতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় ও দক্ষতা উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এজন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তালিকা (ইনভেনটরি) তৈরি করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) পরামর্শ সেবা দেবে।

২৩. যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর দক্ষতা উন্নয়ন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক বিস্তৃত যৌন শিক্ষা প্রচারের সক্ষমতা বৃদ্ধি:
নির্বাচিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নেতৃত্ব, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কমিউনিটিভিত্তিক বিস্তৃত যৌন শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা এই জ্ঞান নিজেদের নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং যুবসমাজকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে।

২৪. স্থানান্তরযোগ্য জীবন দক্ষতার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

২৫. কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক জীবন দক্ষতা শিক্ষা এবং বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে যুব নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রচারাভিযান : যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক জীবন দক্ষতা শিক্ষার গুরুত্ব এবং মেয়েদের মধ্যে উদীয়মান যুব নেতাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আচরণগত পরিবর্তনমূলক যোগাযোগভিত্তিক প্রচারাভিযান আয়োজন করবে। যুব উন্নয়ন ও জীবন দক্ষতার সঙ্গে খেলাধুলাকে সংযুক্ত করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে দুটি করে এমন প্রচারাভিযান আয়োজন করা হবে।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) টার্গেটভুক্ত জেলা, যার মধ্যে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাও অন্তর্ভুক্ত, সেখানে যুবসমাজ উন্নত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার-সমতা সম্পর্কিত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।	৮,০০০ যুবকের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	দক্ষতা মূল্যায়ন এবং প্রকল্প কার্যক্রমের দলিলপত্র।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা যুবসমাজকে জীবনদক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হয়।	১. কতসংখ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) দ্বারা প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী জেন্ডার-সংবেদনশীল জীবন দক্ষতা শিক্ষা (LSE) প্রদান করছে। ২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ	১. জীবন দক্ষতা (LSE) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন ২. সংশোধিত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের সময়সূচি	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	মডিউল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
আউটপুট (Output) ১. জাতীয় যুব নীতিমালার (National Youth Policy) আওতায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় (NPA) অন্তর্ভুক্ত কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। ২. বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (YDI) ডিজিটালাইজ করা এবং মূল মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (MoYS) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা ইনডেক্সটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। ৩. যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাজিত (disaggregated) তথ্যের সমন্বিত ও সুসংগঠিত প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য	১. এনপিএ বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে নয়টি সমন্বয় ও পক্ষকালীন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২. একটি ওয়েবভিত্তিক যুব উন্নয়ন সূচক (YDI) বিদ্যমান রয়েছে। ৩. একটি YDI প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ৪. YDI তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে কতটি তথ্য উৎস একীভূত করা হয়েছে তার সংখ্যা। ৫. ১০০ জন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষককে	১. বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ২. ওয়েব-ভিত্তিক উন্নয়নকৃত (YDI) যুব সূচক থেকে তৈরি ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিজ্যুয়ালাইজেশন, ড্যাশবোর্ড এবং প্রতিবেদন প্রতিবেদনের বিডি প্রেস সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন; ৩. YDI ওয়েবপেজের ড্যাশবোর্ড, ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও প্রতিবেদন; ৪. প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন; ৫. প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন; ৬. প্রকল্প অফিসের প্রতিবেদন; ৭. প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন; ৮. সভার সিদ্ধান্ত ৯. প্রকল্প অফিসের প্রতিবেদন; ১০. প্রশিক্ষণ	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। ৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা তাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে মানসম্পন্ন জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। ৫. জাতীয় যুব কাঠামোকে (National Youth Structure) শক্তিশালী করা যুবশক্তি বৃদ্ধি ও জাতীয় নীতিগত সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য কাউন্সিল/প্ল্যাটফর্ম গঠন। ৬. জাতীয় যুব নীতি কার্যকরভাবে তদারকি ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (NSC) কার্যকর করা। ৭. প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং স্বাস্থ্য ও মঙ্গল নিশ্চিত করার	জীবন দক্ষতা শিক্ষা (LSE) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৬. জাতীয় যুব কাউন্সিল সদস্যদের দুটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৭. ২০ জন যুব জাতীয় নীতিগত সংলাপে অংশগ্রহণ করেছে। ৮. জাতীয় যুব নীতি বাস্তবায়নের কার্যকর তদারকি বিষয়ে ২০ জন NSC সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯. NPA বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সাথে ৯টি সমন্বয় ও পক্ষপাতমূলক	কেন্দ্রসমূহ এবং প্রকল্প অফিসের প্রতিবেদন।	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
মাধ্যমে তরুণ নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন। ৮. বিশেষ করে মেয়েদের জন্য স্থানান্তরযোগ্য জীবন দক্ষতার গুরুত্ব সম্পর্কে পরিবার, সম্প্রদায়, প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজন ও প্রভাবশালীদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো।	সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০. ৭৫টি যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠন/যুব নেতাকে সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন প্রদান করা হয়েছে। ১১. বিশেষ করে মেয়েদের জন্য তরুণদের জীবন দক্ষতা (LSE) বিষয়ে সম্প্রদায়ের কতজন অংশীজন সমর্থন করছেন তার সংখ্যা। ১২. সমন্বিত জীবন দক্ষতা (LSE) বিষয়ে ৮০টি কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
ইনপুট (Input) ১. কর্মসূচির ব্যয় ২. জাতীয় যুব কাউন্সিল/প্ল্যাটফর্ম	১. কর্মশালা ১৪.৭৬ লাখ টাকা; ২. প্রশিক্ষণ	১. কর্মসূচির সময়সূচি; ২. নথিপত্র / দলিলপত্র;	১. স্টেকহোল্ডাররা নতুন স্বাভাবিক

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
শক্তিশালীকরণ ৩. অন্যান্য	৮৩.৮৭ লাখ টাকা; ৩. সভা ২৫.০২ লাখ টাকা; ৩. ভ্রমণ ২৪.০০ লাখ টাকা; ৪. দিবস উদযাপন ১০.০০ লাখ টাকা; ৫. নারী প্রশিক্ষণার্থীদের নগদ প্রণোদনা ১২৯.০০ লাখ টাকা; ৬. সেবা ৩২.০০ লাখ টাকা; ৭. ছাপা/বাঁধাই ৬.২০ লাখ টাকা।	৩. প্রতিবেদন ব্যবস্থা।	অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন; ২. যুবসমাজ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী; ৩. কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই; ৪. প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ উপলব্ধ।

প্রকল্প শেষে প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রকল্প সমাপ্তির পর লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত জেলা, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহের যুবসমাজ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জেন্ডারসমতা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে সম্যক জীবন দক্ষতা অর্জন করবে।

৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar

পটভূমি ও যৌক্তিকতা

এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলায় ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবক ও যুবনারীদের, বিশেষ করে কম শিক্ষিত নারী, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা তরুণ (NEET), জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রারম্ভিক অধ্যায়ে কক্সবাজার জেলার সামগ্রিক চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা ও চাহিদা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিশেষ করে যুবসমাজ, নারী এবং অন্যান্য দুর্বল যুবগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর অভিজ্ঞতা ও তুলনামূলক সুবিধা তুলে ধরা হয়েছে এবং কীভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সরকার ঘোষিত নীতিমালা ও অগ্রাধিকারের বাস্তবায়নে সহায়তা করবে, বিশেষ করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে। নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে কক্সবাজার জেলার বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, কর্মসংস্থান ও জনশক্তি উন্নয়নের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সামাজিক-অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিভাগ	
৫.	প্রকল্প এলাকা	কক্সবাজার জেলা।	
৬.	প্রকল্পের অর্থায়ন	মূল অনুমোদিত ব্যয়	
৭.	মোট	১৭,৬৮৮.০০ লক্ষ	
৮.	(জিওবি ০%)	০	
৯.	পিএ	১৭,৬৮৮.০০ লক্ষ	
১০.	নিজস্ব অর্থায়ন	০	
১১.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
১২.	মেয়াদ	০১ জুন ২০২৩	৩০ নভেম্বর ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো কক্সবাজার জেলার কর্মসংস্থানের বাইরে থাকা (NEET) যুব, নারী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ যুবগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করা। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল, বাজারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা গঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

১. কক্সবাজার জেলার কর্মসংস্থান-বিচ্যুত যুব, নারী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ যুবগোষ্ঠীর সহনশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা।

২. হোস্ট কমিউনিটির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ও ভ্যালু চেইন অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. কৃষি ব্যবসায় স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা, যাতে তারা ক্যাম্প এবং স্থানীয়/বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদার সুযোগ নিতে পারে।

৪. অতিদরিদ্র, জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপরীত অভিবাসী জনগণের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, যাতে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।

৫. পরিবেশবান্ধব ও জেন্ডার-সংবেদনশীল শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি, বিশেষভাবে তরুণী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর গুরুত্ব দিয়ে।

৬. কক্সবাজার জেলা প্রশাসন/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসকে দক্ষ শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা, যাতে শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের ফলাফল কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়।

৭. প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংসহ কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা জোরদার করা।

মূল কার্যক্রমসমূহ

১. কক্সবাজার জেলায় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (DTDC) পুনরুজ্জীবিত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের চিহ্নিত ও মান চিত্রায়ণ করা।

২. জেলায় উচ্চ সম্ভাবনাময় পর্যটন গন্তব্যগুলো ম্যাপিং, প্রোফাইল তৈরি ও নির্বাচন করা এবং গন্তব্যে বিদ্যমান পর্যটন সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করা।

৩. নির্বাচিত পর্যটন গন্তব্যগুলোতে স্থানীয় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি (DMC) গঠন করা।

৪. DTDC এবং DMC-এর সহায়তায় নির্বাচিত গন্তব্যগুলোকে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা।

৫. নির্বাচিত গন্তব্যে সরকারি সুবিধা ও সেবা পৌঁছাতে সরকারি সংস্থা এবং DMC-এর সাথে সমন্বয় করা।

৬. নির্বাচিত গন্তব্যগুলোর জন্য Business Development Service BDS প্রদানকারী ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় নারী-সংবেদনশীল পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

৭. DTDC, DMC, বেসরকারি খাতের অংশীদার এবং BDS প্রদানকারীদের সাথে সমন্বয় করে নির্বাচিত গন্তব্যগুলোতে নারী ও যুবদের উপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগ ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা।

৮. DMC এবং অন্যান্য খাত সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহযোগিতায় স্থানীয় যুবদের জন্য স্বনিয়োজিত/বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

৯. DMC এবং অন্যান্য খাত সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহায়তায় স্থানীয় পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের জন্য পর্যটকদের জন্য একটি বাজার (ট্যুরিস্ট মার্কেটপ্লেস) গড়ে তোলা।

১০. DMC-কে সহায়তা প্রদান, যাতে তারা বিদ্যমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান মেনে কমিউনিটি পর্যটনের জন্য সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে।

১১. স্থানীয় ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের (নারী ও কিশোরী এবং নারী-নেতৃত্বাধীন/নারী-মালিকানাধীন SME সহ) নারী-সংবেদনশীল ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং প্রদান।

১২. স্থানীয় ব্যক্তি ও SME-দের, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের এবং নারী-নেতৃত্বাধীন SME-দের পর্যটন সৌজন্যতা, আতিথেয়তা সেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং পণ্য ও সেবা প্রচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১৩. দেশের অভ্যন্তর ও বাইরে অন্যান্য জনপ্রিয় কমিউনিটি পর্যটন গন্তব্যগুলোর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

১৪. পর্যটনকে নারীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও লাভজনক ব্যবসায়িক সুযোগ হিসেবে প্রচারে স্থানীয় পরিবারের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৫. নির্বাচিত নারী নেতাদের কমিউনিটি পর্যটনের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের DMC-তে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।

১৬. ক্যাম্প ও স্থানীয়/বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের উদীয়মান চাহিদার সুযোগ গ্রহণে আতিথেয়তা স্থানীয় সম্প্রদায়ের (Host Communities) কৃষিভিত্তিক বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারে উন্নয়ন।

১৭. বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের (নারী ও কিশোরীসহ) জন্য উচ্চ সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এমন কৃষিভিত্তিক মূল্য শৃঙ্খল চিহ্নিত করা।

১৮. নির্বাচিত মূল্য শৃঙ্খলের নারী-সংবেদনশীল বাজার মূল্যায়ন পরিচালনা করা, যাতে স্থানীয় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ক্যাম্প বাজারে প্রবেশের মূল প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা যায়।

১৯. বাজার ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ক্ষমতা মূল্যায়ন করা, যাতে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে নারীদের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায়।

২০. নারী ও স্থানীয় উৎপাদকদের সমানভাবে উন্নতমানের সম্প্রসারিত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, যাতে প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

২১. নারী ও পুরুষ মূল্য শৃঙ্খল অংশীদারদের নিয়ে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তি গ্রহণ উন্নয়নে নারী-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ আয়োজন।

২২. নারী ও পুরুষ মূল্য শৃঙ্খল অংশীদারদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় এবং উৎপাদক নেটওয়ার্ক গঠনে সহায়তা প্রদান।

২৩. ডব্লিউএফপি এবং অন্যান্য মানবিক নেটওয়ার্কের সাথে সমন্বয় করে হোস্ট কমিউনিটি থেকে উন্নত উৎসের জন্য টেকসই ও নারী-সংবেদনশীল ব্যবসায়িক মডেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২৪. উৎপাদক ও নারী-পুরুষ মূল্য শৃঙ্খল অংশীদারদের নারী-সংবেদনশীল উদ্যোক্তা ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান।

২৫. নারী ও পুরুষ উৎপাদকদের ক্যাম্পভিত্তিক বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য ও সহায়তামূলক সেবায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।

২৬. উদ্যানতত্ত্ব মূল্য শৃঙ্খলায় সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সক্ষমতা মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ করা।

২৭. আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কৃষি উপকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ সেবাদানকারীদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যানতত্ত্ব খাতের অংশগ্রহণকারীদের সাথে সংযুক্ত করা।

২৮. কৃষক দলসমূহের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধির ওপর দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২৯. শনাক্তকৃত আর্থিক, যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষি উপকরণ সেবাদানকারীদের সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট শনাক্তকরণ ও তাদের সেবা প্রচারে সহায়তা প্রদান।

৩০. হ্রাসপ্রাপ্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ Orange Fleshed Sweet Potato (OFSP) নার্সারি প্রচার করা।

৩১. উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য প্রচার করা।

৩২. সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কৃষক দলকে বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদনে সহায়তা করা, যাতে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ঘাটতি পূরণ হয়।

৩২. নির্বাচিত কৃষকদের শ্রমিকের নিরাপত্তা, শোভন কর্ম ও শিশুশ্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৩. প্রয়োজন নির্ধারণের ভিত্তিতে স্থানীয় সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (নতুন দক্ষতা অর্জন বা পুরাতন দক্ষতার উন্নয়ন) প্রদান।

৩৪. সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

৩৫. সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহকে সরকারি বিভাগসমূহের মাধ্যমে নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার আওতায় এনে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন।

৩৬. সংগ্রহ কেন্দ্র এবং কৃষক দলকে ক্যাম্প ও স্থানীয় বাজারে তাজা কৃষিপণ্য সরবরাহে সম্পৃক্ত করা।

৩৭. স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের উন্নতমানের বীজ ও অন্যান্য উপকরণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য বাজার সংযোগ, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন।

৩৮. স্থানীয় সেবাদানকারীদের টেকসই, সমন্বিত এবং জৈব কৃষিকৌশল ও কীটনাশক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৯. স্থানীয় কৃষক ও বাজার সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাপ ও টুলস্ চিহ্নিত ও স্থাপন করা।

৪০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য ডিজিটাল সেবাদানকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৪১. সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি উপকরণ ক্রয়, ফসল সংরক্ষণ, পণ্যের বিপণন এবং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবাদানকারীদের সম্পৃক্ত করা।

৪২. WFP, ক্যাম্পে সরবরাহে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানীয় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ক্যাম্পে সরবরাহে বর্তমান প্রক্রিয়া ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা।

৪৩. সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সরবরাহ ব্যবস্থার পক্ষে মূল্য শৃঙ্খলার অংশীদারদের সম্পৃক্ত করা।

৪৪. জেলা ও প্রযুক্তিগত সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতায় সবজি মূল্য শৃঙ্খলায় কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSR) নীতিমালা ও চর্চা উন্নয়ন ও প্রচারে পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৪৫. WFP-এর সঙ্গে সমন্বয় করে BOS প্রক্রিয়া উন্নত করা, যাতে ক্যাম্পে স্থানীয় সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

৪৬. জেলা প্রশাসন, প্রযুক্তিগত সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন, WFP এবং বাজার উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় লক্ষ্যযুক্ত উপজেলাসমূহে সরবরাহ শৃঙ্খলা, সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের জন্য WFP স্বীকৃত সবজি পাইকারদের কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৪৭. ব্যবসায়ী ও খুচরা বিক্রেতাদের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন এবং সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর সাথে সংযুক্তি (Backward linkage) শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান।

৪৮. খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (SIYB) প্রদান, যাতে তারা তাদের ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নত করতে পারে।

৪৯. অতিদরিদ্র নারী (যাদের মধ্যে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ, বিপরীত অভিবাসী ও নতুন দরিদ্র অন্তর্ভুক্ত), বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং জেন্ডার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের টার্গেট ও নির্বাচন করা।

৫০. প্রকল্পের সকল কর্মীদের জন্য জেন্ডারকেন্দ্রিক ধারায় অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা (উপকার্যক্রম)।

৫১. নারীবান্ধব বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা, যার মধ্যে বাজার বিশ্লেষণ ও অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে উপযুক্ত উদ্যোগ নির্ধারণ করা যায়।

৫২. হোস্ট এলাকার প্রেক্ষাপটে নারীবিষয়ক বিশ্লেষণ পরিচালনা করা (উপকার্যক্রম)।

৫৩. নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করা (খাতসমূহ: পর্যটন, হস্তশিল্প, শুকনো খাবার, পশুপালন, কৃষি এবং সামাজিক বনায়ন ইত্যাদি)।

৫৪. উদ্যোগ নির্বাচন এবং উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, যেখানে নারীদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব থাকবে (অপ্রচলিত জীবিকাও অন্তর্ভুক্ত)।

৫৪. উদ্যোগ গঠনের জন্য উৎপাদন সম্পদ ক্রয়ে সুদমুক্ত ঋণ, অনুদান এবং উপকরণ প্রদান করা।

৫৫. জীবিকা ও সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে হোম ভিজিট পরিচালনা করে সম্পদের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সহায়তা প্রদান করা।

৫৬. গৃহস্থালি আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, নারীদের আয় ও সম্পদের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫৭. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে ম্যাচড সেভিংস প্রদান এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ব্যবহারে সহায়তা করা।

৫৮. বিভিন্ন আর্থিক সেবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতি ও প্রবেশাধিকার উন্নত করা।

৫৯. সামাজিক ও স্বাস্থ্য খাতে পরিবারের অভ্যন্তরীণ এবং সম্প্রদায় পর্যায়ের ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ে গৃহভিত্তিক ও দলীয় পরিদর্শনের মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা।

৬০. জেন্ডার সমতা, পুরুষদের সম্পৃক্ততা, ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং বাজার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধি/সংবেদনশীলতা কার্যক্রম।

৬১. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), যৌন হয়রানি (এসএইচ) এবং বাল্যবিবাহ (সিএম) সংক্রান্ত বার্তাবহ বিভিন্ন প্রচার পণ্য (লিফলেট,

বুকলেট, ফ্লায়ার/স্টিকার, পকেট কার্ড/ফ্ল্যাশ কার্ড) স্থানীয় ভাষায় তৈরি করা যা কমিউনিটির অভিভাবক, যুবক, যুবতী এবং জেন্ডার বৈচিত্র্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হবে।

৬২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষমতায়নের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ধারণ করার জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল (এভি) উপকরণ তৈরির উদ্দেশ্যে জ্ঞান সঞ্চয়।

৬৩. জেন্ডার সমতা, ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিকরণকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও প্রকাশ করা।

৬৪. আরটিও হিসেবে গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়ন।

৬৫. জাতীয় সনদ-৪ (CBT&A-Competency-Based Training and Assessment)-এ ২০০ জন প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাকারী, ডিজিওয়াইডি প্রশিক্ষক ও অতিথি প্রশিক্ষক, মূল্যায়ন উপকরণ নির্মাতা ও মূল্যায়নকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৬৬. কর্মস্থলভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান-শিল্প সংযোগ গঠনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

৬৭. কক্সবাজারে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের চাহিদা বুঝতে দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ জরিপ পরিচালনা।

৬৮. প্রাধান্যপ্রাপ্ত পেশাগুলোর জন্য Bangladesh National Qualification Framework (BNQF)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ মান ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন।

৬৯. দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপকরণ এবং মূল্যায়ন টুলস্ প্রস্তুতকরণ।

৭০. পর্যটন খাতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল গঠন।

৭১. নির্বাচিত TVET কেন্দ্রসমূহে শিল্প সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সদস্য-সমন্বয়ে কারিগরি পরামর্শ কমিটি গঠন।

৭২. জেলা পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ের ISC-এর সম্পৃক্ততা শক্তিশালীকরণ।

৭৩. জেলা পর্যায়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (NCCWE)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৭৪. কার্যকর সংযোগ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূরক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র উন্নয়ন বা স্থাপন।

৭৫. নারী, যুবক, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ট্রাকচার্ড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন।

৭৬. নারীদের জন্য অপ্রচলিত পেশায় কোর্স ডিজাইন ও পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৭৭. প্রান্তিক পরিবারের নির্বাচিত নারী ও যুবদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা ও সহায়তা প্রদান।

৭৮. MCP-দের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ (যেমন: সম্মানজনক শ্রম পরিস্থিতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা), জেন্ডার-সংবেদনশীলতা ও

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যবসা পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭৯. শিক্ষানবিশভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের উপকরণ উন্নয়ন/হালনাগাদ করা।

৮০. সফট স্কিল প্রশিক্ষণের জন্য সহনেতা (নারী ও পুরুষ) এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ।

৮১. শিক্ষানবিশ নির্বাচন করা (কমপক্ষে ৫০% নারী)।

৮২. শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮৩. নির্বাচিত শিক্ষানবিশদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) RPL সনদ অর্জনে সহায়তা প্রদান।

৮৪. গ্র্যাজুয়েট শিক্ষানবিশদের জন্য নেটওয়ার্ক গঠন (যৌথ দর-কষাকষির জন্য), যেখানে নারীদের বিদ্যমান স্থানীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা হবে, যাতে তারা চাকরি বাজারে উন্নত সুযোগ পায়।

৮৫. প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট শিক্ষানবিশদের জন্য নেটওয়ার্ক গঠন এবং তাদের স্থানীয় নেটওয়ার্ক ও BBDN-এর সাথে সংযুক্ত করা।

৮৬. জেন্ডার-সংবেদনশীল স্থানীয় এনজিও অংশীদার নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণ।

৮৭. স্থানীয় এনজিওগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের শিক্ষানবীশভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে দক্ষ করে তোলা।

৮৮. স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৮৯. নির্বাচিত SSP-র প্রশিক্ষণ সুবিধাদি প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত করা।

৯০. SSP-র প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৯১. স্থানীয় নিয়োগদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করে উপদেষ্টা কমিটি গঠন।

৯২. স্থানীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে একটি সচেতনতা ও পরামর্শমূলক কর্মসূচি প্রস্তুত করা হবে।

৯৩. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, সেমিনার বা সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

৯৪. জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করা হবে।

৯৫. নিয়োগদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দক্ষতার চাহিদা নির্ধারণ করা।

৯৬. বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করে কর্মসূচিকে কাস্টমাইজ করা।

৯৭. NEET যুবক ও যুবনারী, নারী, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও কওমি গ্র্যাজুয়েটদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চালু করা।

৯৮. এসএসপির শিক্ষকদের দক্ষতা/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৯৯. স্কুল থেকে ঝরে পড়াদের জন্য জীবন দক্ষতা, ডিজিটাল স্বাক্ষরতা ইত্যাদির প্রাক-কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া।

১০০. জেলায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যের চাহিদা ও প্রাপ্যতা নির্ধারণ।

১০১. বিদ্যমান তথ্য এবং অতিরিক্ত গবেষণার ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক প্রকাশনা পরিকল্পনা ও প্রকাশ করা।

১০২. প্রকাশনাটি প্রচার করা এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কর্মসংস্থান বান্ধব ও দরিদ্রবান্ধব বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা।

১০৩. কর্মসংস্থান ও দরিদ্রবান্ধব বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়ন।

১০৪. শ্রমবাজার বিশ্লেষণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, যার মধ্যে থাকবে তথ্যের উৎস, গুণগত মান, হালনাগাদকরণ, প্রচার মাধ্যম, তথ্য ব্যবহারের ধরন, নীতিমালা প্রণয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও চাকরিপ্রার্থীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টতা। এছাড়াও, নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ওপর গবেষণা পরিচালনা।

১০৫. একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল LMIS কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা।

১০৬. LMIS অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

১০৭. চাকরিপ্রার্থী, নিয়োগদাতা, সরকার ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের মধ্যে এই জেন্ডার-সংবেদনশীল তথ্য প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান পরিকল্পনায় সহায়তা পাওয়া যায়।

১০৮. দক্ষতা চাহিদা পূর্বানুমান পদ্ধতির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০৯. কক্সবাজার জেলার জন্য LMIS-এর মূল প্রযুক্তি তৈরি, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা প্রদান।

১১০. একটি পরিবীক্ষতা ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা জেলার সব মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কর্মসংস্থান ফলাফল পরিমাপ করবে। এতে ডিজিটাল টুল অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তথ্যগুলো জেন্ডার, বয়স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক করা হবে, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমবাজার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

১১১. কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে একটি কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা (ESS) ইউনিট স্থাপন করা হবে, যা পেশাগত পরামর্শ প্রদান, চাকরির জন্য প্রার্থী ও নিয়োগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, শ্রমবাজার বিশ্লেষণ এবং বেসরকারি খাত/এনজিও কর্তৃক পরিচালিত চাকরি সংযোগ সেবার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১১২. ESS কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১১৩. ESS কর্মীরা পেশাগত পরামর্শ ও চাকরি সংযোগ সেবা প্রদান করবে, শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্লেষণাত্মক তথ্য দেবে এবং জেলায় চাকরি সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

১১৪. বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক এবং TVET প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যেখানে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

১১৫. ক্যারিয়ার হাব-এর জন্য অংশগ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করতে প্রচারাভিযান ও কর্মশালা আয়োজন করা।

১১৬. নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহজলভ্য স্থানীয় পর্যায়ের ক্যারিয়ার হাব স্থাপন করা।

১১৭. অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও লক্ষ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন ও পেশাগত পরামর্শ প্রদান করা এবং শ্রমবাজারে বিদ্যমান জেন্ডার-ভিত্তিক পুরোনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো।

১১৮. যারা চাকরির জন্য প্রস্তুত তাদের সম্ভাব্য চাকরির সুযোগের সাথে যুক্ত করা এবং যারা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এফএমআইএস, ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান) সাথে যুক্ত করে ব্যবসা শুরুর জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

১১৯. ক্যারিয়ার হাব ESS সেবার অংশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং সে অনুযায়ী কী ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করা।

১২০. টার্গেটভুক্ত যুবগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন এনজিও ও সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা, যার মধ্যে রয়েছে নারীদের সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এবং যুব সংগঠন। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৌশলগত সামাজিক বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনা যায়।

১২১. কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা, বাজার কমিটি এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে সংলাপ শুরু করা হবে যাতে নারীদের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং স্থানীয় যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো যায়।

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) কক্সবাজারে যুবসমাজ, বিশেষভাবে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ আরো জোরদার করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭০% যুব কর্মসংস্থানে বা স্ব-উদ্যোগে নিয়োজিত হবে (যার মধ্যে ৪০% নারী, ১% প্রতিবন্ধী)।	সার্ভিস ট্র্যাকার, ট্রেসার স্টাডি রিপোর্ট	১. বৈশ্বিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেশের অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে না। ২. প্রস্তাবিত প্রকল্প সময়মতো অনুমোদন পাবে। ৩. আন্তর্জাতিক দাতাদের অর্থায়ন সময়মতো পাওয়া যাবে। ৪. কক্সবাজারে বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় হবে না।
	টার্গেটভুক্ত গোষ্ঠীর ৭০% যারা পূর্বে কোনো আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি, তারা টার্গেটভুক্ত খাতে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে (যার মধ্যে ৪০% নারী)।	নিয়োগ পর্যায়ে জরিপ	
	মোট উপকারভোগীদের ৫০% লাভজনক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন {যা HES (ঘরোয়া ব্যয় সমীক্ষা) দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যয়মানের ঊর্ধ্বে} (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)।	প্রকল্প বার্ষিক প্রতিবেদন	
	জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডিজিটাল LMIS প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শ্রম বাজারের গতিশীলতা ও কর্মসংস্থানের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণের প্রমাণ হিসেবে প্রতি বছর অন্তত ২টি LMIS প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।	নিবন্ধনের প্রমাণপত্র	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose)			
মাঝারি ফলাফল ১ : কক্সবাজারে পরিবেশগতভাবে টেকসই, কর্মসংস্থান-ভিত্তিক ও প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক খাত ও মূল্য শৃঙ্খলে উদ্যোগ, ব্যবসা ও চাকরির সুযোগে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ২৫% নতুন ব্যবসা শুরু করবে (যার মধ্যে ৪০% নারী ও অন্তত ৩% জন প্রতিবন্ধী)।	সেবা পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন	১. বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় যুবসমাজ নতুন ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী হবে। ২. প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে অনুমোদিত হয় ৩. আত্মকর্মসংস্থান বা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বাজারে উপলব্ধ থাকা উচিত।
	সহায়তা পাওয়া ব্যবসাগুলোর মাধ্যমে অন্তত ২৪০টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (৮০০টি যুব ব্যবসার মধ্যে ৩০%)।	সেবা ট্র্যাকার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন প্রকল্প	
মাঝারি ফলাফল ২ কক্সবাজারের নারী, প্রতিবন্ধী ও যুবদের বাজারভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।	১৮০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব লাভজনক চাকরি পাবে।	সেবা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা	**স্থানীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র** তাদের প্রতিষ্ঠানে RTO (নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা প্রদান। স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষানবিশ গ্রহণে প্রস্তুত।
	১. অন্তত ১০টি অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান BTEB/NSDA'র সঙ্গে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (RTO) হিসেবে পরিণত হয়। ২. ১৪০০টি অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবীশ কর্মসূচি (Apprenticeship) পরিচালনার জন্য নিবন্ধিত হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধনের স্বীকৃতি	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
মধ্যবর্তী ফলাফল ৩ কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে তারা বেসরকারি খাত এবং শ্রমিক সংগঠনের সহযোগিতায় দক্ষতা ও জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচিগুলো পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে।	শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা (LMIS) বিষয়ক অন্তত ২টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা বেসরকারি খাতের প্রতিবেদনের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে।	রিপোর্ট এবং যাচাই প্রমাণাদি	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে LMIS এবং ESS হোস্ট করার জন্য প্রস্তুত।
	উদীয়মান তিনটি খাতের জন্য অন্তত ৩টি দক্ষতা পূর্বাভাস জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।	সার্ভে রিপোর্ট	
	প্রতিনিধিত্বমূলক একটি নমুনার অন্তত ৭০% উদ্যোক্তা সন্তুষ্ট বলে মতামত দিয়েছেন।	সার্ভে	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ১.১ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বাজার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা জোরদার করা হয়েছে, যাতে তারা কক্সবাজারে পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে (এবং বিশ্লেষণে নির্দেশিত অন্যান্য খাতেও) নারী-সংবেদনশীল উপায়ে উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত, সহায়তা ও বিকাশ করতে পারে।	পর্যটন খাতে উদ্যোগ বিকাশমূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ১০০ জন উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তার (যাদের মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী) আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	সার্ভিস ট্র্যাকার	জেলা পর্যটন ব্যবস্থাপনা কমিটি (District Tourism Managerial Committee) সময়মতো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে। নতুন পর্যটন গন্তব্য নির্বাচন ও প্রচারের কাজে বেসরকারি খাত অংশগ্রহণ করবে। জেলা প্রশাসন/বেসরকারি খাত পর্যটন
	অন্তত ৪০০ যুবক ও যুবনারী (যাদের মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী) স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছেন।	গবেষণা	
	৮টি গন্তব্য উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (DMP) প্রণয়ন করা হয়েছে।	নথি উপস্থাপন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অন্তত ৮টি কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগ শুরু হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন, মাঠ পরিদর্শন	মার্কেট প্লেসের জন্য উপযুক্ত স্থান প্রদান করবে।
আউটপুট (Output) ১.১.১ উচ্চ সম্ভাবনাময় স্থানীয় পর্যটন গন্তব্যসমূহ উন্নয়ন করা হয়েছে।	অন্তত ৯টি পর্যটন ব্যবস্থাপনা কমিটি (TMC) গঠন করা হয়েছে (১টি জেলা পর্যায়ে ও ৮টি কমিউনিটি পর্যায়ে), যেখানে কমপক্ষে ২০% নারী সদস্য রয়েছেন।	টিএমসি গঠন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী	
	অন্তত ৮টি নতুন পর্যটন গন্তব্য উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রচার করা হয়েছে।	কার্যক্রম পরিকল্পনা, প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের প্রকল্প প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.১.২ নির্বাচিত পর্যটন গন্তব্যগুলোর আশেপাশে স্বনিয়োজিত/বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং নারী-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা সুযোগগুলো উৎসাহিত করা হয়েছে, যেখানে নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।	অন্তত ১৬টি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বিকাশে সহায়ক, ব্যবসায়িক সংযোগ তৈরি করে এবং SME-দের বাজার বা সেবায় প্রবেশ সহজতর করে।	প্রকল্প প্রতিবেদন: ট্যুরিস্ট মার্কেট প্লেসে উৎপাদকদের তথ্য	
	কমিউনিটি পর্যটনের মাধ্যমে অন্তত ৫০০টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে (যাদের মধ্যে ৪০% নারী এবং ৩% প্রতিবন্ধী)।	ভ্রমণ সংক্রান্ত গবেষণা	
	১০০ জন উৎপাদক ট্যুরিস্ট মার্কেট প্লেস (TMP)-এর মাধ্যমে তাদের পণ্য ও সেবা বিক্রি করছেন (যাদের মধ্যে	টিএমপি-তে বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	৪০% নারী, এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী)।		
আউটপুট ১.১.৩ স্থানীয় নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণে সক্ষমতা, অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন করা হয়েছে।	অন্তত ৮টি জেন্ডার-সংবেদনশীল কমিউনিটি ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট (CTM) ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন: সিটিএম (CTM) উন্নয়ন পরিকল্পনা	
	অন্তত ৫০০ জন যুবক ও যুবনারী দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে (যাদের মধ্যে ৪০% নারী, এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	উপস্থিতির তালিকা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন	
	অন্তত ৮টি কমিউনিটি ট্যুরিজম গন্তব্য চালু রয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন: মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ১.২ শিবির এবং স্থানীয়/বিদেশি বাজারে কৃষি পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কাজে লাগাতে কক্সবাজারের কৃষিভিত্তিক খাতে বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত হয়েছে।	অন্তত ১০০ জন স্থানীয় নারী ও পুরুষ উৎপাদক ক্যাম্প-ভিত্তিক বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করছেন (যাদের মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন	ডব্লিউএফপি (WFP)-এর অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতারা স্থানীয় উৎপাদকদেরকে ক্যাম্পের বাজারে তাদের পণ্য বিক্রির সুযোগ দিতে আগ্রহী থাকবেন। স্থানীয় কৃষকরা, বিশেষ করে নারী সদস্যরা, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক
	অন্তত ৩০০ জন স্থানীয় নারী ও পুরুষ কৃষি এবং উদ্যোক্তা সহায়তা ও সম্প্রসারণ সেবায় অংশ নিয়েছেন (যাদের মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আউটপুট ১.২.১ ক্যাম্প বাজারে প্রবেশাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষিভিত্তিক মূল্য শৃঙ্খল এবং (জেন্ডারভিত্তিক) প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত ও প্রধান অংশীদারদের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে।	কৃষিভিত্তিক মূল্য শৃঙ্খলে অন্তত ৩টি জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজার বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়েছে।	জরিপ এবং সাক্ষাৎকার	কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী থাকবেন।
	৮টি পুশ পুল ফ্যাক্টর খাতভিত্তিক অংশীজনদের সঙ্গে ডিজাইন ও যাচাই করা হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন: হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত নথিপত্র	
আউটপুট ১.২.২ ক্যাম্প বাজারে সরবরাহকারী উর্ধ্বমুখী মূল্য শৃঙ্খলে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা হয়েছে, যেখানে নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।	১০০ জন যুবক ও যুবনারী অংশগ্রহণ করেছে (যাদের মধ্যে ৪০% নারী, কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী এবং তাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন : প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন	
	৩০০ জন (যাদের মধ্যে ৪০% নারী, কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী এবং তাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.২.৩ ক্যাম্পগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উন্নীত করা হয়েছে।	১৩০ জন (যাদের মধ্যে ৪০% নারী, কমপক্ষে ৩৫ জন প্রতিবন্ধী এবং তাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন; ক্যাম্পে উৎপাদন এবং সরবরাহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আউটপুট ১.২.৪ উৎপাদকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংগ্রহকেন্দ্রগুলোর শক্তিশালীকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তি, নতুন ফসল ও বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।	২৫০০ জন কৃষক সবজি বীজসহ কৃষি উপকরণ সহায়তা পেয়েছেন।	প্রকল্প প্রতিবেদন : কৃষকের নিবন্ধন	
	অন্তত ৬০% বা ১৫০০ কৃষক ফার্মের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান অর্জন করেছেন।	সমীক্ষা	
	অন্তত ৫০% বা ১২৫০ জন কৃষক নতুন/উন্নত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি গ্রহণ করেছেন (যাদের মধ্যে অন্তত ২০% নারী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন, প্রমাণ সংগ্রহ	
	অন্তত ৮০% বা ২০০০ কৃষক তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।	বিক্রয় নিবন্ধন : বার্ষিক উৎপাদন প্রতিবেদন	
	অন্তত ৩টি বেসরকারি খাত/প্রতিষ্ঠান সরাসরি সহায়তা পেয়েছে এবং তাদের ব্যবসার কার্যকারিতার উন্নতি হয়েছে।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন : প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন	
	২০০০ কৃষক (যাদের মধ্যে ৪০% নারী) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (OSH) এবং ভালো শ্রম অভ্যাস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান/সচেতনতা অর্জন করেছেন।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন : উপস্থিতি নিবন্ধন	
আউটপুট ১.২.৫: অ্যাগ্রিগেশন সেন্টারগুলোর কার্যকারিতা	১০টি কৃষি সংগ্রহ কেন্দ্র (Aggregation Centres - ACs) সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সাথে নিবন্ধিত হয়েছে।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন : প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
বিদ্যমান বাজার অংশীদার যেমন এলএসপি, ব্যবসায়ী ইত্যাদিকে সম্পৃক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।	৩০% বা ৭৫০ জন কৃষক কৃষি পণ্য ক্যাম্প ও স্থানীয় বাজারে সরবরাহের মাধ্যমে আয়ের উন্নতি করেছেন।	মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন : তদারকি প্রতিবেদন	
	১০০০ কৃষক ৫টি কৃষি সংগ্রহ কেন্দ্রের (ACs) মাধ্যমে ক্যাম্প ও স্থানীয় বাজারে তাজা পণ্য সরবরাহ করছেন।	মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন : তদারকি প্রতিবেদন	
	১০টি কৃষি সংগ্রহ কেন্দ্র আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছে।	মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন : তদারকি প্রতিবেদন	
	২০০ জন ACMC (Agricultural Cooperative Management Committee) সদস্য ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনের ক্ষেত্রে উন্নত জ্ঞান অর্জন করেছেন।	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর তালিকা, প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.২.৬: ডিজিটাল গ্রাম কেন্দ্রের (ডিভিসি) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে কৃষকদের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং ডিজিটাল অর্থায়নের সুবিধা প্রদান করা যায়, যা বিকেন্দ্রীকৃত ব্যাংকিং ব্যবস্থার	৫টি ডিজিটাল ভিলেজ সেন্টার (DVCs) সম্পূর্ণ সজ্জিত ও কার্যকর রয়েছে।	তদারকি প্রতিবেদন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন।	
	৪০% (১০০০ জন কৃষক) যারা ডিজিটাল ভিলেজ সেন্টার থেকে সহায়তা পেয়েছেন।	পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, সমাপ্তি প্রতিবেদন, তদারকি প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
(এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট) মাধ্যমে সম্ভব হয়।			
আউটপুট ১.২.৭: ক্যাম্পভিত্তিক বাজারে সরবরাহে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার প্রদান নিশ্চিত করা (EKN)|	১টি কার্যকর টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে এবং তা ক্যাম্প মার্কেটে প্রবেশাধিকার উন্নয়নের সহায়তায় কাজ করছে (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা SOP অনুযায়ী)।	প্রকল্প প্রতিবেদন	
	১৭০ জন ভ্যালু চেইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নীতিমালা তৈরিতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রচারে যুক্ত হয়েছেন।	প্রকল্প তদারকি প্রতিবেদন	
	৫ জন WFP-স্বীকৃত সবজি পাইকারি বিক্রেতা লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত উপজেলা সমূহে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণে যুক্ত হয়েছেন।	প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন তদারকি প্রতিবেদন	
	১১০ জন খুচরা বিক্রেতা ‘স্টার্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইওর বিজনেস’ (SYB) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন যাতে তারা তাদের ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াতে পারেন।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থিতি রেজিস্টার	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
তাৎক্ষণিক ফলাফল ১.৩: কক্সবাজারে অতিদরিদ্র, জলবায়ু-প্রভাবিত এবং প্রত্যাগত অভিবাসী যুবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, যাতে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।	২৫০০ জন লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত অতিদরিদ্র নারীর মধ্যে ৯০% বিভিন্ন আয়ের উৎস ও আনুষ্ঠানিক বাজারভিত্তিক ভ্যালু চেইনে যুক্ত হয়েছেন (এদের মধ্যে কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) প্রতিবেদন প্রকল্প প্রতিবেদন	স্থানীয় নারী/গৃহপ্রধানরা আল্ট্রা পুওর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।
	২২৫০ জন লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত অতিদরিদ্র নারী উপযুক্ত আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন যাতে তারা তাদের জীবিকার বিকাশ ঘটাতে পারেন (কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	ত্রৈমাসিক প্রকল্প প্রতিবেদন	স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লক্ষ্যভিত্তিক নারীদের সহায়তা করবে।
	২২৫০টি লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার সরকার অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আর্থিক পণ্য (সেবা/ঋণ) ব্যবহার করেছেন মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ (ME) বিনিয়োগ ও অন্যান্য কাজে (কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	ত্রৈমাসিক প্রকল্প প্রতিবেদন	
	২২৫০ জন লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত অতিদরিদ্র নারী বিভিন্ন কমিউনিটি নেটওয়ার্ক ও সরকার পরিচালিত সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার অর্জন করেছেন (কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) প্রতিবেদন ও প্রকল্প প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.৩.১: ঝুঁকিপূর্ণ	২২৫০ জন লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত অতিদরিদ্র নারী বিভিন্ন	ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS)	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
লক্ষ্যভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশবান্ধব উপায়ে আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	কমিউনিটি নেটওয়ার্ক ও সরকার পরিচালিত সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার অর্জন করেছেন (কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী)।	প্রতিবেদন ও প্রকল্প প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.৩.২: ঝুঁকিপূর্ণ টার্গেটভুক্ত অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশবান্ধব উৎপাদনমুখী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।	২,৫০০ অতিদরিদ্র পরিবারকে প্রকল্প-সমর্থিত জীবিকাভিত্তিক বিকল্প অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব উৎপাদন উপকরণ ও সম্পদ প্রদান করা হয়েছে (১০০% নারী, ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ), অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।	অংশগ্রহণকারীদের ভর্তি প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.৩.৩ ঝুঁকিপূর্ণ টার্গেটভুক্ত অংশগ্রহণকারীরা সঞ্চয় ও বিভিন্ন আর্থিক সেবায় যুক্ত হয়েছে।	২,২৫০, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত ২,৫০০ অতিদরিদ্র উপকারভোগীর ৯০% বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অন্তত ৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।	আর্থিক উৎস প্রতিবেদন	
আউটপুট ১.৩.৪ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলো, যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে একক নারীপ্রধান পরিবারকে, তাদের জীবনদক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং	২,২৫০, অর্থাৎ ২,৫০০ অতিদরিদ্র উপকারভোগীর ৯০% ব্যক্তি সামাজিক, পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানমূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন যা সরাসরি বাড়িতে গিয়ে ও দলভিত্তিক পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে,	অংশগ্রহণকারীদের তথ্যপুস্তকে সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
সমাজ ও সরকারি সেবার সঙ্গে সংযুক্তি উন্নত হয়েছে।	অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।		
	১,৭৫০, অর্থাৎ ২,৫০০ অতিদরিদ্র উপকারভোগীর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের ৭০% পরিবার ও যত্ন সম্পর্কিত কাজে যুক্ত হয়েছে।	অগ্রগতি অনুসরণ প্রতিবেদন	
	৩০টি ভিএসএসসি (VSSC) গঠিত হয়েছে অতিদরিদ্র যুবগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য।	ভিএসএসসি গঠনের তালিকা ও প্রতিবেদন	
	২,৫০০ অতিদরিদ্র পরিবারকে সরকারি সেবার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে যেমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবা; অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।	সরকারি সেবা প্রতিবেদন	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ২.১ কক্সবাজার অঞ্চলের জনগণের জন্য পর্যটন, কৃষি ও	৩,১০০ যুবক ও যুবনারী আনুষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যভাণ্ডার	স্থানীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো তাদের প্রাঙ্গণে RTOS স্থাপনে সহযোগিতা করবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
অন্যান্য টার্গেটভুক্ত খাতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাজারমুখী ও স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মানোন্নয়ন ঘটেছে।	১০টি টিভিইটি (TVET) প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (National Qualifications System) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম করা হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন মাঠ পরিদর্শন	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারীরা গুণগতমান নিশ্চিত করে শেল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে সক্ষম।
	২,২৫০, অর্থাৎ ৩,১০০ অংশগ্রহণকারীর ৭৫% জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের শিল্প-সংযুক্তির জন্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত।
	২,১৭০, অর্থাৎ ৩,০০০ অংশগ্রহণকারীর ৭০% কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছে (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার মধ্যে ৪০% নারী)।	অনুসরণমূলক গবেষণা	স্থানীয় নিয়োগকারীরা সনদপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেবেন
আউটপুট ২.১.১ বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নত করা হয়েছে, যাতে তারা মানসম্পন্ন, জেন্ডার-সংবেদনশীল, পরিবেশবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়ে নিয়োগদাতা ও অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টির হার ৭০%।	নিয়োগদাতাদের জরিপভিত্তিক ট্রেসার স্টাডি	
	২০০ জন টিভিইটি প্রশিক্ষক/মূল্যায়নকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (১৫% নারী)।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থিতি শিট	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আউটপুট ২.১.২ দক্ষতা চাহিদা পূর্বাভাসের ভিত্তিতে পরিবেশ সচেতনতা মডিউল সংযুক্ত বাজার-সংশ্লিষ্ট, জেন্ডার-সংবেদনশীল দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্যাকেজসমূহ উন্নয়ন করা হয়েছে।	১টি দক্ষতা পূর্বাভাস (বা ভবিষ্যদ্বাণী) বিষয়ক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।	গবেষণা প্রতিবেদন	
	১০টি দক্ষতা মান (C5) তৈরি/হালনাগাদ করা হয়েছে।	সিএস ডকুমেন্টসমূহ	
	৩০টি দক্ষতাভিত্তিক লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (CBLMs)/মূল্যায়ন সরঞ্জাম তৈরি করা হয়েছে।	সিবিএলএম ডকুমেন্ট, মূল্যায়ন সরঞ্জাম	
আউটপুট ২.১.৩ স্থানীয় ও খাতভিত্তিক পর্যায়ে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে মূল অংশীজনদের মধ্যে সামাজিক সংলাপ এবং সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে।	১টি পর্যটন খাতের জন্য একটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (ISC) গঠিত হয়েছে।	সভার নথিপত্র	
	সামাজিক সংলাপ উন্নয়নে ১২টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে (অন্তত ৩০% নারী অংশগ্রহণ)।	কর্মশালার প্রতিবেদন	
আউটপুট ২.১.৪ পরিবেশবান্ধব ও জেন্ডার-সংবেদনশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (পূর্ব অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি সহ), বিশেষ করে প্রান্তিক	জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২৪০০ যুবক ও যুবনারীকে জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং পরিবেশবান্ধব আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণার্থীদের ডেটাবেজ উপস্থিতি শিট	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
যুবগোষ্ঠী, নারী, যুব, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৫০০ বিদ্যমান কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে (যার মধ্যে ২০% নারী)।	প্রশিক্ষণার্থীদের ডেটাবেজ উপস্থিতি শিট	
	পরিবেশবান্ধব ও অপ্রচলিত পেশায় ১০০ নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	প্রশিক্ষণার্থীদের ডেটাবেজ উপস্থিতি শিট	
	২০০ জন বিদ্যমান কর্মী/প্রবাসফেরত কর্মীকে পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (RPL পদ্ধতিতে) সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে (যার মধ্যে ১০% নারী)।	প্রশিক্ষণার্থীদের ডেটাবেজ উপস্থিতি শিট	
	প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৫০ জন LSP (ট্রাক্টর টেকনিশিয়ান) কে পুনঃদক্ষতা বা দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	প্রশিক্ষণার্থীদের ডেটাবেজ উপস্থিতি শিট	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ২.২ যুবদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক, জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং পরিবেশবান্ধব শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে	৪৮০০ কিশোর-কিশোরী ও যুবক ও যুবনারী (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী) পরিবেশবান্ধব ও জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণানুশীলন (Apprenticeship) কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে।	এমআইএস প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, বেজলাইন প্রতিবেদন, এন্ডলাইন প্রতিবেদন,	স্থানীয় উদ্যোক্তারা শিক্ষানবিশ গ্রহণে আগ্রহী থাকবেন

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
তাদের কর্মসংস্থানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে তরুণী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।	৪৮০০ প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৮০% অর্থাৎ ৩৪৮০ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবক ও যুবনারী (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে উত্তীর্ণ হয়েছে।	এমআইএস প্রতিবেদন বেসলাইন প্রতিবেদন এন্ডলাইন প্রতিবেদন অনুসরণমূলক গবেষণা	
	১৪০০ এমসিপি (যার মধ্যে ১০% নারী) উপযুক্ত কাজ, পরিবেশবান্ধব চর্চা এবং ব্যবসা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন প্রারম্ভিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত প্রতিবেদন	
	নিয়োগদাতা ও স্নাতক শিক্ষানবিশদের মধ্যে শিক্ষানবিশ কর্মসূচি সম্পর্কে ৭০% সন্তুষ্টি।	নিয়োগকর্তা, শিক্ষানবিশ ও সন্তুষ্টি জরিপ	
আউটপুট ২.২.১: মাস্টার ক্রাফট পারসনদের (MCPs) প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা টেকসই ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।	১৪০০ এমসিপি (যার মধ্যে ১০% নারী) শিক্ষানবিশভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ব্যবসা পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশগত উত্তম চর্চা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছে।	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি ফর্ম অর্ধ-বার্ষিক তদারকি প্রতিবেদন	
আউটপুট ২.২.২: জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষানবিশভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।	২৮০০ যুবক ও যুবনারী (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী) শিক্ষানবিশভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ পেয়েছে।	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন প্রশিক্ষণার্থীদের অর্ধ-বার্ষিক তদারকি প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আউটপুট ২.২.৩: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদের চাকরির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তারা RPL (Recognition 0f Prior Learning এর স্বীকৃতি) সনদ পেতে পারছে।	২২৪০ যুবক ও যুবনারী (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী) চাকরির সাথে সংযুক্তির (জব ম্যাচিং) সেবা পেয়েছে।	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন অনুসরণমূলক গবেষণা	
	১০০ জন স্নাতক শিক্ষানবিশ (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী) RPL পদ্ধতির মাধ্যমে এনএসসি অর্জনের জন্য সহায়তা পেয়েছে।	আরপিএল মূল্যায়নে শিক্ষানবিশদের উপস্থিতি	
আউটপুট ২.২.৪: স্থানীয় এনজিও অংশীদারদের এমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (যা জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব) পরিচালনার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।	১২টি স্থানীয় এনজিওকে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষানবিশভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য সক্ষম করে তোলা হয়েছে।	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন প্রশিক্ষণার্থীদের অর্ধ-বার্ষিক তদারকি প্রতিবেদন	
	২০০০ জন (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী) এনজিওর মাধ্যমে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষানবিশভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে।	শিক্ষানবিশদের উপস্থিতি রেজিস্টার	
	৩৬০০ জন যুবক ও যুবনারী (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী, যার মধ্যে ৪০% নারী) চাকরির সাথে	ব্যবস্থাপনাগত তথ্য প্রতিবেদন অনুসরণমূলক গবেষণা	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
	সংযুক্তির (জব ম্যাচিং) সেবা পেয়েছে।		
তাৎক্ষণিক ফলাফল ২.৩ স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে (SSPs)-এর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে তারা এআইআর সেন্টার হিসেবে প্রাক-বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হয়।	১০টি কমিউনিটি-ভিত্তিকদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (SSPs) শক্তিশালী করা হয়েছে।	প্রকল্প অগ্রগতির প্রতিবেদন	উপজেলা পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।
	৪৭৫০ জন স্কুল-ত্যাগী, NEET যুবক ও যুবনারী এবং নারীকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়েছে (অন্তত ৩০% নারী)।	ইএসএস (ESS) প্রতিবেদন	
আউটপুট ২.৩.১ নির্বাচিত স্থানীয় SSPs-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে তারা জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি SSP হিসেবে প্রদান করতে পারে।	১০টি SSP প্রশিক্ষণ সুবিধা জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য TSPs (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) হিসেবে সজ্জিত করা হয়েছে (২টি নারী প্রতিষ্ঠান)।	প্রকল্প প্রতিবেদন মাঠ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	
	৪২০ জন শিক্ষককে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য SSP হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে (২০২৩ সালের মধ্যে ২০% নারী)।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি তালিকা	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
আউটপুট ২.৩.২ জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা ও পক্ষে প্রচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে।	একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব প্রচারণা পরিকল্পনা এবং উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন	
	সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯টি কর্মশালা/সম্মেলন/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মশালার প্রতিবেদন	
আউটপুট ২.৩.৩ স্নাতক তরুণদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ডিজাইন ও প্রদান করা হয়েছে।	৩৭৫০ জন স্কুল-ত্যাগী/স্নাতককে জেন্ডার-সংবেদনশীল দক্ষতা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন ভর্তির রেকর্ড ট্রেসার গবেষণা / অনুসরণমূলক গবেষণা	
	৫০% জন মজুরিভিত্তিক/স্ব-উদ্যোগ ভিত্তিক কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছে।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন ভর্তির রেকর্ড	
	১০৪০ জন স্কুল-ত্যাগী NEET যুবক ও যুবনারী প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে (৪০% নারী, অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন ভর্তির রেকর্ড	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ৩.১ কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের শ্রমবাজার ও	একটি ডিজিটাল LMIS (Labour Market Information System) প্ল্যাটফর্ম জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে পরিচালনাধীন।	প্রকল্প প্রতিবেদন	জেলা প্রশাসন এলএমআইএস (শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থা) এবং ইইএস

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
কর্মসংস্থানের ফলাফল সম্পর্কে কার্যকর শাসন নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রকল্প শেষে ৪টি LMIS (Labour Market Information System) রিপোর্ট প্রণয়ন।	এলএমআইএস (LMIS) প্রতিবেদন	(কর্মসংস্থান সহায়তা ব্যবস্থা) নিজ কার্যালয়ে স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রস্তুত।
	একটি দক্ষতা চাহিদা জরিপ পরিচালিত হয়েছে, যাতে জেন্ডার-ভিত্তিক প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	জরিপ প্রতিবেদন	
আউটপুট ৩.১.১ জেলা প্রশাসনের জেন্ডার-সংবেদনশীল দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।	DAO-তে একটি ডিজিটাল LMIS প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে।	মাঠ পরিদর্শন	
	দক্ষতা ও কর্মসংস্থান খাতে বিনিয়োগসংক্রান্ত ২টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদনসমূহ	
আউটপুট ৩.১.২: শ্রমবাজার সংক্রান্ত তথ্যব্যবস্থা (LMIS) শ্রমবাজারের যোগান ও চাহিদা উভয় দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে দক্ষতা পূর্বাভাস বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– উন্নত করা হয়েছে।	দক্ষতা পূর্বাভাস বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।	জরিপ	
	উদীয়মান সকল খাত অন্তর্ভুক্ত করে ৪টি Labour Market Information System (LMIS) প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।	জরিপ	
তাৎক্ষণিক ফলাফল ৩.২ নারী ও যুবদের	দুটি নতুন জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মসংস্থান সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে।	ইএসএস মাসিক প্রতিবেদন	জেলা প্রশাসন বেসরকারি খাতের সহযোগিতায়

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংসহ কর্মসংস্থান সেবার উন্নত সরবরাহ।	কমপক্ষে ৩,৫০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট কর্মসংস্থানের সেবা পেয়েছে (যার মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারী)।	ইএসএস প্রতিবেদন	এলএমআইএস এবং ইএসএস সিস্টেম চালানোর জন্য মানব সম্পদ নিয়োগ করবে।
আউটপুট ৩.২.১: জেলা প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে তারা জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মসংস্থান সেবা প্রদান ও সমন্বয় করতে পারে।	জেলা পর্যায়ে (DAO) একটি কর্মসংস্থান সেবা কেন্দ্র এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল চালু হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন মাঠ পরিদর্শনের প্রতিবেদন	
	২০২৪ সালের মধ্যে ২,০০০ ব্যবহারকারী এবং সেবা গ্রহীতা ESS সেবায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী)।	উপকারভোগীদের ডেটাবেজ	
	শ্রমবাজার ও দক্ষতা প্রবণতা নিয়ে দুটি খাতভিত্তিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।	গবেষণা প্রতিবেদন	
আউটপুট ৩.২.২: জেলার কর্মসংস্থান সেবা কেন্দ্রগুলোর (ESS) সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে তারা কমিউনিটি পর্যায়ে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও জলবায়ু-সচেতন ক্যারিয়ার পরামর্শ, স্কুল-থেকে-কর্মসংস্থান এবং	স্কুল থেকে কর্মজীবন এবং কর্মসংস্থান সেবা প্রদানের জন্য একটি কর্মসংস্থান সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন মাঠ পরিদর্শনের প্রতিবেদন	
	১,০০০ তরুণ-তরুণী (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩% প্রতিবন্ধী, যাদের মধ্যে ৪০% নারী) স্কুল-থেকে-কর্মজীবনে রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সেবা পেয়েছে।	ইএসএস সেন্টারের ডেটাবেজ ও প্রতিবেদন	

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
চাকরি স্থাপন সেবা দিতে পারে– যা নারীদের অপ্রচলিত পেশা বেছে নিতে সহায়তা করে।	৫০০ তরুণ-তরুণী জেন্ডার-সংবেদনশীল ও জলবায়ু-স্মার্ট আত্মকর্মসংস্থান সেবা পেয়েছে (যার মধ্যে ৪০% নারী এবং কমপক্ষে ৩৫% প্রতিবন্ধী)।	ইএসএস সেন্টারের ডেটাবেজ ও প্রতিবেদন	
	সরকারকে স্কুল-থেকে-কর্মজীবন এবং কর্মসংস্থান সেবা দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন	
আউটপুট ৩.২.৩: জেন্ডার-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) সেবাকে একটি বিনিয়োগ হিসেবে তুলে ধরতে এবং কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট জেন্ডার বৈষম্য ও বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি চ্যালেঞ্জ জানাতে সামাজিক বিপণন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৯টি উপজেলায় নারী দল, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ও যুবদলকে লক্ষ্য করে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারে ৩৬টি গণ নাটকের আয়োজন করা হয়েছে।	অর্ধবার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা	
	কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, বাজার কমিটি ও বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে ১০টি সামাজিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্ধবার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ আলোচনা) প্রতিবেদন	সংলাপ বিশ্লেষণের প্রতিবেদন।

প্রকল্পের উপকারভোগী হওয়ার শর্ত

প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা যায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের বয়সসীমা ছিল ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ৪০% নারী এবং ৩.০৭% প্রতিবন্ধী ছিল। NEET যুব হতে হবে।

প্রশিক্ষণের শর্ত

কো-অর্ডিনেটর, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ৪০%, দারিদ্র্যসীমার নিচের যুবগোষ্ঠী, ধর্মীয়ভাবে অসহায় যুবগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ৩%।

প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রত্যাশিত ফলাফল

এই প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো কক্সবাজার জেলার যুব, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা।

প্রকল্প শেষে 'কাউকে পেছনে ফেলে না' এমন দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং অন্যান্য উৎস সংরক্ষিত থাকবে, যা ভবিষ্যতে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রকল্প চলাকালীন সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদের অবদান ও সম্পদের অনুসন্ধানও করা হবে। এছাড়াও, প্রকল্পটি নজরদারি করবে যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাগুলো বাস্তবায়নে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রয়োজনে সক্ষমতা জোরদারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১. কক্সবাজারে পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং কর্মসংস্থানমুখী খাত ও মূল্য শৃঙ্খলে উদ্যোগ, ব্যবসা এবং চাকরির সুযোগে প্রবেশাধিকারের উন্নতি হবে।

২. কক্সবাজারের নারী, যুবক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুণগতমানসম্পন্ন, বাজার চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

৩. কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের দক্ষতা ও জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচিগুলো পরিচালনা ও তদারকিতে বেসরকারি খাত ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

এই প্রকল্পের কৌশল হলো কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর জন্য কর্মসংস্থান, জীবিকা এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। এর লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীলতা, আয় এবং নিরাপদ জীবিকার পথ বাড়ানো, বিশেষত নারীদের ও তরুণদের জন্য। এটি পর্যটন ও আতিথেয়তা, নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা প্রভৃতি উদীয়মান অর্থনৈতিক খাতে সুযোগ তৈরি করবে।

এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–এটি উদ্দেশ্যভিত্তিকভাবে বহুস্তরীয় অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে একটি টেকসই পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যায়। অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন ব্যবসা মালিক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক, মোবিলাইজার, কৃষি, নির্মাণ এবং পর্যটন খাতে যুক্ত শ্রমিকরা, যারা সবাই কমিউনিটি পর্যায়ের ক্ষমতার গতিবিধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, যেখানে জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের বিভাজন গড়ে ওঠে ও বজায় থাকে।

এই প্রকল্পটি সচেতনতা সৃষ্টি, সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, ওকালতি এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমে বড়ো ধরনের বিনিয়োগ করবে এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের জন্য। এর মাধ্যমে কক্সবাজারে সবচেয়ে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর,বিশেষ করে নারী, তরুণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, দক্ষতা উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন শৃঙ্খলা উন্নয়ন, কৃষি-খাদ্য খাতে বাজারব্যবস্থার উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা এবং কর্মসংস্থান বা স্বনির্ভরতামূলক উদ্যোগ গড়ে তোলায় একটি টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন সন্তুষ্টি ও সাফল্যের গল্প

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক. অনাবাসিক ভবন (ওয়ার্কশপ) ও ড্রাইভিং ট্র্যাক এবং র‍্যাম্প নির্মাণ;
খ. প্রশিক্ষণ যানবাহন ও স্ক্র্যাপ যানবাহন ক্রয়;
গ. আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সংগ্রহ ও মাঠ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
ঘ. প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ;
ঙ. আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ২০২ জন কারিগরি জনবল সংগ্রহ;
চ. প্রকল্প মেয়াদে ৪০টি জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য দেশের সকল জেলা থেকে ব্যাচ প্রতি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনপূর্বক ২৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুব-কে গাড়িচালনা প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
ছ. শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (সিমুলেটর) সংগ্রহ;
জ. প্রশিক্ষিত যুবদের পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঝোতা-স্মারকের মাধ্যমে বিআরটিএ-এর সার্বিক সহযোগিতা গ্রহণ;
ঝ. প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে)

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
১. দেশে পরিবহণ খাতের জন্য দক্ষ গাড়িচালক তৈরি করা।	প্রকল্প মেয়াদে নির্ধারিত ৪০০০০ জনকে গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রযোজ্য নয়
২. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুব-এর মধ্যে বিআরটিএ হতে ৪০০০০ লার্নার লাইসেন্স প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন ২১,৩৪১ জন। যাদের মধ্যে অধিকাংশই দেশে/বিদেশে পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থানে রয়েছেন অথবা নিজস্ব গাড়িচালনায়	-

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
	আত্মকর্মসংস্থানে আছেন। অবশিষ্টদের পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়টি চলমান।	
৩. যুবদের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা।	গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণ তাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে ধারনা অর্জন করেছেন এবং ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।	

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে)

নাম, আইডি, মূল পদবি	দায়িত্বের ধরন		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা পরিচিতি নং - ৬৫৫৪ যুগ্মসচিব	না	হ্যাঁ	না	২২.৩.২১	২.৩.২২	
২. জনাব ড. গোলাম মোঃ ফারুক পরিচিতি নং - ৭৭৯২ যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব	না	হ্যাঁ	না	২.৩.২২	৩০.১২.২৪	

উপকারভোগী বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর প্রতি বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
ক) ২০২০-২১	জন	০	০
খ) ২০২১-২২	জন	১৬০০০ জন	৪৬১৯ জন
গ) ২০২২-২৩	জন	১৬০০০ জন	৭৭৯৪ জন
ঘ) ২০২৩-২৪	জন	৮০০০ জন	১৯১৮৮ জন
ঙ) ২০২৪-২৫	জন	-	৮৩৯৯ জন
মোট =		৪০০০০ জন	৪০০০০ জন

প্রকল্পের জনবল

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
১	২	৩	৪
১	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১ জন	১ জন
২	সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণ)	১ জন	১ জন
৩	উচ্চমান সহকারী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১ জন	১ জন
৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১ জন	১ জন
৫	সহকারী প্রশিক্ষক (ক্যাটাগরি-১), আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে	৮০ জন	৮০ জন
৬	মেকানিক (ক্যাটাগরি-১), আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে	৮০ জন	৮০ জন
৭	ওয়ার্কশপ হেলপার (ক্যাটাগরি-৫), আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে	৪০ জন	৪০ জন
৮	অফিস সহায়ক (ক্যাটাগরি-৫) আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে	০২ জন	০২ জন
	মোট =	**২০৬ জন**	**২০৬ জন**

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

এ প্রকল্প থেকে ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই কর্মসংস্থানে প্রবেশ করেছে এবং উপার্জন শুরু করেছে। ফলে আয়ের উৎস হিসেবে এ প্রকল্প ভালো ভূমিকা রাখছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হওয়া দক্ষ গাড়িচালকদের দেশব্যাপী ও বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে সমজাতীয় প্রকল্প হতে পারে।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

যানবাহন চালনায় দক্ষতাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি পেশাদার লাইসেন্স অর্জনের কারণে যুবরা সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত হতে পারবে অথবা নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। ফলে যুবদের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত হবে।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা-৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

দেশের ৬৪ জেলার প্রতি জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,০০৩টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ আয়োজন

প্রকল্প মেয়াদে ৬৪ জেলায় ৭৬,২৬০ জনকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সুবিধা, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়োগ্যাস রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মেশন প্রশিক্ষণ

মোট ৯৮৪ জন রাজমিস্ত্রিকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে রাজমিস্ত্রি বা মেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
ক) গ্রামীণ যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৭৬ হাজার ২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৬,০০৩টি বায়োগ্যাপ্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৬,০০৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
খ) গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারে	২০২৩-২০২৫ (জুন) পর্যন্ত ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০৩টি পারিবারিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়। ফলে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারে।

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
গ) রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন	৬০০৩ টি পারিবারিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করার ফলে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন হয়েছে।
ঘ) জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন	জৈব বর্জ্যের মধ্যে বায়োগ্যাসকে একটি উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় ৫০% পর্যন্ত কমাতে পারে। এটি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
ঙ) বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা	বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে।

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব ড. এস. এম. আলমগীর কবীর (অধ্যাপক)	প্রেষণ	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩১.০৮.২০২৫	অতিরিক্ত
জনাব একে এম মফিজুল ইসলাম পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	প্রেষণ	৩১.০৮.২০২৫–	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ

প্রকল্পে প্রতি জেলায় ৬ জন জনবল দিয়ে প্রকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন নিয়োগ করা হয়েছে।

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা (পিএসসি) : পিআইসি সভা জুন/২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৬টি ও মোট ১১টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত পিএসসি ও পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থী

জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৭৬২৬০ জন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উপকারভোগীরা প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ, গবাদিপশুর রোগ বালাই, ঋণ সম্পর্কিত ধারণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগীরা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কিছু শর্তে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। এগুলো হলো : জমির দলিল, পর্চা, খাজনা অথবা সরকারি চাকুরীজীবী কর্তৃক প্রত্যয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নাগরিত্ব সনদ, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, জাতীয় পরিচয়পত্র, আবেদনকারীর ৩ কপি ছবি এবং জামিনদারের ০২ কপি ছবি। এছাড়া প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার সনদপত্র।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ২০২৩-২০২৫ (জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ৪১২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে : ৩৮৬০ জন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে: ১৭১২০ জন, ২০২৪ -২০২৫ অর্থবছরে: ৫৫২৮০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে সিলিন্ডার গ্যাস ও লাকড়ি ব্যবহার করতে হয় না বিধায় উপকারভোগীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। ১টি পরিবারে মাসে গড়ে ২টি সিলিন্ডার লাগে। ফলে ঐ পরিবারটি মাসে জ্বালানি বাবদ ৩০০০/-টাকা সাশ্রয় হয়।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

এ প্রকল্প কেবল দারিদ্র্য বিমোচন নয়, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে বিধায় সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

ভবিষ্যতে প্রকল্পটির কার্যক্রম অধিকতর টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিতরণকৃত ঋণ আদায় এবং নতুন প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ১টি বায়োগ্যাস প্লান্টের স্থায়িত্বকাল ৩৫ বছর। ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এর স্থায়িত্বকাল বাড়ানো সম্ভব।

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ : প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ১২,৮৮০ জন ছিল। এখন পর্যন্ত ১০,০৮০ জনকে (আগস্ট, ২০২৫) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
যন্ত্রপাতি ক্রয় : ১৪টি গাড়ি কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু কেনা হয়েছে ৭টি। অবশিষ্ট ৭টি গাড়ি অর্থমন্ত্রণালয়ের সম্মতি ছিল না বিধায় কেনা হয়নি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
ক) গ্রামীণ ও শহুরে যুব সমাজের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস	গ্রামের যুবসমাজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, সচেতন হচ্ছে এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রযুক্তিগত পার্থক্য কমছে।
খ) নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি	নিজ নিজ উপজেলায় বসবাস করে বিনামূল্যে যুবক ও যুবনারীরা কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।
গ) আইসিটি বিষয়ক চাকরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রকল্পের গাড়িতে ল্যাপটপ থাকে বিধায় প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারে। কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল।
ঘ) প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ	প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার যুবদের জেলা শহরে আসতে হয়নি। প্রকল্পের গাড়ি কাছাকাছি অবস্থান করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব আবদুল লতিফ মোল্লা যুগ্মসচিব		জানুয়ারি ২০২২ থেকে অক্টোবর ২০২২	অতিরিক্ত
জনাব এম এ আখের যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।		অক্টোবর ২০২২ থেকে চলমান	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ : আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটি সভা (পিএসসি) : প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৮০ জন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫২০ জন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩৬০ জন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩,৩৬০ জন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫৬০জন উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্পের ভূমিকা

টেকাব প্রকল্পে মূলত মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে বড়ো প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এটি ভিত্তি তৈরি করে। আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহী করা এবং মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা পরবর্তীকালে নিজেরা আরো প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি বা উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে আয় করতে পারে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

জেলা পর্যায়ে এসে সবার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্ভব হয়নি এবং এ প্রকল্পের চাহিদা অনেক বেশি ছিল। তাই উপজেলা পর্যায়ে এ প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটিয়ে যুবদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আরো একটি ফেজ হওয়া প্রয়োজন।
সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় কীভাবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

টেকাব প্রকল্পের জনপ্রিয়তা ও যুবদের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে প্রকল্প শেষ হলেও এর গাড়িগুলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টিওঅ্যান্ডই অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় চালানো যেতে পারে। বছরে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি গাড়ি দিয়ে এই কোর্স চালানো সম্ভব। যারা আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করলো তারা এ শিক্ষা নিজেদের প্রয়োজন ও অর্থ উপার্জনে ব্যবহার করার পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যেও তা ছড়িয়ে দিতে পারবে।
পরের প্রজন্মও এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৬ জেলা) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ : 'ফ্রিল্যান্সিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষিত বেকার যুবদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বছরে ১৬টি জেলায় ২৮৮টি ব্যাচে মোট ৬,৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	৬৪০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
২. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জন হয়েছে।
৩. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মোট ৪,৪১৬ জন ফ্রিল্যান্সার ১৫,৮১,২৪৯ ডলার সমপরিমাণ বা বাংলাদেশি টাকায় ১৯,৭৬,৫৬,১২৫ টাকার সমপরিমাণ আয় করেছে। ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ও আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরন		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	না	হ্যাঁ	না	প্রকল্প শুরু থেকে	০৯.০৩.২০২৫	
২. জনাব মোঃ মানিকহার রহমান যুগ্মসচিব ও পরিচালক (অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	না	হ্যাঁ	না	০৯.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান : প্রকল্প মেয়াদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের উপকাভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর প্রতি বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
ক) ২০২২-২৩	জন	৬৪০ জন	৪৫১ জন
খ) ২০২৩-২৪	জন	২৫৬০ জন	১৭৬২ জন
গ) ২০২৪-২৫	জন	৩২০০ জন	২২০৩ জন
মোট =		৬৪০০ জন	৪৪১৬ জন

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক)

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	০১	০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০/২৫ জন)	৬৪০০জন	০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০/২৫ জন)	৬৪০০ জন
	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট	-	০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০/২৫ জন)	৬৪০০জন	০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০/২৫ জন)	৬৪০০ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান প্রকল্প দলিলে নাই।						
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট	-	-	-	-	-	-	-
মোট		০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ	৬৪০০জন	০৩ মাস	২৮৮টি ব্যাচ	৬৪০০ জন

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্পের ভূমিকা

যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারা ফ্রিল্যান্সিং করে গতানুগতিক চাকরিজীবীর থেকে বেশি আয় করছে। নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারছেন। ফলে এ প্রকল্প আয়ের ভালো উৎস হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

ফ্রিল্যান্সিং বেকার সমস্যা সমাধানে ভালো ভূমিকা রাখছে এবং সম্মানজনক জীবিকা গ্রহণে সহায়তা করছে। এ প্রকল্প আয় বৃদ্ধিমূলকও। প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও এর প্রভাব রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা যায়।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

এ প্রকল্প টেকসইমূলক। এরকমও দেখা গেছে যে, প্রকল্প শেষ হলো এর সাথে সম্পর্কিত সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এ প্রকল্পে তা হবে না। কেননা প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রকল্প থেকে কর্মসংস্থানের যে আলোর পথ দেখানো হলো, যে সৃষ্টিশীল কাজের সাথে পরিচয় ঘটানো হলো তা শেষ হবে না। তাঁরা সৃষ্টিশীল একটি কাজ দেখিয়ে আরো দশটা কাজ আনতে পারবে। প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের যা শেখানো হলো তা মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কম্পিউটার শেখা ও এটি ব্যবহার করে আয়, আউটসোর্সিং কিংবা ফ্রিল্যান্সিং– এগুলো ধরে রাখলে কখনো নষ্ট হবে না। বর্তমানে যা আছে ভবিষ্যতে এর থেকে বেশি টেকসই হবে কিংবা এরকমই থাকবে, কিন্তু কমবে না।

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

১. প্রশিক্ষণ : জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৪৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও বিকালের নাস্তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ২০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং-এ যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে।

২. যন্ত্রপাতি ক্রয় : প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন, ১টি ল্যাপটপ, ২টি কম্পিউটার ও ১টি এসি ক্রয় করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	অগ্রগতি
(ক) প্রশিক্ষণ ফার্ম নির্বাচন	ক) প্রশিক্ষণ ফার্ম নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।
(খ) ৪৮ জেলায় প্রকল্প মেয়াদে ২৮,৮০০ জন যুবক ও যুবনারীকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।	খ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ৪৮০০ জন। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২৯৯১ জন (৬২% এর অধিক)।
(গ) ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।	গ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে ২৯৯১ জন ফ্রিল্যান্সার (জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত) ৫,১৯,৬৫৯ ডলার ও ২,৩৯,৪১,৪৩১ টাকা আয় করেছেন। যা মোট টাকায় ৮,৭৮,৯৯,৪৮৮ টাকার সমপরিমাণ। ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ও আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব মো. আ. হামিদ খান পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন		১৬.০৪.২০২৪-১৬.০৯. ২০২৫	অতিরিক্ত
জনাব মো. মানিকহার রহমান যুগ্মসচিব ও পরিচালক (অর্থ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		১৬.০৯.২০২৫-চলমান	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ: প্রকল্প পরিচালকের আউটসোর্সিয়ের মাধ্যমে ৩ জন নিয়োগ করা হয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত প্রশিক্ষণ ফার্ম ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড কর্তৃক সারাদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় কোর্স কো-অর্ডিনেটর, সহকারী কো-অর্ডিনেটর ও প্রশিক্ষক রয়েছে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জনবলও নিয়োগ করেছে।

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা : প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপকারভোগী বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর প্রতি বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
ক) ২০২৪-২০২৫	জন	৪৮০০ জন	২৯৯১ জন (৬২%)
মোট =		৪৮০০ জন	২৯৯১ জন (৬২%)

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারা ফ্রিল্যান্সিং করে গতানুগতিক চাকরিজীবীর থেকে বেশি আয় করছে। নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারছেন। ফলে এ প্রকল্প আয়ের ভালো উৎস হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য সুপারিশ

ফ্রিল্যান্সিং বেকার সমস্যা সমাধানে ভালো ভূমিকা রাখছে এবং সম্মানজনক জীবিকা গ্রহণে সহায়তা করছে। এ প্রকল্প আয় বৃদ্ধিমূলকও। প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও এর প্রভাব রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা যায়।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

এ প্রকল্প টেকসইমূলক। এরকমও দেখা গেছে যে, প্রকল্প শেষ হলো এর সাথে সম্পর্কিত সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এ প্রকল্পে তা হবে না। কেননা প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রকল্প থেকে কর্মসংস্থানের যে আলোর পথ দেখানো হলো, যে সৃষ্টিশীল কাজের সাথে পরিচয় ঘটানো হলো তা শেষ হবে না। তারা সৃষ্টিশীল একটি কাজ দেখিয়ে আরো দশটা কাজ আনতে পারবে। প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যা শেখানো হলো তা মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কম্পিউটার শেখা ও এটি ব্যবহার করে আয়, আউটসোর্সিং কিংবা ফ্রিল্যান্সিং– এগুলো ধরে রাখলে কখনো নষ্ট হবে না। বর্তমানে যা আছে ভবিষ্যতে এর থেকে বেশি টেকসই হবে কিংবা এরকমই থাকবে, কিন্তু কমবে না।

৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতি

আসবাবপত্র ক্রয়: ৬৪টি জেলায় ৭৯টি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য : কম্পিউটার টেবিল-৫টি, টেবল্ড চেয়ার-৬টি ও স্টিলের আলমিরা-১টি বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
ক) ২৭৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। উন্নত পরিবেশ ও উপকরণ ব্যবহার করে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ কর্মীরা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারছে।
খ) দেশে ও বিদেশে কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি	প্রকল্পটি সরাসরি দক্ষ জনবল তৈরিতে কাজ না করলেও প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোয় যা শেখানো হয় তা দক্ষ জনবল তৈরির সহায়ক।
গ) চাকরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা	এ প্রকল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শেখানো হচ্ছে, যা তাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।
ঘ) দারিদ্র্য হ্রাস	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেকেই আত্মকর্মী হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছে। ফলে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বেরিয়েও আসছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ:

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব এম এ আখের যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		প্রকল্প শুরু থেকে এখন পর্যন্ত	অতিরিক্ত

প্রকল্পের জনবল কাঠামো

রাজস্ব কাঠামো হতে প্রেষণে নিয়োগ :

নং	পদের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
ক) পিআইইউ :			
১.	প্রকল্প পরিচালক	০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব

নং	পদের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
৪.	অফিস সহায়ক	০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
	উপমোট =	০৪	
খ) ৬৪ জেলা কার্যালয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য :			
৫.	প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৭১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৬.	প্রশিক্ষক (গ্রাফিক্স ডিজাইন)	০৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৭.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং)	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৮.	প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৯.	প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১০.	সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	৭১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১১.	সহকারী প্রশিক্ষক (গ্রাফিক্স ডিজাইন)	০৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১২.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়ারিং)	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১৩.	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১৪.	সহকারী প্রশিক্ষক (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১৫	অফিস সহায়ক-কাম-নৈশ প্রহরী	৬৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
	উপমোট=	৬১৩	
	সর্বমোট (ক+খ)=	৬১৭	

বি.দ্র. প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে বিধায় আর্থিক সংশ্লেষ নেই।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

	উপকারভোগীদের লক্ষ্যমাত্রা :			
	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ও কেন্দ্রের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রতি ল্যাব/কেন্দ্রে, প্রতিব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা	১টি ব্যাচের লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি-জুন,২৪)
২০২৩-২৪	কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন-দেশের ৬৪টি জেলায় ৭১টি ল্যাব (ঢাকায় ৬টি, চট্টগ্রাম ২টি, গাজীপুর ২টি, ৬১টি জেলায় ৬১টি)	৬ মাস	৮০ জন	৫৬৮০ জন
	প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন-৮টি বিভাগে ৮টি কেন্দ্র (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল)	৬ মাস	৫০ জন	৪০০ জন
	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং-৬৫টি কেন্দ্র (৬৩টি জেলায় ৬৩টি কেন্দ্র ও ঢাকায় ২টি)	৬ মাস	৩০ জন	১৯৫০ জন
	ইলেকট্রনিক্স-৬৫টি কেন্দ্র (৬৩টি জেলায় ৬৩টি কেন্দ্র ও ঢাকায় ২টি)	৬ মাস	৩০ জন	১৯৫০ জন
	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং-৬৫টি কেন্দ্র (৬৩টি জেলায় ৬৩টি কেন্দ্র ও ঢাকায় ২টি)	৬ মাস	৩০ জন	১৯৫০ জন
			সর্বমোট =	১১৯৩০ জন

উপকারভোগী :	
প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অগ্রগতি
কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন	৬৪০৫ জন
প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন	৪৪৬ জন
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং	২২২৭ জন
ইলেকট্রনিক্স	২২৬৩ জন
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং	২০৯০ জন
সর্বমোট =	১৩৪৩১ জন

২০২৪-২৫	উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা :	
	কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন	১১৩৬০ জন
	প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স	৮০০ জন
	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং	৩৯০০ জন
	ইলেকট্রনিক্স	৩৯০০ জন
	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৩৯০০ জন
	সর্বমোট =	২৩৮৬০ জন

উপকারভোগী (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত):		
প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	**প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (উপকারভোগী)**	**অগ্রগতি (জুন,২৫ পর্যন্ত)**
কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন	১৭০৪০ জন	১৭০৭৩ জন
প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন	১২০০ জন	৮৭০ জন
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং	৫৮৫০ জন	৫৬৬২ জন
ইলেকট্রনিক্স	৫৮৫০ জন	৫৯০৮ জন
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৫৮৫০ জন	৫৩৯৪ জন
সর্বমোট =	৩৫৭৯০ জন	৩৪৯০৭ জন (৯৭.৫৩%)

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯টি ব্যাচে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন হিসেবে (৩০ × ৯টি ব্যাচ) = ২৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় উপকরণ সরবরাহ, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। উন্নত প্রযুক্তি ও পরিবেশে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিবে তাঁরা কর্মসংস্থান কিংবা আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাবে। পরোক্ষভাবে হলেও এ প্রকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

সরকার প্রত্যেক বছর যে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ করে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ সম্ভব হয় না প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলোয়। ফলে প্রয়োজনীয় রসদ ছাড়াই প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যতটুকু দক্ষতা লাভ করে প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ শেষ করার কথা তাঁরা ততটা দক্ষ হয় না। বাজেটে ঘাটতি থাকায় প্রয়োজনীয় রসদ কেনা সম্ভব হয় না এবং সরবরাহও করা যায় না। উন্নয়ন প্রকল্প থাকলে এ ঘাটতি পূরণ করে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এজন্য সমজাতীয় আরো প্রকল্প থাকা উচিত।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিবেশও উন্নত হচ্ছে। আবার প্রশিক্ষকরাও যুগোপযোগী চাহিদার সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের হালনাগাদ রাখতে পারছে। যাঁরা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশিক্ষণ নিবে তাঁরা নিজেদের গতিশীল ও নতুনত্বের সাথে পরিচিত করতে পারবে। তাঁরা কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে এ জ্ঞান কাজে লাগাবে। ফলে প্রকল্পের প্রভাব ভবিষ্যতেও থাকবে।

৭. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মে, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৭৯২ জন কর্মকর্তা-

কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা তথা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করে।

কর্মশালা আয়োজন

প্রতি বছর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি করে কর্মশালা যুব উন্নয়ন একাডেমিতে আয়োজন করা হবে। ইতোমধ্যে ২টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নতুন ১০টি কারিকুলাম তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।

কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

পিআইইউ ইউনিটসহ ২টি ল্যাবে প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের নিমিত্ত ৮৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়

প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসু ও প্রশিক্ষণার্থী বান্ধব করার জন্য যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরির জন্য ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক ৪৪টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় ৯১টি।

আসবাবপত্র ক্রয়

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরি, হল রুম, ডাইনিং, হোস্টেল ও অভ্যর্থনা কক্ষের জন্য ইতোমধ্যে ১৫২টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

বিছানাপত্র ক্রয়

যুব উন্নয়ন একাডেমিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১২০০টি বিছানাপত্র ক্রয় করা হয়।

মেরামত ও সংস্কার

আবাসিক ভবন ২টি, অনাবাসিক ভবন ৪টি এবং অন্যান্য ভবন স্থাপনা ১০টির মেরামত ও সংস্কার কাজ চলমান হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ৪৪টি,

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৯১টি, ১৫২টি আসবাবপত্র, ১২০০টি বিছানাপত্র ক্রয় করা হয়। আবাসিক ভবন ২টি, অনাবাসিক ভবন ৪টি এবং অন্যান্য ভবন স্থাপনা ১০টির সংস্কার ও মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।
২১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	মে, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৭৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
৪টি কর্মশালার আয়োজন করা	চলমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুটি করে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
পুরাতন কারিকুলাম আপগ্রেড ও নতুন নতুন কারিকুলাম তৈরি করা	১০টি কারিকুলাম সম্পন্ন/তৈরি করা হয়।
অত্র কেন্দ্রের সম্পূর্ণ জায়গা পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে বিস্তারিত মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা	অত্র কেন্দ্রের সম্পূর্ণ জায়গা পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে ১টি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব মো. সেলিম খান		৩০.১১.২০২৩–	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ

১. সহকারী প্রকল্প পরিচালক-১ জন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
২. হিসাব সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক-১ জন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
৩. অফিস সহায়ক-১জন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা (পিএসসি) : প্রতি ৩ মাস পরপর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৮৬ জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫০৬ জন উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

মে ২০২৫ পর্যন্ত ৭৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

এ ধরনের প্রকল্প চালু থাকলে কেন্দ্র আরো আধুনিকায়ন সম্ভব হয় বিধায় সমজাতীয় প্রকল্প থাকা প্রয়োজন।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

প্রকল্পের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কারকৃত অবকাঠামো এবং সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী যুব উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়মিত কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে বিধায় প্রকল্পের সকল সুবিধাদি টেকসই বা স্থায়ী হবে।

৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

অনুদান: নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি 'জীবন দক্ষতা শিক্ষা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর জেলা হতে নির্বাচিত ১৫ (পনেরো) জনকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা হিসেবে ৬৬০ জনকে অনুদান প্রদান করা হবে। প্রদত্ত অনুদানের অর্থ তাদের গৃহীত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হবে।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ: শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত জেলার কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দিবস উদ্‌যাপন: অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহে আন্তর্জাতিক যুব দিবস এবং আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
২০টি যুব কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে গুণগত জীবনদক্ষতা শিক্ষা একীভূতকরণ ও প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম হয়েছে। এই ১০ জেলার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রকল্প থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় যুব পরিষদ/মঞ্চসমূহকে শক্তিশালীকরণ, যাতে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় নীতিনির্ধারণী সংলাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।	সব সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার মাধ্যমে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন।	১০টি জেলা থেকে নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ এর সফলতার হার নিরূপণ করা হয়নি।
যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সূচক ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।	যুব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সূচক ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে কিন্তু কার্যকরী সফলতা এখনো আসেনি।
জাতীয় যুব নীতির আওতায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	জাতীয় নীতিতে প্রতি ৫ বছর পরপর সংশোধন করার কথা ছিল। কিন্তু ৫ বছর পর রিভাইজ করার জন্য কমিটি তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু সভা হয়নি।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান (যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)	প্রেষণে	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ : আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১ জন।

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান : প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫০ জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৩১ জন উপকারভোগী।

প্রকল্প থেকে অনুদান

নারী প্রশিক্ষণার্থীরা ৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে অনুদান পেত ২০,০০০ টাকা করে মোট ৫,৬২,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে দুই অর্থবছরে। ট্রেডগুলো হলো– ১. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ, ২. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, ৩. বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ৪. মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট।

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হয়ে উপকারভোগীরা নিজের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেছেন এবং তার উপার্জনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আয়ের উৎস হিসেবে এ প্রকল্প নানাভাবে ভূমিকা রাখছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

দুস্থ ও অসহায় নারীদের এ প্রকল্প থেকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে এবং তার উপকৃত হচ্ছে। তাদের আয় বাড়ছে। ফলে তারা আগের তুলনায় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে পারছেন। এসব কারণে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

প্রকল্পের ডিজাইনটিই টেকসই। যে সকল উপকারভোগীদের অর্থ দেওয়া হচ্ছে তা ফেরত নেওয়া হবে না। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী ও টেকসই প্রতিষ্ঠান। তাই উপকারভোগীদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে।

৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

'Leaving No One Behind : Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হলো ২৪,০০০ স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়া টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন গন্তব্য উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা কেন্দ্র এবং শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পাঠদানের ও শিক্ষণ সামগ্রী, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যয় (আইটি সেটআপ এবং প্রকল্প অফিসে সার্ভার স্থাপন) ক্রয় করা ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে প্রধান কার্যক্রম সমূহের আলোচনা করা হলো :

প্রশিক্ষণ ব্যয় : প্রকল্প এলাকার মোট ২৪,০০০ জনকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ করা হয়। এ খাতে মোট ব্যয় ৯৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন গন্তব্য উন্নয়ন : ৬০টি টিভিইটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং পর্যটন গন্তব্য উন্নয়ন বৃদ্ধি করা হয়।

কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা কেন্দ্র এবং শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা : ১টি কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা কেন্দ্র এবং শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পাঠদানের ও শিক্ষণ সামগ্রী : প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৬৭টি পাঠদানের ও শিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করা হয়।

অফিসিয়াল গাড়ি : প্রকল্পের অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১টি গাড়ি ক্রয় করা হয়।

কম্পিউটার ও ল্যাপটপ : ২১টি মনিটরসহ ডক স্টেশনযুক্ত ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়।

অফিস সরঞ্জাম : প্রকল্প পরিচালনার জন্য ৩৫টি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

আসবাবপত্র : ৪৫টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যয় (আইটি সেটআপ এবং প্রকল্প অফিসে সার্ভার স্থাপন) : প্রকল্প টেকসইকরণ এবং পরিচালনার সুবিধার্থে প্রকল্প অফিসে ১টি সার্ভার স্থাপন করে আইটি সেটআপ দেওয়া হয়।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ : এই প্রকল্পে ৮৬০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাস্টার ক্লাস পারসন (এমসিপি) ট্রেনিং ৭৩৩ জন, ১২২ জন ট্রেনার এবং ম্যানেজার এবং অন্যান্য আরো ৫ জন মোট ৮৬০ জন।

প্রশিক্ষণ : প্রকল্পের আওতায় ২৪ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার টার্গেট রয়েছে। এর মধ্যে ৪,০০০ এনএসডিএ (জাতীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) কারিকুলাম ফলো করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং এনএসডিএ এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং সেখানে প্রায় ২০টি ট্রেডে ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

২,০০০ স্থানীয় কৃষক ও ৫০০ লবণ চাষীদের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এটি মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিসিক এর মাধ্যমে একসঙ্গে কাজটি করা হয়।

৪৮০০ জন স্কুল থেকে ঝরে পড়াদের ৬ মাস মেয়াদি ওস্তাদ সাগরেদ মডেল বা ইনফরমাল শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি ব্র্যাকের মাধ্যমে করা হয়।

২,৫০০ জন দুস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ২ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ বা অন্যান্য সামগ্রী লালন-

পালন করে বাজারে বিক্রয় করে লাভবান হয়। এই কর্মসূচিটি বর্তমানে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা রয়েছে তারা তো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা কারিগরি কোর্সে ভর্তি হতে পারে না। ৩,৫০০ জন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
ক) কক্সবাজার জেলার কর্মসংস্থানবিহীন যুব, নারী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা	কক্সবাজার জেলার ৯টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং এনএসডিএ এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় ২০টি ট্রেডে ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ– মহেশখালীতে তিনটি ট্রেডে (ইন্সটলেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং এবং মেশন (রাজমিস্ত্রি)) প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কক্সবাজার যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে-ইলেকট্রিক্যাল ও ট্যুরিজমসহ ৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রামু উপজেলায় সুইং মেশিন অপারেশন এবং ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে কাজ করছে। প্রায় ৭৫% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে কাজ করছে।
খ) হোস্ট কমিউনিটির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ও ভ্যালু চেইন, অংশীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা গঠনের সুযোগ সৃষ্টি এর মধ্যে অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ও ভ্যালু চেইন, অংশীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে কাজ করা হচ্ছে। উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এনএসডিএ অ্যাসেসমেন্ট (লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক) পরীক্ষার মাধ্যমে। তাঁদের পাশের হার ৮০%।
গ) কৃষি ব্যবসায় স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা, যাতে তারা ক্যাম্প এবং স্থানীয়/বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদার সুযোগ নিতে পারে।	কৃষি ব্যবসায় স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা। কৃষকরা ক্যাম্প এবং স্থানীয়/বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদার সুযোগ নিতে পারে। তাই কৃষকের শাকসবজি বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় একটি সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। অ্যাগ্রিগেশন সেন্টারকে ট্রেনিং ও সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। লবণ শিল্পে পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনশীলতা

উদ্দেশ্য	বাস্তব অগ্রগতি
	বাড়ানোর জন্য কাজ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় সেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মার্কেট ভ্যালু, উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।
ঘ) অতি দরিদ্র, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ, বিপরীত অভিবাসন, জনগণের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন যাতে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে	মূলধারার অর্থনীতির যে কাজ তা দক্ষতা উন্নয়ন। প্রকল্প থেকে এ কাজটি করা হচ্ছে। দক্ষ শ্রমিক তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। মূল স্রোতধারার বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখছে।
ঙ) পরিবেশবান্ধব এবং জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি	পরিবেশবান্ধব এবং জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ৯৩% উপকারভোগীর কর্মসংস্থান হয়েছে।
চ) শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের ফলাফল সঠিকভাবে পরিচালনা	প্রকল্পের প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে এনএসডিএ কর্তৃক সনদ দেওয়া হচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের ফলাফল সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে।
ছ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংসহ প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মপ্রত্যাশী যুব ও যুবনারীর ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। তাদেরকে জবপ্লেসমেন্টের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রকল্পের প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে এনএসডিএ কর্তৃক সনদায়ন হচ্ছে। এনএসডিএ-র সার্টিফিকেট দিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। চাকরি বা বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এনএসডিএ-র সার্টিফিকেটটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে লেভেল– ১, ২, ৩ ইত্যাদি রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সফলতার হার প্রায় ৮০%।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন
জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		১১.১২.২০২৩–	অতিরিক্ত

জনবল নিয়োগ : প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সাবলীলভাবে, সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১২ জন আইএলও স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। শিশু বিষয়ক কারিগরী পরামর্শক রয়েছে একজন বিদেশি। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার দুই জন। প্রোগ্রাম অফিসার ২ জন। এমনকি রিসার্চ মনিটরিং অফিসার ১ জন। ফাইন্যান্স অফিসার ১ জন। ফাইন্যান্স অ্যাসিসট্যান্ট ১ জন। প্রজেক্ট অ্যাসিসট্যান্ট ১ জন। আইটি অ্যাসিসট্যান্ট ১ জন। ড্রাইভার ১ জন। এভাবে ১২ জন।

পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান : প্রকল্প মেয়াদে প্রতি ৩ মাস পর পর পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন : ১০টি সমীক্ষা পরিচালনার করা হয়েছে।

প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সময়কাল

প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪০০০ জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২৭১১ জন

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা : যুবক-যুবনারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান : ২৪,০০০।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্প থেকে ২৪,০০০ জনকে দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬,৬৩৯ জন কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ৪৮০০ জনকে সনদায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

আয়ের উৎস হিসেবে প্রকল্প

আইজেক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা যুব তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে মূল কর্মধারায় সংযুক্ত করা। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তারা যাতে

সহজে কাজ পায় সেজন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটা অনলাইন সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে কতটি চাকরির সুযোগ রয়েছে সেই তথ্য এখানে থাকে এবং যারা চাকরি গ্রহণে আগ্রহী দক্ষ জনগোষ্ঠী তারাও তাদের প্রোফাইল আপলোড করে সেখানে আবেদন করতে পারে। অর্থাৎ চাকরিদাতা এবং চাকরিগ্রহীতা এদের একটা মেলবন্ধন হিসেবে এই অনলাইন সিস্টেমটি কাজ করে। অনেকেই কর্মে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটছে। কক্সবাজার জেলায় যে বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ আছে তার মধ্যে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো, বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের জাতীয় নাগরিকদের এখানে অবস্থান নেওয়ার কারণে ভূ-প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন ঘটছে এবং সামাজিক জীবনে যে নেতিবাচক অভিযোগ আসছে সেগুলোর কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী অনেক চাপের মধ্যে রয়েছে। প্রশিক্ষিতরা দক্ষ হয়ে কর্মে প্রবেশ করলে এ চাপ অনেকটাই কমবে। এ প্রকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ভালো ভূমিকা রাখছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের সুপারিশ

এটি কল্যাণধর্মী প্রকল্প এবং এর উপকারভোগী যারা তারা দক্ষতা নিয়ে কর্মে নিয়োজিত হতে পারছে। দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। এছাড়া এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশলও অনেক সুন্দর। যারা প্রকল্পের কন্ট্রিবিউটর তারা নিজেরাই প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং এ প্রকল্পের উপকারভোগী এটাকে ভালো বলছে এবং এ ধরনের সুযোগ আরো চায়। যেহেতু প্রকল্পটি একটি জেলায় ছিল সেহেতু দেশব্যাপী অন্য জেলায় প্রকল্পটির সুবিধার বিস্তার ঘটালে কর্মপ্রত্যাশীরা উপকৃত হবে। এসব কারণে প্রকল্পটি অধিকতর সম্প্রসারিত হতে পারে। সমজাতীয় প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে।

প্রকল্পের সম্ভাবনা

কেউ কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলে তা থেকে যায়। এ প্রকল্পের উপকারভোগীরা যখন কর্মে নিয়োজিত হবে তখন তাঁদের দক্ষতা আরো বাড়বে এবং তারা মানব সম্পদ হিসেবে সমাজ উন্নয়নে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের টেকসই অবস্থা তাঁদের দ্বারাই অর্জিত হবে।

প্রশিক্ষণ থেকে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

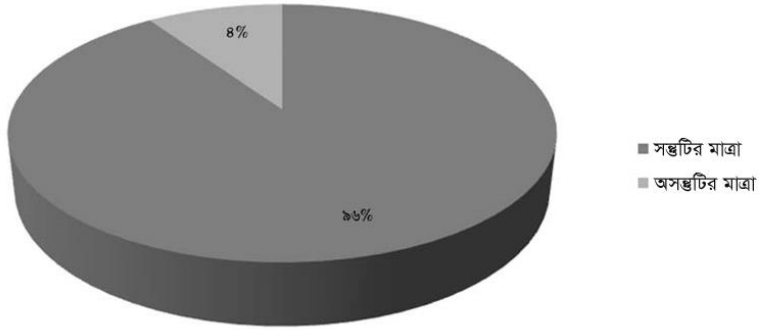

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৬% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্স পাওয়ায় অধিকাংশরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এগুলো কাজে লাগবে বলে মনে করেন। ৪% অসন্তুষ্ট, তাঁরা মনে করেন প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও গাড়িচালনার সময় বাড়ানো প্রয়োজন।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত)

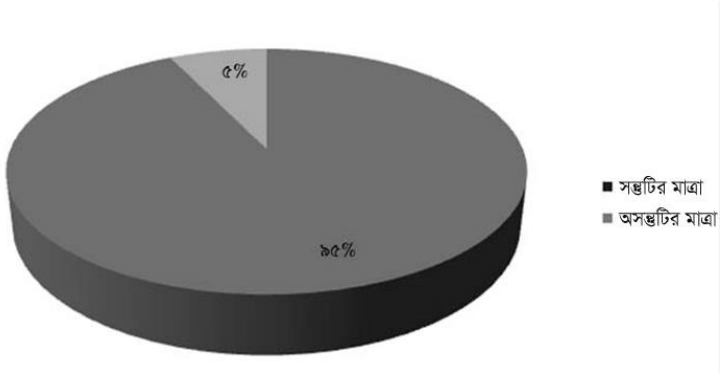

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা– ৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৫% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাবলম্বী হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। অনেকেই ঋণ নিয়ে খামার তৈরি করেছেন। খরচ হ্রাস করতে পেরেছেন। এছাড়াও প্রশিক্ষকরা ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। চারপাশের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখতে পারছেন। ৫% অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন, কারণ বর্ষা মৌসুম থাকায় প্রশিক্ষণার্থীর কিছু অসুবিধা হয়েছে।

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)

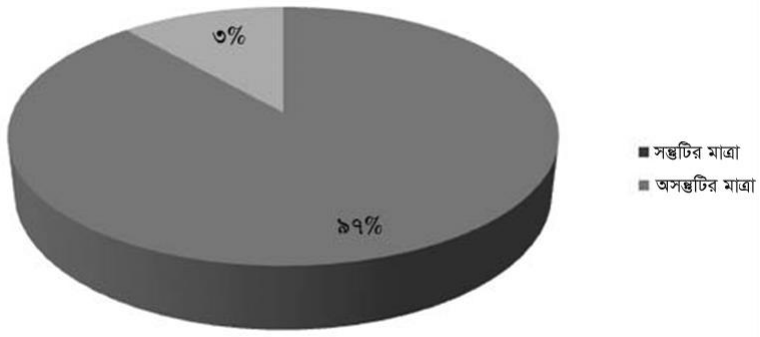

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ–২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৭% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, ভালোভাবে শিখেতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ৩% প্রশিক্ষণার্থী অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, সময় ও প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম ছিল।

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)

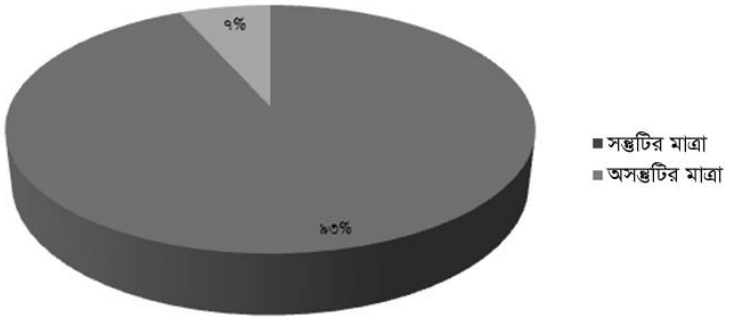

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প থেকে গৃহীত প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৩% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রশিক্ষক ভালো ছিল, ভালোভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখেয়েছেন। প্রশিক্ষণের পরিবেশ ভালো ছিল। তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ৭% অসন্তুষ্টির কারণ হলো প্রশিক্ষণ মডিউল আউটলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ কিছুটা কম এবং মাঝে মাঝে কম্পিউটার ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি হতো বিধায় শিখতে কিছু সময় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তবে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট হতে প্রশিক্ষণ মডিউল আউটলাইনে উল্লিখিত সকল বিষয়েই ধারণা থাকা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন ফ্রিল্যান্সিং এক্সপার্ট ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

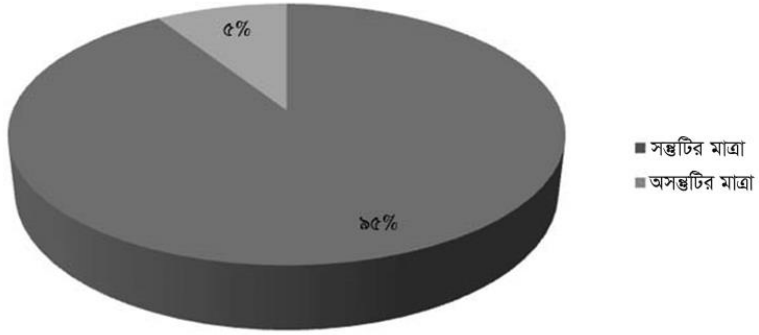

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প' থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৫% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, ফ্রিল্যান্সারের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড থেকে SEO পর্যন্ত সবই এখান থেকে জানতে পেরেছেন। ইউটিউব কিংবা অন্য অনলাইন মাধ্যম থেকে শেখার পরও সঠিক গাইডলাইনের সংকট তাঁদের ছিল, কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং কোর্স করে সে সংকট কেটেছে। এখান থেকে ভালোভাবে আনুষঙ্গিক সবই শিখেছেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়েও অনেকেই আয় করতে শুরু করেছে। ফ্রিল্যান্সার হতে যে জ্ঞান প্রয়োজন তা অর্জন করেছেন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বিদেশে ও লোকাল মার্কেটে কাজ করে ডলার বা টাকা উপার্জন করছেন। সরাসরি বিদেশি বায়ারের সাথে যোগাযোগ করে কাজ না পেলে এজেন্সির হয়েও তাঁরা কাজ করছেন।

৫% অসন্তুষ্ট, কারণ অনেকেই নির্দিষ্ট একটি বিষয় শিখতে চায়। যেমন : কেউ কেবল ভিডিও এডিটিংয়ে এক্সপার্ট হতে চায়, কেউ কেবল গ্রাফিক্স ডিজাইনে এক্সপার্ট হতে চায়, কেউ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ে এক্সপার্ট হতে চায়, কেউ SEO তে এক্সপার্ট হতে চায়। প্রশিক্ষণ মডিউল আউটলাইন বিস্তর। সময় বাড়ানো বা প্রশিক্ষণ মডিউল আউটলাইন কমানোর কথাও বলেছেন কেউ কেউ। তবে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট হতে উক্ত সকল বিষয়েই ধারণা থাকা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন ফ্রিল্যান্সিং এক্সপার্ট ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

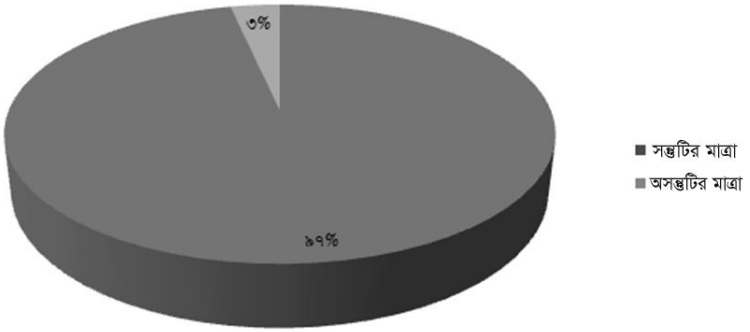

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের '৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প থেকে গৃহীত প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৭% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রশিক্ষক ভালো ছিলেন, ভালোভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখেয়েছেন, পরিবেশ ভালো ছিল। ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, এয়ার কন্ডিশনিং, রেফ্রিজারেশন ইত্যাদি বিষয়ে যা শিখেছেন তা কর্মজীবনে কাজে লাগিয়ে কাজের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ৩% তাঁদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন, কারণ তাঁরা এখনো সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি।

৭. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

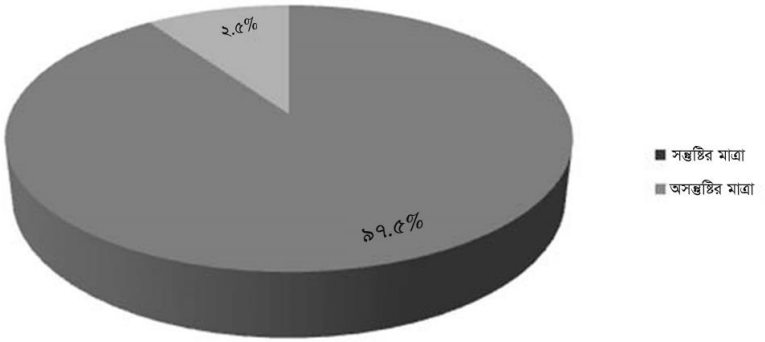

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প' থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৭.৫% প্রশিক্ষণার্থী। তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে নিজেদের পেশাগতজীবনে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। আগের থেকে অনেক বেশি কর্মসম্পৃহা জেগেছে। সঠিকভাবে কাজ করার সক্ষমতা বেড়েছে। জানার মধ্যেও কিছু মিসিং থেকে যায় কখনো কখনো, এই দিকগুলোও তাঁরা রিকোভার করতে পেরেছেন। তাঁরা ম্যানেজমেন্টে আরো দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা নিজেদের যুগোপযোগী করতে পেরেছেন।

২.৫% প্রশিক্ষণার্থী অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে বলেছেন, বিষয়ভিত্তিক ল্যাবের অভাব, প্রশিক্ষণের সময় অস্থায়ী ল্যাব ব্যবহার, কোনো কোনো প্রশিক্ষকের দক্ষতার ঘাটতি ইত্যাদি।

৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)

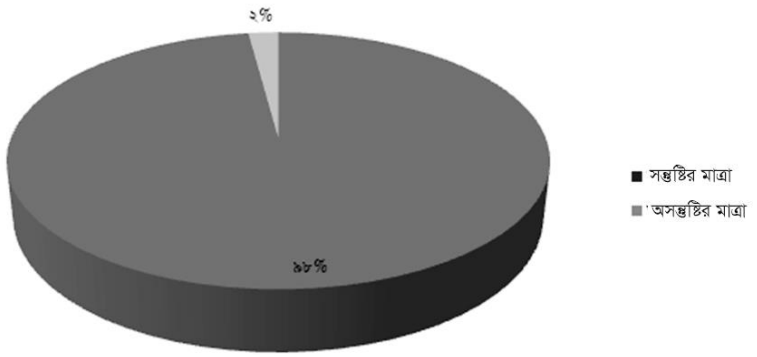

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৮% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা আগে বেকার ছিলেন। কর্মসংস্থান না থাকায় সংসারে অভাব ছিল। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁদের বেকারত্ব দূর হয়েছে। শিখেছেন অনেক কিছু। ২% অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। কারণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্মীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে, যা তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar

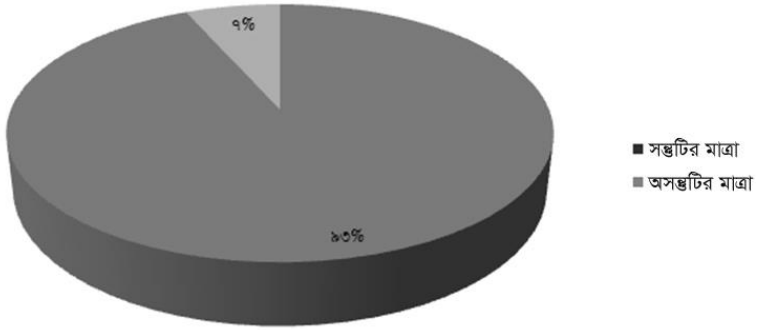

চার্ট : প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা।

চার্ট থেকে দেখা যায় যে, 'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্ট প্রায় ৯৩% প্রশিক্ষণার্থী। এর কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে, শিক্ষকরা আন্তরিক ছিলেন, প্রশিক্ষণ পরিবেশ ভালো ছিল, কাজের ক্ষেত্রে যা যা দরকার তা শিখতে পেরেছেন এবং প্রশিক্ষকৃত বিষয়গুলো চাকরি জীবনে কাজে লাগছে ও কাজ শিখে সরকারি চাকরিও করছেন। ৭% শিক্ষার্থী অসন্তুষ্ট। কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, মেশিন ও সিরামিক্সের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গরম থাকা, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া।

ফলাফল পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্টরা সক্ষমতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সাফল্যের গল্প

সাফল্যের গল্প বিশ্লেষণে মাঠ পর্যায়ে কাজের জরিপ ও কেস স্টাডি উল্লেখ করা হলো।

মাঠ পর্যায়ে কাজ ও জরিপ

আমরা জরিপ কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১০টি প্রকল্পের উপকারভোগীদের বাছাই করেছি। জরিপ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক উপকারভোগীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাপকাঠিতে তাদের প্রচেষ্টা কতটুকু সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে আমরা তা জানার চেষ্টা করেছি।

তাঁরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পগুলো থেকে কী কারণে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁরা কীভাবে কী করছেন, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে কি না, খাদ্য তালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আছে কি না, নিজেরা কিংবা ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনদের পড়ালেখা করাতে পারছে কি না, বিনোদন লাভের সুযোগ হিসেবে টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার আছে কি না, ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ সুবিধা আছে কি না, স্বাবলম্বী হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে কি না এবং হয়রানি আছে কি না– এ বিষয়গুলো আমরা জানতে চেয়েছি এবং তারা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। প্রাপ্ত জরিপ থেকে পাওয়া ফলাফল নিম্নরূপ :

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	৮০%	০%	২০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	৭০%	৩০%	০%
লেখাপড়া	১০০%	০%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৮০%	০%	২০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ১০০%। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন এসেছে ৮০% উপকারভোগীর। তাঁরা প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছেন আগের তুলনায় একটু বেশি। ২০% উপকারভোগী আগেও পুষ্টিকর খাবার খেতেন এবং এখনো খাচ্ছেন। বাসস্থানের উন্নয়ন করতে পেরেছেন ৭০% উপকারভোগী। ৩০% উপকারভোগী পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করছেন। উপকারভোগীরা পরিবারের সদস্যদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন ১০০%। উপকারভোগীরা উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন ১০০% উপকারভোগী। ২০% উপকারভোগী মনে করেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অপরিবর্তিত রয়েছে। তারা কেউ হয়রানির শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি উপকারভোগীরা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা–৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	৬৬.৬৬%	০%	৩৩.৩৪%
বায়োগ্যাস প্লান্ট	১০০%	০%	০%
প্রশিক্ষণ	৯৫%	৫%	০%
জ্বালানি চাহিদা	১০০%	০%	০%
LPG এর উপর নির্ভরতা	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	১০০%	০%	০%
লেখাপড়া	১০০%	০%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ৬৬.৬৬% এবং আয় বাড়েনি ৩৩.৩৪% উপকারভোগীর। আগে যা ছিল সেরকমই রয়ে গেছে। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% উপকারভোগীর। তাঁরা আগে যা খেতেন এখন আরো বেশি পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছেন। তাঁদের বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। কেননা তাঁরা পৈর্তৃক বাড়ি কিংবা স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারতেছেন। ১০০% উপকারভোগীই যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে

পারছেন এবং যারা পূর্বে রান্নার কাজে LPG ব্যবহার করেছেন বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে ঐ সকল উপকারভোগী সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার বন্ধ হয়েছে । এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে শতভাগ। তাঁরা কেউ হয়রানির শিকার হোননি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি অধিকাংশ উপকারভোগী বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প- ২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	৮৫.৭১%	০%	১৪.২৯%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	০%	০%	১০০%
লেখাপড়া	১০০%	০%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ৮৫.৭১% এর এবং ১৪.২৯% আগে যা আয় করতেন এখনো সেরকমই রয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষিত ট্রেডে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন হয় উপকারভোগী হয়ে, না হয় অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% উপকারভোগীর। তাঁদের বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে, কেননা তাঁরা পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করছেন এবং নিজে বাড়ি তৈরি করার মতো সক্ষমতায় এখনো পৌছাননি। উপকারভোগীদের নিজেরাই এখনো শিক্ষার্থী, তাঁরা নিজেদের পড়ালেখার খরচ নিজেরাই বহন করছেন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের পড়ার খরচও দিচ্ছেন। ১০০% উপকারভোগী উন্নত চিকিৎসা এবং বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন। ১০০%

উপকারভোগীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা কেউ হয়রানির শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি উপকারভোগীরা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৬ জেলা) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

সারণি: মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	০%	০%	১০০%
লেখাপড়া	১০০%	০%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের আয় বেড়েছে ১০০%। তাঁদের কেউ কেউ এখনো ছাত্রজীবন শেষ করেননি, কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% ফ্রিল্যান্সারের। আগে যা খেত এখন আরো বেশি পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে। ১০০% ফ্রিল্যান্সারের বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। কেননা তাঁরা পৈর্তৃক বাসস্থানেই বসবাস করছেন। ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে যাঁরা এখনো শিক্ষার্থী তাঁরা নিজেদের পড়ার খরচ নিজেরা বহন করছেন এবং পরিবারের সদস্যদের পড়ালেখার খরচও বহন করছেন। দুটি অবস্থা মিলিয়ে এরকম প্রেক্ষাপট ১০০% করা হয়েছে। ১০০% ফ্রিল্যান্সার উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। তাঁদের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের হার ১০০%। বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম ১০০%। ১০০% ফ্রিল্যান্সারের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা কেউ হয়রানির শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	১৬%	০%	৮৪%
লেখাপড়া	১০০%	%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে আয় বেড়েছে ১০০%। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো পড়ালেখা করছেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আবার কেউ কেউ পড়ালেখা শেষ করে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। এটিকেই প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% ফ্রিল্যান্সারের। আগের থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খাচ্ছেন। ১৬% ফ্রিল্যান্সার বাসস্থানের উন্নয়ন করেছেন। তাঁরা ভাড়া বাসায় নিজের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন। ৮৪% ফ্রিল্যান্সারের বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। এর কারণ হলো তাঁরা এখনো পৈর্তৃক বাড়িতেই বসবাস করছেন। ভবিষ্যতে যখন নিজেদের প্রয়োজন হবে বা নিজের সংসার বড়ো হবে তখন বাড়ি করার পরিকল্পনা তাঁদের আছে। তাঁরা নিজেদের কিংবা পরিবারের সদস্যদের পড়ালেখার খরচ বহন করেছেন ১০০%। ১০০% ফ্রিল্যান্সার উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের হার ১০০%। ১০০% ফ্রিল্যান্সারের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা কেউ হয়রানি শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৬. ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	০%	০%	১০০%
লেখাপড়া	৬৭%	৩৩%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ১০০%। তাদের মধ্যে ১০০% উপকারভোগী প্রশিক্ষিত ট্রেডে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% উপকারভোগীর। এখন আরো বেশি পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছেন। ১০০% উপকারভোগীর বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। কেননা তাঁরা এখনো পৈর্তৃক বাড়িতে অবস্থান করছেন। ভবিষ্যতে বাড়ি করার পরিকল্পনা তাঁদের আছে। উপকারভোগীদের মধ্যে ৬৭% পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়ার খরচ বহন করছেন। বাকি ৩৩% উপকারভোগীর মধ্যে কেউ কেউ বিয়ে করেননি, কেউ কেউ বিয়ে করেছেন কিন্তু এখনো সন্তান হয়নি, কারো সন্তান স্কুলে যাওয়ার উপযোগী হয়নি। ১০০% উপকারভোগী উন্নত চিকিৎসা এবং বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন। ১০০% উপকারভোগীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা কেউ হয়রানির শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি উপকারভোগীরা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৭. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

সারণি: মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

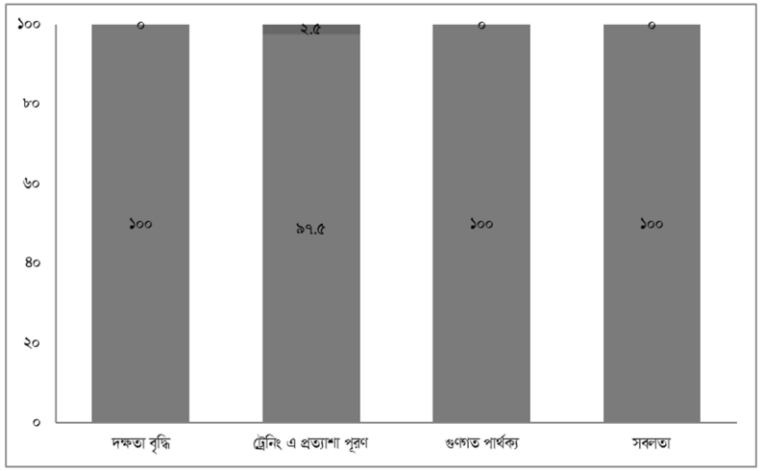

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ১০০% মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০০% উপকারভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর গুণগত পার্থক্য লক্ষ করেছেন। তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছেন প্রশিক্ষণ প্রদানকালে কিছু সীমাবদ্ধতা খেয়াল করেছেন। এর হার ২.৫%। এর কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, বিষয়ভিত্তিক ল্যাবের অভাব, প্রশিক্ষণের সময় অস্থায়ী ল্যাব ব্যবহার। কিছু প্রশিক্ষকের আরো দক্ষতার প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেন।

সামান্য কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও উপকারভোগীদের মানব সম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে 'কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প'।

৮. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised).

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	৯০.০৯%	০%	৯.৯১%
অন্য পেশার সাথে সম্পৃক্ততা	০%	৯০.০৯%	৯.৯১%
অনুদান গ্রহণ	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	০%	০%	১০০%
লেখাপড়া	৯৩%	৭%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ৯০.০৯% এবং ৯.৯১% উপকারভোগীর আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষিত ট্রেডে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। পাশাপাশি অন্য পেশার সাথে যুক্ত থাকার হার ৯.৯১%। প্রকল্প থেকে নির্বাচিত উপকারভোগীরা ২০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছেন। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% উপকারভোগীর। তাঁরা এখন ভালো খাবার খাচ্ছেন। ১০০% উপকারভোগীর বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। কেননা তাঁরা পৈতৃক কিংবা স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। ৯৩% উপকারভোগী সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাকি ৭% উপকারভোগীর সন্তান স্কুলে যাওয়ার উপযোগী হয়নি। ১০০% উপকারভোগী উন্নত চিকিৎসা এবং বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন। ১০০% উপকারভোগীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁরা কেউ হয়রানি শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি উপকারভোগীরা বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

৯. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar

সারণি : মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর উপর করা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল (শতকরা হারে) :

সূচক	হ্যাঁ	না	অপরিবর্তিত
আয় বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
খাদ্য তালিকার পরিবর্তন	১০০%	০%	০%
বাসস্থানের উন্নয়ন	০%	০%	১০০%
লেখাপড়া	৭৫%	২৫%	০%
উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১০০%	০%	০%
বিনোদন ব্যবস্থা	১০০%	০%	০%
বিদ্যুৎ ব্যবহার	১০০%	০%	০%
ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট ব্যবহার	১০০%	০%	০%
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১০০%	০%	০%
হয়রানি	০%	১০০%	০%

সারণি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত উপকারভোগীর মধ্যে আয় বেড়েছে ১০০%। তাঁদের মধ্যে ১০০% উপকারভোগী প্রশিক্ষিত ট্রেডে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। খাদ্য তালিকার পরিবর্তন হয়েছে ১০০% উপকারভোগীর। উপকারভোগীদের বাসস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। কেননা তাঁরা পৈর্তৃক বাড়িতে কিংবা স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। উপকারভোগীদের ২৫%-এর সন্তান স্কুলে যাওয়ার উপযোগী হয়নি, ৭৫%-এর সন্তানরা পড়ালেখা করছে। ১০০% উপকারভোগী উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছে এবং সকলেই বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে। ১০০% উপকারভোগীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা কেউ হয়রানি শিকার হয়নি। সারণি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, অধিকাংশ উপকারভোগীই বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক অবস্থানে আছেন।

কেস স্টাডি

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১.

মোঃ সাহারুল ইসলাম ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। ঠিকানা : ফরিঙ্গা, রোয়াইল ধামরাই, ঢাকা। তিনি ২০২১ সালে যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং নিজের আয় নিশ্চিত করা।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি একটি সবজির আড়তের সঙ্গে যুক্ত হোন। সবজি কিনে নিজস্ব গাড়ির মাধ্যমে সেগুলো ঢাকা শহরে সরবরাহ করেন। এভাবেই প্রশিক্ষণে অর্জিত ড্রাইভিং দক্ষতাকে ব্যবহার করে তিনি কর্মজীবনে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ আগের চেয়ে ভালো আছি। এখন আয় করতে পারছি, তাই জীবনযাত্রার মানও আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে।'

তিনি বর্তমানে পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করেন। একমাত্র সন্তান এখনো ছোটো হলেও ভবিষ্যতে তাঁর শিক্ষার প্রতি তিনি সচেতন আছেন। ঘরে টেলিভিশন রয়েছে এবং তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সপ্তাহের প্রতিদিনই মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ খাদ্য তালিকায় থাকে।

তিনি মনে করেন, এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে হয়তো তিনি কখনোই ড্রাইভিং শিখতে পারতেন না, আর সরকারি ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাওয়া সম্ভব হতো না। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হতো না। বর্তমানে তিনি এলাকায় একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হোন এবং আগের তুলনায় বেশি মর্যাদা পান।

সাহারুল ইসলাম বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন, তবে বাস্তব জীবনের কর্মসংস্থানে যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণই তাঁর সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে।

২.

মেহেদি হাসান জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলায়। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন মূলত গাড়ি চালানো শেখা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। তিনি বর্তমানে ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, এখন এই আয়ের মাধ্যমেই তিনি তাঁর মা-বাবা ও সন্তানকে নিয়ে সুন্দরভাবে সংসার চালাচ্ছেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছেন। সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকায় শুক্রবার গরুর মাংস রাখা হয় এবং

অন্যান্য দিনগুলোতে শাক-সবজি, মাছ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। কারো অসুস্থতা দেখা দিলে তিনি সাধ্যমতো সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেন।

মেহেদি হাসান বর্তমানে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উপার্জন করছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। তিনি বিবাহিত এবং আয় দিয়ে তার পুরো পরিবার পরিচালনা করছেন।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কারণ তাদের দেওয়া প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্সের সুযোগের মাধ্যমেই মেহেদি হাসানের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

৩.

রাসেদ জাভেদ জন্মগ্রহণ করেছেন মুন্সীগঞ্জ জেলায়। একজন কর্মপ্রত্যাশী যুব হিসেবে জীবনের কঠিন বাস্তবতায় তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রশিক্ষণ ছাড়া জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এক বড়ো ভাইয়ের পরামর্শে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। শুরু থেকেই এই প্রশিক্ষণের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁর জীবনে বড়ো পরিবর্তন আসে। বিদেশে চাকরির সুযোগ পান, যেখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকায় তাঁর কাজ পেতে সহজ হয়েছে।

বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরে কর্মরত এবং সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে দেশে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন। তাঁর পরিবার এখন কিছুটা হলেও সচ্ছল এবং ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে। তিনি মনে করেন, যদি এই প্রশিক্ষণ না নিতেন তাহলে বিদেশে এই কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো না।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কেননা, এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেশের অনেক কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর ভাগ্য বদলে দিতে পারে, যেমনটা তাঁর নিজের ক্ষেত্রে হয়েছে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা– ৩য় পর্যায় (প্রথম সংশোধিত)

১.

আবদুল বারী জন্মগ্রহণ করেছেন নওগাঁ জেলায়। ঠিকানা : করমুডাঙ্গা, সাপাহার, নওগাঁ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের খামারের গরু কীভাবে সঠিকভাবে মোটাতাজা করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান ও পরামর্শ পাওয়া। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজেই বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেন এবং তা দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

বায়োগ্যাস প্লান্ট করার জন্য তিনি ঋণ সহায়তা পেয়েছিলেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন। রান্নার জন্য তাঁদের খড়ি বা কাঠ

সংগ্রহ করতে হচ্ছে না। পরিবারের নারী সদস্যদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়েছে। আগের মতো আর হাড়ি-পাতিলে কালি পড়ে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সহজ হয়েছে এবং সময় সাশ্রয় হচ্ছে।

গরুর খামার আগে ছোটো পরিসরে ছিল, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বড়ো করেছেন। আগে তাঁরা খড়ি ব্যবহার করে রান্না করতেন, এখন বায়োগ্যাসেই পুরো পরিবারের রান্নার কাজ সারছেন। তাঁদের স্থাপিত প্লান্টটি বড়ো না হলেও পরিবারের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। এতে তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তিনি উপকৃত হয়েছেন। বায়োগ্যাস ব্যবহারে গোবর অপচয় না হয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা তাঁর খামারে কাজে লাগছে।

এই প্রশিক্ষণ আব্দুল বারীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে এবং একটি পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার পথ উন্মুক্ত করেছে।

২.

শুক্লা শাহা জন্মগ্রহণ করেছেন মানিকগঞ্জ জেলায়। ঠিকানা : আঙরপাড়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ। ঈশানিয়া ক্যাট ফার্মের উদ্যোক্তা। ফার্ম পরিচালনার পাশাপাশি তিনি ফার্মটিকে পরিবেশবান্ধব রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইমপ্যাক্ট প্রকল্প থেকে বায়োগ্যাস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং তাঁর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী একজন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। তাদের মাধ্যমে তিনি বায়োগ্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন বিধায় নিজ খামারে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেন।

প্রশিক্ষণের পর তিনি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেন, যার ফলে গ্যাস উৎপাদন, দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ এবং জৈবসার– এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা তিনি লাভ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'সবচেয়ে বড়ো কথা, এলাকার মানুষ এখন আর গন্ধ নিয়ে অভিযোগ করে না।' তাঁর ফার্মে বর্তমানে ২২টি গরু রয়েছে, যার মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করে তিনি ৮টি বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করছেন।

শুধু আয়-ই নয়, এই উদ্যোগের ফলে তাঁর পরিবারের মাসিক গ্যাস খরচ সাশ্রয় হচ্ছে প্রায় ৬ হাজার টাকা। অন্যদিকে যেসব পরিবার তাঁর কাছ থেকে গ্যাস কিনছে, তাঁরা আগে যেখানে মাসে ২৪০০-২৫০০ টাকা খরচ করত, এখন মাত্র এক হাজার টাকাতেই গ্যাস পাচ্ছে। আগে রান্নার জন্য শুকনো গাছের পাতা ব্যবহার করতে হতো, কিন্তু এখন বায়োগ্যাসের মাধ্যমে রান্না সহজ ও স্বাস্থ্যকর হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় এ উদ্যোগের বড়ো অবদান রয়েছে। দুর্গন্ধহীন পরিবেশ এবং জৈবসার ব্যবহারের ফলে তাঁর ফার্ম এলাকায় পরিবেশ অনেক উন্নত হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই ধরনের উদ্যোগ যদি গ্রামের প্রতিটি পরিবার গ্রহণ করে তাহলে এটি হবে টেকসই উন্নয়নের পথ। তবে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে সচেতন করা।

বায়োগ্যাস এটি একটি নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি।

প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকেরা অত্যন্ত ভালোভাবে আমাদের গাইড করেছেন।' যদিও তিনি ঋণ গ্রহণ করেননি তবুও প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ তাঁর প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই উদ্যোগ তাঁর জীবনের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে। তিনি পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের পরিবারের জ্বালানির চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি অন্য জনের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে পেরে তিনি ভীষন খুশি।

৩.

মোঃ আব্দুল হক জন্মগ্রহণ করেছেন টাঙ্গাইল জেলায়। ঠিকানা : গ্রাম : শুভ্যল্লা, উপজেলা : মির্জাপুর। তিনি জ্বালানি সমস্যার সমাধান এবং নিজ খামার থেকে পাওয়া গোবরের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজ খামারে উৎপাদিত গোবর থেকে গ্যাস উৎপাদন করে রান্নার কাজে ব্যবহার করছেন। ফলে এখন আর লাকড়ি বা গ্যাস সিলিন্ডার কেনার প্রয়োজন হয় না, এতে তার পরিবারে অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে এবং ঘরোয়া জীবনও সহজ হয়েছে।

তার বাড়িতে এখন দুটি চুলা বায়োগ্যাসে চলে এবং পুরো পরিবারের রান্নার কাজ এই গ্যাসেই সম্পন্ন হয়। যদিও তিনি অন্য কাউকে গ্যাস সরবরাহ করতে পারেননি, কারণ তার আশেপাশে অন্য বসতি নেই, তবুও তার হিসাব অনুযায়ী প্রতি মাসে গড়ে ৪,০০০ টাকা তাঁর সাশ্রয় হচ্ছে।

আবদুল হকের খামারে ২০-২৫টি গরু রয়েছে এবং তার জমিতে চাষাবাদ হয়। গোবর থেকে গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট স্লারী জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে তিনি সফলভাবে ফসল ফলিয়েছেন। চলতি মৌসুমে তিনি ৫০০-৬০০ মণ ধান পেয়েছেন, যা তার কৃষিকাজে এই প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবই তুলে ধরে।

যদিও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সরাসরি বড়ো ধরনের সহযোগিতা পাননি, তবে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের সময় ইমপ্যাক্ট প্রকল্প থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ারসহ অনেকে এসে সব কিছু করে দিয়ে যান, যা' তাকে অনেক সহযোগিতা করেছে।

আবদুল হক মনে করেন, বায়োগ্যাস সিলিন্ডারের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এতে বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেই। তার মতে, বায়োগ্যাস শুধু পরিবেশবান্ধব নয়, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ীও। ভবিষ্যতে অন্যদের কাছে গ্যাস সরবরাহ করতে পারলে তা আয়ের একটি ভালো উৎস হতে পারে।

তিনি প্রশিক্ষণের পরিবেশ নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং বলেন, তিনি ১০০% সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রকল্পের মাধ্যমে লাভবান হওয়ায় তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগকে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করেন।

টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প– ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

১.

মোঃ সফিকুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন সুনামগঞ্জ। ঠিকানা: দা: বাগবাড়ী, ছাতক, সুনামগঞ্জ। তিনি কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি কম্পিউটারের দোকান দিয়েছেন এবং নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। কেবল নিজের কর্মসংস্থান করেছেন তা নয়, আরো দুজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা আয় করছেন তা দিয়ে সচ্ছলতার সাথে পরিবার চালাতে পারছেন। তাঁর আয় দিয়েই পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

বেকারত্ব ঘুচিয়ে নিজে একটি দোকান দিতে পেরেছেন বিধায় সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে।

তিনি প্রশিক্ষণে যা শিখেছিলেন সেই শেখা জ্ঞান তাঁর দোকানে প্রয়োগ করেছেন এবং বর্তমানে অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে কাজ করছেন। উপার্জিত টাকায় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পাচ্ছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ফ্রি-তে কাজ শিখিয়েছে এবং তিনি এখন আয় করতে পারছেন, এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

২.

মোঃ রফিউল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহ জেলায়। ঠিকানা: হোসেনপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। কম্পিউটার বিষয়ে ধারণা নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। রবিউল পেশাগত জীবনে প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করে মাসে ২০ হাজার টাকার বেশি আয় করছেন। পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন এবং সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করছেন। পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছেন।

কর্মপ্রত্যাশী জীবন ও কর্মরত অবস্থার মধ্যে তিনি জীবনযাত্রার মানের মধ্যে পার্থক্য খেয়াল করেছেন।

এখন তাঁর জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। আগে বাবার উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এখন নিজের উপার্জনে পরিবারকে সহায়তা করছেন।

তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। এলাকার মানুষ এখন তাঁকে অন্যরকম সম্মানের চোখে দেখে।

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে দাওয়াত দেয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাঁর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং অধিদপ্তর রফিউল ইসলামকে আয়ের পথ দেখিয়েছে, এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

৩.

রোবায়েদ ইসলাম শান্ত জন্মগ্রহণ করেছেন কিশোরগঞ্জ জেলায়। ঠিকানা: পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একটি কম্পিউটারের দোকান দিবে, যেখানে চাকরির আবেদন, স্কুল-কলেজে ভর্তি ও অনলাইনে বিভিন্ন ফর্ম পূরণসহ নানা ধরনের সেবা দিতে পারবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একটি ব্যবসা দাঁড় করাতে পেরেছেন এবং এ লক্ষ্য পূরণ করেছেন।

পরিবারের মাসিক খরচের জন্য উপার্জনের ভালো অংশ খরচ করেন।

প্রশিক্ষণ নিয়ে দোকান দিয়েছেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে তাঁর জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসা চালাচ্ছেন। কর্মপ্রত্যাশী থাকা অবস্থায় অযথা সময় নষ্ট করতেন। এখন কাজ করছেন এবং আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে। তাঁরা দোকানে আসে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

এলাকার মানুষ তাঁকে মূল্যায়ন করে। দোকান মালিক তাঁকে বিশ্বাস করে সিকিউরিটি মানি কম রেখে দোকান ভাড়া দিয়েছে। আশেপাশের মানুষ তাঁকে ভালো চোখে দেখে।

রোবায়েত ইসলাম শান্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যা শিখেছেন তা বাইরে থেকে শিখলে বেশি খরচে শিখতে হতো। অধিদপ্তর শিখিয়েছে বিনামূল্যে এবং সাথে ভাতাও দিয়েছে। তাদের সহযোগিতায় তিনি নিজেকে দক্ষ করতে পেরেছেন।

৪.

মোঃ রাহাত শেখ জন্মগ্রহণ করেছেন মুন্সীগঞ্জ জেলায়। ঠিকানা : টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ। তিনি যখন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তখন অনার্স শেষ করে কর্মপ্রত্যাশী ছিলেন। কোনো পেশার সাথে জড়িত ছিলেন না বিধায় তাঁর কাজের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার খুবই প্রয়োজনীয় এবং এর উপর দক্ষ ব্যক্তির চাহিদা বেশি। তাই কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে টেকাব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ এলে তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পেরেছেন। নিজে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন। সব খরচ বাদেও বেশ ভালো আয় থাকে। উপজেলা সদর এলাকায় থাকার কারণে খরচ কিছুটা বেশি, তারপরও দোকান ভাড়া ও কর্মচারীর বেতন দিয়ে ভালোভাবে সংসার চালাতে পারছেন।

এখন তাঁর জীবনযাত্রার মানে বেশ পরিবর্তন এসেছে। আগে তেমন কোনো আয় ছিল না বিধায় সংসার চালানো কঠিন ছিল। এখন উপার্জন করছেন। ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সামাজিকভাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

তিনি আগে টিউশনি করতেন কিন্তু টিউশনির আয়ে সংসারের যাবতীয় খরচ মেটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছেন।

রাহাত শেখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি শতভাগ কৃতজ্ঞ। কারণ, তাদের সহযোগিতায় তাঁর কর্মসংস্থান হয়েছে।

৫.

মোঃ তরিকুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন টাঙ্গাইল জেলায়। ঠিকানা: ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। কম্পিউটার বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞান লাভ, ঋণ গ্রহণের সুযোগ ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্য তিনি পূরণ করেছেন। ফলে তাঁর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দোকানও আধুনিকায়ন করেছেন।

আগের তুলনায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। তিনি মনে করেন, 'যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়ন করে এবং মর্যাদা দেয়।' মধ্যবিত্ত পরিবারের যে চাহিদা ও রেওয়াজ তা তিনি বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করতে পারছেন বিধায় অধিদপ্তরের প্রতি তরিকুল ইসলাম কৃতজ্ঞ।

৬.

মোঃ মহিবুল্লাহ মেহেদী জন্মগ্রহণ করেছেন গাইবান্ধা জেলায়। ঠিকানা: সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। তিনি তখন কর্মপ্রত্যাশী ছিলেন এবং চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চাকরির সংকট থাকায় তিনি নিজের দক্ষতা বাড়াতে এবং স্বাবলম্বী হতে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আরো চিন্তা করেছেন যে, বর্তমান সময়ে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়, তাই এ বিষয়ে দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। বেসরকারিভাবে প্রশিক্ষণ নিতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয় এবং দূরে গিয়েও থাকতে হয়, যা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে কম্পিউটার বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। টেকাব প্রকল্পের প্রশিক্ষণ তাঁকে নতুন পথ দেখিয়েছে। দুই মাসের এ কোর্সে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থেকে মনোযোগের সাথে শেখার চেষ্টা করেছেন।

প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি একটি কম্পিউটার, প্রিন্টার ও লেমিনেটিং মেশিন কিনে দোকান দিয়েছেন। এখন তিনি বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার সম্পর্কিত কাজ করতে পারেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নির্বাচন অফিসের ডাটা এন্ট্রি পদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে লিখিত, ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষা– সবগুলো ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ প্রশিক্ষণ না থাকলে হয়তো আজ এই অবস্থানে তিনি পৌঁছতে পারতেন না।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন এবং একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। বর্তমানে তাঁর অধীনে একজন কর্মীও কাজ করছে।

আগে যখন তিনি কর্মপ্রত্যাশী ছিলেন তখন তাঁকে কেউ তেমন গুরুত্ব দিত না। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পর সবাই তাঁকে সম্মান করে। সাধারণ চায়ের

দোকানেও গেলে মানুষ তাঁকে সমীহ করে কথা বলে। তিনি মনে করেন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়াই এই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহায়তায় মহিবুল্লাহ মেহেদী স্বাবলম্বী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)

১.

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন গোপালগঞ্জ জেলায়। ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার উদ্দেশ্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমেই তাঁর কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি বিদেশে বায়ারদের সাথে কাজ করে ডলার আয় করছেন। গড় হিসাবে মাসে ৩০০ ডলার আয় হয়।

এ উপার্জন থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। জীবিকা নির্বাহ করছেন। এর ফলে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। তিনি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত আছেন বিধায় সমাজে তাঁর অবস্থান আরো শক্ত হয়েছে।

আগে তিনি কর্মপ্রত্যাশী ছিলেন বলে মা-বাবা তাঁকে বকতেন। এখন আর বকেন না। সাখাওয়াত কর্মে নিযুক্ত আছেন জেনে প্রতিবেশীদের আচরণ আরো বন্ধুসুলভ হয়েছে। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা এখন আন্তরিকতার সাথে কথা বলেন।

এখন তাঁর জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন এসেছে। আগে অগোছালো ছিলেন, নির্দিষ্ট আয় ও লক্ষ্য ছিল না। এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন এবং আয়ও পরিকল্পিতভাবে বাড়াচ্ছেন।

বদলে গেছে তাঁর জীবনধারা। আগের তুলনায় সব কিছুতেই উন্নতি হয়েছে। এখন নিজের ইচ্ছে মতো আয় ও খরচ করতে পারছেন।

২.

মোঃ আবদুল্লাহ শেখ জন্মগ্রহণ করেছেন নড়াইল জেলায়। গ্রাম : বোয়াখালি, থানা : নড়াইল সদর। তিনি ভালোভাবে উপার্জন করার লক্ষ্যেই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। আশেপাশের সবাই যখন স্বাবলম্বী হচ্ছিলেন তখন তাঁরও ইচ্ছে হয়েছিল পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে দক্ষতা অর্জন করে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার। এ চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন। তিনি লোকাল মার্কেটে এজেন্সির হয়ে কাজ করছেন। তিনি উইকিপিডিয়া ও প্রোফাইল সাবমিশনের কাজ করছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং বদলেছে তাঁর জীবনযাত্রার মানও। তিনি আগে ঘোরাঘুরি করে অহেতুক সময় নষ্ট করতেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের আগে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে ছিল ঝামেলাপূর্ণ। এখন ঘরে বসে আরামে কাজ করতে পারছেন। বাইরে কাজ করতে

যাওয়ার যে ঝামেলা তা এখন আর নেই। তাঁর যে অর্থনৈতিক ঘাটতি ছিল তা ধীরে ধীরে পূরণ করছেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় সময় ঋণ করে ল্যাপটপ কিনেছিলেন। ইনকামের পরে সেই ঋণ পরিশোধ করেছেন, স্মার্ট ফোন কিনেছেন এবং পিসিও কিনেছেন। বর্তমানে জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় থেকে মেটাতে পারছেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। তাদের খাওয়া, বাজার, ওষুধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে তিনি টাকার যোগান দেন। তাঁর সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। আগে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতে গিয়ে মানুষের নানা কথা শুনতে হতো। এখন আর সেই ঝামেলা নেই, তাই ফ্রিল্যান্সিংকে মর্যাদার কাজ মনে করছেন।

পাড়া-প্রতিবেশীরা জানে যে, তিনি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আয় করছেন, ফলে তারা প্রশংসা করে। মা-বাবা তাঁর এ কাজে উৎসাহ যুগিয়ে আসছে।

আবদুল্লাহ শেখ যখন এ কাজ শুরু করেছিল তখন আয় কম ছিল এবং তাঁর হতাশা কাজ করত। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধরে কাজ চালিয়ে গেছেন। এখন আগের তুলনায় ভালো আয় করছেন এবং আর কোনো আফসোস কিংবা হতাশা নেই।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা তাদের মাধ্যমেই প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি আয় শুরু করতে পেরেছেন।

৩.

অমিত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছেন নড়াইল জেলায়। গ্রাম : দীঘলিয়া, থানা : লোহাগড়া। পড়ালেখা শেষ করে চাকরি পাবেন কি না এ অনিশ্চয়তা কাটাতে তিনি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁর এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। কেননা তিনি এখন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অর্থ উপার্জন করছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের এসইও পদ্ধতিতে তিনি এজেন্সির মাধ্যমে লোকাল মার্কেটে কাজ করছেন। গড় হিসাবে প্রতি মাসে তিনি ৩০ হাজার টাকা আয় করছেন। উপার্জিত অর্থে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে বলেই কিছু করতে পারছে। জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন।

অমিত বিশ্বাস অন্যকেও কাজ শেখাচ্ছেন এবং এজেন্সির মাধ্যমে তাদের কাজ দিচ্ছেন।

দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

১.

মোঃ রফিকুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলায়। গ্রাম: জলখড়ি (জালকুড়ি), থানা: সিদ্ধিরগঞ্জ। তিনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যেই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। তিনি ফ্রিল্যান্সিং জগতে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। বর্তমানে তিনি প্রতি মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা উপার্জন করছেন। নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

তিনি মনে করেন ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় ধৈর্য্যের উপর নির্ভর করে। কেননা এ খাতে প্রচুর প্রতিযোগিতা। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার ফ্রিল্যান্সারদের সাথেও তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হয়। নতুনদের জন্য কাজ পাওয়া খুবই কঠিন। তবে লেগে থাকলে একসময় কাজ পাওয়া সম্ভব হয়। তিনি উপার্জিত অর্থ নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছেন এবং ছোটো ভাইকে তাঁর কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। এখন তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। ধীরে ধীরে মানুষ ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছে। যারা বোঝে, তারা সম্মান ও স্বীকৃতি দিচ্ছে। তবে স্থিতিশীল পেশা ছেড়ে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ায় অনেকেই নেতিবাচকভাবে দেখেছিল। তিনি মনে করেন এটি সরকারের একটি চমৎকার উদ্যোগ। এজন্য তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা অধিদপ্তর তাঁদের জন্য দারুণ এক সুযোগ দিয়েছে। দেশের ৬৪ জেলায় এই প্রশিক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক জেলায় ১০ জনও যদি ফ্রিল্যান্সিং শেখে, তাহলে তারাও অন্যদের শেখাতে পারবে। কর্মসংস্থানের বড়ো বাজার তৈরি হবে।

২.

মোঃ ফাহাদ হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন পাবনা জেলায়। গ্রাম: শালগাড়িয়া, থানা: পাবনা সদর। তিনি বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়তে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছেন। ফ্রিল্যান্সিং ব্যবসার মতো কোনো পেশা নয় যে, টাকা বিনিয়োগ করলেই আয় হবে। এখানে দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং ধৈর্য ধরে কাজ করলেই আয় করা সম্ভব।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন পাবনা জেলা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ফাহাদ প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের শেখানো বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করছেন এবং সেগুলো ব্যবহার করে আয়ও করছেন। শুরুতে অল্প অর্ডার পেলেও এখন অর্ডর বেশি পাচ্ছেন। তাই আয়ও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি

পাওয়ায় পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারছে। ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ায় এ কাজেই তিনি নিজেকে আরো বেশি দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর উপার্জিত অর্থে পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচ মিটছে।

তাঁর সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। তিনি মনে করেন বাংলাদেশি টাকার তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা বেশি সম্মানের। বর্তমানে তিনি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আয় করছেন তা চারপাশের মানুষ জানে এবং তাঁকে গুরুত্ব দেয়। যাঁরা কাজের সন্ধান করছে তাঁরা ফাহাদের নিকট জানতে চায় কীভাবে এ কাজে যুক্ত হওয়া যায়। তখন তিনি তাঁদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং উৎসাহিত করেন।

ফাহাদ ডলার আয় করছেন গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং ওয়েব ডিজাইনের মাধ্যমে। তিনি মনে করেন ফ্রিল্যান্সিং করতে চাইলে বসে থাকলে চলবে না, ঝুঁকি উতরাতে হলে নিয়মিত পরিশ্রম, ধৈর্য ও বায়ার হান্টিংয়ের মাধ্যমে এগোতে হয়। চ্যালেঞ্জ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরে বেশি সময় অনলাইনে সক্রিয় থাকতে পারলে বায়ার তাকেই নক করবে। ডিভাইসে মার্কেটপ্লেসের অ্যাপ কিছু সময় পর পর রিফ্রেশ করে সক্রিয় থাকতে হবে।

৩.

উসমান গণি সাগর জন্মগ্রহণ করেছেন কক্সবাজার জেলায়। গ্রাম: সিগনিপাড়া, থানা: মহেশখালী। তিনি কাজ করছেন ডিজিটাল মার্কেটিং, ইউটিউব SEO এবং ওয়েবসাইট SEO মাধ্যমে। এছাড়া ফেসবুক পেজ তৈরি এবং বুস্টিংও করে থাকেন।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন কক্সবাজার জেলা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। এ লক্ষ্য পূরণে কিছুটা এগিয়ে গেছেন। গড় হিসাবে তাঁর মাসিক আয় ৩০-৩৫,০০০ টাকা। তাঁর আয় পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপার্জিত অর্থে ল্যাপটপ, পিসি সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস ক্রয় করেছেন। ভাই-বোনের পড়াশোনার খরচও বহন করছেন। নিজের এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদাপূরণে এ অর্থ ব্যয় করছেন।

তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। সহপাঠীরা তাঁকে গুরুত্ব দেয়। অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে ওসমানের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। তিনি তাঁদের সাহায্য করেন এবং স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছেন। নিজে এজেন্সি খুলে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে চান এবং তখন নিজেকে শতভাগ সন্তুষ্ট মনে করবেন।

ওসমান গণি সাগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অনেক কর্মপ্রত্যাশী যুব কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং তিনি নিজেও এ পথের যাত্রী।

৪.

নূর হোসেন মৃধার জন্মগ্রহণ করেছেন পটুয়াখালী জেলায়। ঠিকানা : পুরাতন হাসপাতাল রোড, পটুয়াখালী সদর। তাঁর কাজের ধরন হচ্ছে বুক ফরমেটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন। প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছেন এবং অর্থ উপার্জন করছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ে আয় সব সময় একই থাকে না। হেরফের হয়। তারপরও গড় হিসাবে মাসিক সম্মানজনক আয় তিনি করে থাকেন। তিনি আর্থিকভাবে উন্নতি করেছেন। তিনি পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। সন্তানের পড়ালেখার খরচ দিচ্ছেন। বাড়িতে টেলিভিশন আছে।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন পটুয়াখালী জেলা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রথম দিকে প্রজেক্ট বিড ও ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করতে তাঁর সমস্যা হতো। বর্তমানে সবকিছুই আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

নুর হোসেন মৃধা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা অধিদপ্তরের জন্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এখন আয় করতে পারছেন।

৫.

মোঃ আজগর আলী জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। গ্রাম: চুলা, থানা: কেশবপুর। ফ্রিল্যান্সিং ভালোভাবে শিখে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যেই তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাঁর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। প্রথমত, তাঁর বেকারত্ব দূর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নিজের খরচ চালানোর পাশাপাশি পরিবারের খরচও বহন করছেন। চাকরির পরিবর্তে ফ্রিল্যান্সিং তাঁর জন্য দারুণ সুযোগ হিসেবে এসেছে। গড় হিসাবে প্রতি মাসে ১০-৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাঁর আয় হয়। তিনি চারজন কর্মপ্রত্যাশীর কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সাথে আরো চারজন কাজ করছে। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন যশোর জেলা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। চাকরির প্রতি আগ্রহ থাকলেও চাকরির বাজার কঠিন হওয়ায় তিনি ফ্রিল্যান্সিং উপভোগ করছেন। এ পেশাকে সম্মানও করেন।

কর্ম করছেন বিধায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। কর্মপ্রত্যাশী থাকাকালে সমাজের মানুষ তাঁকে অনেক কথাই বলত। কর্মসংস্থানের পর সবাই সুনাম করছে। এলাকার অনুষ্ঠানে তাঁকে দাওয়াত দেয়।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারছেন এবং আয় হচ্ছে।

৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

১.

মোঃ হুজাইফা জন্মগ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহ জেলায়। ঠিকানা : গলগন্ডা বন্দের বাড়ি, আমিন বাজার, সদর। তিনি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনের উপর দক্ষতা লাভ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা লাভে সক্ষম হয়েছেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করতে পারছেন। ফলে পরিবার তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

বর্তমানে তিনি নতুন কর্মীদের কাজ শেখাচ্ছেন। ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন। দরিদ্রতা দূর করতে পেরেছেন। পরিবার ও এলাকার মানুষ তাঁকে মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে, তা দেখে অনেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। মোঃ হুজাইফা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তিনি দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে উঠেছেন এবং কর্মপ্রত্যাশী থেকে কর্মজীবী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

২.

মোঃ আজগর আলী জন্মগ্রহণ করেছেন যশোর জেলায়। চাকরি করার অনিচ্ছা থাকায় হাতে-কলমে শিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন। আগে তাঁকে বাইরে বাইরে কাজ করতে হতো। দূরে বা কাছে যেকোনো জায়গায় যেতে হতো কাজের প্রয়োজনে। এখন নিজের অফিসে বসেন। তাঁর কর্মীরা কাজ করে। তিনি নির্দেশনা দেন। বাইরে দৌড়াদৌড়ির ঝামেলা নেই। এখান থেকে যা আয় করছেন তা দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছেন। পছন্দ মতো খরচ করতে পাচ্ছেন। সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। কেউ অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দিচ্ছেন। ব্যবসায় আয় বেড়েছে। তাঁর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের সাথে সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। এলাকার মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দাওয়াত দেয়। আজগরকে কোনো হয়রানি করে না। তিনি কাজ ভালো করেন বিধায় এলাকার মানুষ তাঁকে আগের চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করেন। ইলেকট্রিক লাইনের কোনো সমস্যা হলে গ্রামের মানুষ তাঁর কাছে আসে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায় দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজের কর্মসংস্থানের সাথে আরো অনেকের কর্মের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তাই আজগর আলী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

৩.

শান্তনু বৈরাগী জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনা জেলায়। ঠিকানা : বি/৩, ময়লাপোতা, খুলনা সদর। তিনি বেকারত্ব সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে শান্তনু কম্পিউটার ব্যবসায় যুক্ত আছেন। যুব উন্নয়ন থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। এখন তাঁর ব্যবসায় ভালো চলছে।

তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে তাঁর ব্যবসায় থেকে সব খরচ বাদ দিয়ে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ টাকার মতো আয় হয়।

তিনি তাঁর পরিবারের সকল প্রকারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদাও পূরণ করছেন। সকল সদস্যদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন।

তাঁর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হয়েছে। ব্যবসায় স্বাধীনতা ভোগ করছেন। চাকরি করলে অন্যের অধীনে কাজ করতে হতো, তিনি এ ধরনের অধীনস্ততা থেকে মুক্ত। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি আছে, আবার স্বাধীনতাও আছে বিধায় নিজের পরিবারকে সময় দিতে পারেন।

তাঁর সামাজিক মর্যাদা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক আসা-যাওয়া করে এবং সকলেই তাঁকে সম্মান করে। তাঁর প্রায় ৩০০-৪০০ এর মতো গ্রাহক রয়েছে, তারা সকলে তাঁকে কম বেশি সবাই সম্মান করে। তিনি যেখানে কাজ করেন সেখানে সবাই তাঁকে সম্মান করে।

এলাকার পরিচিতরা তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে দাওয়াত করে।

আগে কর্মপ্রত্যাশী ছিলেন এবং জীবন ছিল হতাশার। এখন কর্মপ্রত্যাশী নেই, ব্যবসায় করে আনন্দে জীবন কাটাচ্ছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিঃস্বার্থভাবে প্রশিক্ষণ করায় এবং প্রশিক্ষণ শেষে ঋণের ব্যবস্থাও করে দেয় বিধায় অধিদপ্তরের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

৪.

মোঃ ইমাম হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলায়। ঠিকানা : পুরান বাড়ি, সরদার পাড়া, উত্তর সাগরদী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন। দক্ষ টেকনিশিয়ান হয়ে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যেই তিনি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে অন্যের কাজ দেখে যতটুকু শিখেছিলেন ততটুকুই জানতেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আগের চেয়ে আরো বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। আগে যেসব নাম জানতেন না বা ভুল নাম জানতেন সেগুলো শুদ্ধ করে জেনেছেন। এখন নিজেই প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে নিজে কাজ করেন এবং সাথে অন্যদেরও কর্মের ব্যবস্থা করেছেন।

সব খরচ বাদে তাঁর মাসে প্রায় ২৫,০০০ টাকা আয় হচ্ছে। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষমতা লাভ করার সাথে নিজের জীবনযাত্রার মানেরও

পরিবর্তন করেছেন। আগে আমি অন্যের অধীনে একটা সার্ভিস সেন্টারে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন, এখন নিজের প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। তাঁর সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। আগে অন্যের অধীনে কাজ করতেন বিধায় নানা ধরনের কথা শুনতে হতো। বর্তমানে তা আর হচ্ছে না। এছাড়া তাঁর তত্ত্বাবধানে যারা কাজ করছে তারা সম্মান দিচ্ছে। এছাড়া অনেকে কাজের জন্য আগ্রহী। তিনি তাদের জন্য চেষ্টা করছেন।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা অধিদপ্তর তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। বিভিন্ন টুলস্‌ের আধুনিক নামগুলো তিনি আয়ও করতে পেরেছেন।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

১.

মোঃ গজনবী খান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৫) হিসেবে কর্মরত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মূলত একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, সেটি হলো যুব উন্নয়ন একাডেমি। এটি বিপিএটিসির আদলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না, শুধু যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একজন কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে কাজের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রেক্ষিতেই তিনি যুব উন্নয়ন একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং সেখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞান অর্জনের কোনো শেষ নেই। কর্মকর্তারা সাধারণত একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরিতে প্রবেশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর বাস্তবিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য অনেক। মাঠ পর্যায়ের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা ও তা সমাধানের কৌশল শেখার জন্য কর্মকর্তারা যুব উন্নয়ন একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফিল্ডে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন– যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, আধুনিক ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সমাধান কীভাবে করা যায়, তা নিয়েই এই প্রশিক্ষণের মডিউল সাজানো হয়েছে। এজন্য এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বিসিএস ক্যাডাররা যেমন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ঠিক তেমনই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ সুযোগ না থাকায় যুব উন্নয়ন একাডেমি তাঁদের জন্য এ সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের আচরণগত পরিবর্তন এবং বাস্তব জ্ঞানের উন্নয়ন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজের পেশাগত জীবনে পরিবর্তন খেয়াল করেছেন এবং বলেন, 'জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যখন কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রমে কাজ করেছি তখন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল। এখন সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছি, যেখানে মূলত

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণ নিয়ে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান ও কৌশল আমাকে যুবদের সমস্যা সমাধানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে এবং নীতি-নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধকে আরো জোরদার করেছে।'

তিনি তাঁর চারপাশের পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণ থেকে যা পেয়েছেন তাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। প্রশিক্ষণ থেকে কী কী শিখবেন তা ঘিরে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল বাস্তবে প্রায় সমান সমানই পেয়েছেন।

প্রশিক্ষণে শেখার বিষয়বস্তু নির্ধারিত কারিকুলাম ও সময়ের ওপর নির্ভর করে। প্রশিক্ষণ হতে পারে ৫, ৭, ১৫ দিন বা দুই মাস মেয়াদি। এই নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে তাঁর মতে, 'প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সন বা প্রশিক্ষক নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোনো একজনকে ক্লাসে বসিয়ে দিলাম আর ক্লাস হলো, এটা ঠিক না। তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়া কারিকুলাম আরো যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী করা প্রয়োজন, যাতে অংশগ্রহণকারীরা সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করতে পারে।'

প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগে অনেক বিষয়েই তিনি জানতেন না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন অনেক কিছু শিখেছেন এবং চেষ্টা করেছেন বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে। প্রশিক্ষণ তাঁর পেশাগত দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, নীতি-নৈতিকতা শিখায়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনে এবং চলার পথকে সহজ করে তোলে। তবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে এর কোনো মূল্য থাকে না। তাই গজনবী খান সবসময় চেষ্টা করেন শিখে আসা বিষয়গুলো কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে।

২.

মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে। তাঁরা নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অফিসের কাজ আরো দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার লক্ষ্যে। অফিসিয়াল প্রশিক্ষণগুলো অফিসের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, 'প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। অফিসের বিভিন্ন কাজ ও স্টাফদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বেশ কাজে লেগেছে।'

যুব উন্নয়ন একাডেমিতে যে প্রশিক্ষণগুলো হয় তা সাধারণত ১-৮ সপ্তাহ মেয়াদি হয়ে থাকে। কম্পিউটার অপারেটরদের জন্য ২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণগুলোর বেশিরভাগই দিকনির্দেশনামূলক ও কম্পিউটার শেখানোর উপর ভিত্তি করে। তাই এ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের যথেষ্ট উপকারে এসেছে। মোঃ রফিকুল ইসলামও উপকৃত হয়েছেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাঁর দক্ষতা অনেক বেড়েছে। প্রশিক্ষণের সময় তাঁরা সরাসরি অংশ নেন, যা দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'আগে কম্পিউটার বিষয়ে তেমন ধারণা ছিল না, এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারছি এবং স্টাফদেরও নির্দেশনা দিতে পারছি।'

তিনি ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণসহ অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে অফিস চালাতে ও সবাইকে নিয়ে কাজ করতে এখন আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

৩.

মো. জিয়াউর রহমান, প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে আইসিটি অধিশাখায় সংযুক্ত। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের প্রশিক্ষক। ইলেকট্রনিক্স ট্রেড এমন একটি ট্রেড যে ট্রেডের ডিভাইজ সমূহ প্রতিনিয়ত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার আপগ্রেড হয়। আপগ্রেডের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে ছাত্রদের বা বাস্তবজীবনে সেই নতুন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যেই তাঁদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে গেলে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নিয়ে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ীই জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাঁর পেশাগতজীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তা নিয়ে বলেন, 'আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে কাজ করতাম না। এই সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমরা পিএলসি নিয়ে কাজ করতাম না, এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমরা এখন পিএলসি নিয়ে কাজ করছি এবং ছাত্রদেরকে সম্মুখ ধারাণা দিতে পারছি।'

মোঃ জিয়াউর রহমান যুব উন্নয়ন একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্তুষ্ট।

৪.

সামসুন্নাহার খান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকার দোহারে কর্মরত আছেন। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণগুলো অফিস থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। প্রধান কার্যালয় অথবা যুব উন্নয়ন একাডেমি থেকে নির্ধারিত প্রশিক্ষণে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ মানুষকে সব সময় দক্ষ করে তোলে। তা যে প্রশিক্ষণই হোক না কেন। একজন অদক্ষ ব্যক্তি যখনই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে অবশ্যই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সামসুন্নাহার যখন ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তখন ইন্টারনেট সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং অফিসের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়েও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণের ফলে তাঁরা যখন মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেন তখন উদ্বোধনী লেকচারে অংশগ্রহণকারীদের শেখার বিষয় ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে

তাঁদের জন্য সহজ হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারছি।

অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ভালো। কেননা তাঁরা যখন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অফিসারেরা একত্রিত হোন। মতবিনিময়ের সময় একজন আরেকজনের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন। কেউ কেউ সমস্যার কথা বলেন, আবার জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করলেন?' এসব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ প্রশিক্ষণেই সম্ভব। তিনি মনে করেন প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

৫.

সুলতানা ফাহিমা জোহরা পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে।

তিনি কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণে অনেক কিছুই শিখেছেন বলে মনে করেন। সব মনে না থাকলেও কাজের সাথে জড়িত বিষয়গুলো হাতে-কলমে শিখতে পেরেছেন। তিনি মনে করেন, 'প্রশিক্ষণ করলে আমরা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের মনে থাকে যে, এই কাজটি আমাদের কাজের সাথে জড়িত। আমাদের মনে ছিল কিন্তু কাজের সময় তাৎক্ষণিক মনে করতে পারিনি প্রশিক্ষণ করার কারণে উপকার হলো।'

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাঁর পেশাগত জীবনে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন– কাজের দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বেড়েছে। চাকরি জীবনে যা প্রয়োজনীয় ছিল তা তিনি প্রশিক্ষণে পেয়েছেন। প্রশিক্ষণে যে প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিলেন তার নব্বই ভাগ পূরণ হয়েছে।

কম্পিউটার বিষয়ে তাঁর অল্প জানা ছিল প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে বেশি জানতে পেরেছেন। এখন আউটপুট দ্রুত ও বেশি দিতে পারছেন। প্রশিক্ষণ না করলে আউটপুট অল্প দিতে পারতেন। কম্পিউটারের যেকোনো বিষয়ে তাঁর কাজের গতি বেড়েছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগে এবং পরে তিনি গুণগত পার্থক্য খেয়াল করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর সার্বিক অভিজ্ঞতা হলো 'প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের আরো প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। আর সার্বিক ভাবে আমি বলব যে, প্রশিক্ষণ সবার জন্যই উপকারী।'

Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised).

১.

নূরজাহান আক্তার জন্মগ্রহণ করেছেন কুড়িগ্রাম জেলায়। ঠিকানা : পলাশবাড়ী কবিরাজপাড়া, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। তিনি বাসায় বসে দর্জি কাজ করার লক্ষ্যে পোষাক তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজের উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঘরে বসে মেয়েদের বিভিন্ন পোশাক তৈরি করছেন। যদিও তাঁর এলাকায় অনেকেই একই ধরনের কাজ করছেন, তবু তিনি নিজের অর্ডার নিয়ে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন।

প্রথমদিকে তাঁর আয় খুবই কম ছিল, মাসে ২-৩ হাজার টাকার মতো। তবে বর্তমানে তাঁর আয় বেড়ে ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর পরিবারকেও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন। তাঁর খাদ্য তালিকায় আগের তুলনায় মাছ, মাংস ও ডিমের উপস্থিতি বেড়েছে। সংসারে এখন তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মা এবং দুই বোনের খরচ তিনিই বহন করছেন।

তিনি নিজের বসবাসের পরিবেশ উন্নত করার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে তিনি কুড়িগ্রাম সরকারি নারী কলেজে অনার্স ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত। তাঁর ৬ মাস বয়সী একজন সন্তান আছে।

সমাজে তাঁর পরিচিতি এখন অনেক বেশি। আগে এলাকার কেউ তাঁকে তেমন চিনতো না, এলাকার মানুষ তাকে নিজের নামে চিনে এবং তাঁর কাজের প্রশংসা করে। তাঁর ডাক নাম মিতু। এলাকায় তিনি 'মিতু' নামে পরিচিত। তাঁর নিজ নামেই এখন পরিচিতি বাড়ছে, যা সম্ভব হয়েছে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

নূরজাহান আক্তার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, অনুদান না পেলে তিনি এতদূর আসতে পারতেন না। অনুদান পাওয়ার পর থেকেই তাঁর কাজের পরিধি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.

শেফালী জন্মগ্রহণ করেছেন কুড়িগ্রাম জেলায়। ঠিকানা : শান্তিনগর, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম। শেফালী একজন গৃহিণী। জীবনে কিছু করার তাগিদে তিনি কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হোন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার প্রত্যাশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। আগে কম্পিউটার বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ করে আজ তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের বাইরের বায়ারের সাথে কাজ করছেন এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে মাসে গড়ে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করছেন, কোনো কোনো মাসে আয় আরো বেশি হয়। তাঁর আয়ের টাকায় শুধু নিজের নয়, পরিবারের আর্থিক সহায়তা এবং খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের উন্নয়নসহ সব খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

শেফালীর পরিবারে এখন খাদ্যের ঘাটতি নেই। গাভী ও হাঁস-মুরগি থাকায় দুধ ও ডিম কিনতে হয় না। শুধু গরুর মাংস কিনতে হয়। তিনি আয় থেকে সঞ্চয় করে বাড়ির পাশে তিনতলা খাঁচা বানিয়ে হাঁস-মুরগি পালন করছেন। তাঁর দুই সন্তান যথাক্রমে নবম ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে এবং তাদের পড়াশোনার খরচ তিনি নিজেই বহন করছেন।

শেফালীর বাড়িতে টেলিভিশন নেই, তবে সবার হাতে স্মার্টফোন আছে এবং তিনি নিজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। পুরোনো কম্পিউটার দিয়ে কাজ করা কঠিন হচ্ছিল বলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পাওয়া অনুদানের টাকার সাথে নিজে কিছু যোগ করে নতুন কম্পিউটার কিনেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর অনলাইন কাজের গতি বেড়েছে।

প্রশিক্ষণ ও অনুদান তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা যেমন বেড়েছে তেমনি আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়েছে। প্রশিক্ষণ ও সহায়তা পাওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

৩.

হাওয়া মনি জন্মগ্রহণ করেছেন কুড়িগ্রাম জেলায়। ঠিকানা : আখতারাম, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। তিনি একজন ডিভোর্সি নারী এবং দুই সন্তানসহ বাবার বাড়িতে বসবাস করছিলেন। জীবনের কঠিন সময়ে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে অনুদান পাওয়ার পর তিনি জামাকাপড় ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কাপড় বিক্রির পাশাপাশি তিনি সেলাইয়ের কাজও করেন, যার ফলে তাঁর অর্ডার বেড়েছে এবং আয়ও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে তিনি তাঁর দুই সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন এবং সংসারের দায়িত্ব নিজেই বহন করছেন। তিনি বাবার বাড়িতে থাকলেও সেখানে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে সংসারের দেখভাল করেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে তিনি ভূমিকা রাখছেন। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছেন। তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং বাড়িতে টেলিভিশনও আছে।

নিজের উদ্যোগে একটি দোকান দিয়েছেন এবং কাপড় বিক্রির মাধ্যমে সমাজে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে সামাজিক মর্যাদাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ প্রশিক্ষণ ও অনুদান হাওয়া মনিকে নতুনভাবে বাঁচার আশা জুগিয়েছে। তাঁর পরিবারও এই সহায়তার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

৪.

জেসমিন জাহান জন্মগ্রহণ করেছেন কুড়িগ্রাম জেলায়। ঠিকানা : ধরলা, যাত্রাপুর, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। তিনি কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি বাবার বাড়িতে থাকেন এবং পড়ালেখার পাশাপাশি অনলাইনে বিভিন্ন কাজ করে আয় করছেন।

জেসমিন মনে করেন, এই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রযুক্তিগত ও জীবনঘনিষ্ঠ দক্ষতা অর্জন জরুরি। সেই ভাবনা থেকেই তিনি কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁর জীবনে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে। তিনি এখন নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পেরেছেন। নিজের খরচ নিজেই চালাতে পারেন এবং পরিবারের আর্থিক সহায়তাও করতে পারছেন।

তাঁর মাসিক আয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়, কখনো ১০-১২ হাজার টাকাও আয় হয়ে থাকে। এই আয়ের মাধ্যমে তিনি নিজের প্রয়োজন, যেমন: পড়ালেখার খরচ, পোশাক এবং চিকিৎসা ব্যয় মেটান, তেমনি ছোটো বোনের লেখাপড়ার খরচও বহন করছেন। ছোটো বোন কুড়িগ্রাম সরকারি নারী কলেজে পড়ছে এবং এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে।

জেসমিন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং তাঁর বাসায় টেলিভিশনও রয়েছে, যদিও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে পরীক্ষার কারণে। তিনি এখন অনলাইনে ডলার আয় করছেন, যার ফলে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। আগে তাঁর পরিবার মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়ায় বেশি গুরুত্ব দিত, কিন্তু এখন তিনি আয় করায় পরিবার তাঁকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিচ্ছে।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ টিউশনি করলেও অধিকাংশ মেয়েই এখনো পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জেসমিন নিজের অবস্থান থেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা হতে পেরেছেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ছাড়া তিনি আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পারতেন না।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কেননা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে আজকের অবস্থানে পৌঁছতে পারতেন না। এখান থেকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে এখন নিয়মিত আয় করছেন।

৫.

উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেছেন নোয়াখালী জেলায়। ঠিকানা : এখলাসপুর, বেগমগঞ্জ. নোয়াখালী। তিনি আগে থেকেই সেলাইয়ের কাজ জানতেন, তবে একটি পুরোনো সেলাই মেশিনে কাজ করে আসছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কাপড় সেলাই করে উপার্জন করার। নতুন মেশিন কেনার জন্য তিনি অনুদানও পান। এছাড়া সেলাইয়ের কাজ আরো ভালোভাবে শেখার জন্য এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে শেখানোর সুযোগ পেয়ে তিনি সহজেই

শিখতে পেরেছেন। আগের ধারণার সাথে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে তাঁর দক্ষতা আরো বেড়ে গেছে।

প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজেই সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। বাসার পাশে তৈরি করা নিজের দোকানে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশিক্ষণ ও অনুদান পাওয়ার পর তাঁর জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। আগে মাসে যেখানে তিন হাজার টাকার মতো আয় করতেন, এখন তা বেড়ে আট হাজার টাকায় পৌঁছেছে। সেলাইয়ের কাজ আগে তেমন পারতেন না, অন্যের সাহায্য লাগতো, কিন্তু এখন সবকিছু নিজেই করতে পারেন। আয় বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর পরিবারের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন এসেছে। আগে সপ্তাহে দুইদিন ভালো খাবার খেতে পারতেন না, এখন সপ্তাহে তিন-চারদিন ভালো খাবার খান এবং বাকি দিনগুলোতেও মোটামুটি ভালোভাবেই চলে।

বর্তমানে স্বামী এবং তিনি মিলে উপার্জন করছেন। সংসার চলে স্বামীর আয়ে, আর চিকিৎসা, ওষুধ, বাজার ইত্যাদির খরচ মেটানো হয় তাঁর উপার্জন থেকে। ফলে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসা দিতে পারছেন। সামাজিক মর্যাদাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তাঁর স্বামীও এতে খুশি। এখন তাঁরা পরিবারসহ সবাই ভালো আছেন।

৬.

ফারজানা আক্তার জন্মগ্রহণ করেছেন নোয়াখালী জেলায়। ঠিকানা : পূর্ব এখলাসপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। আগে থেকেই সেলাইয়ের কাজ কিছুটা জানতেন, কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে শেখার সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমানে তাঁর নিজের একটি সেলাই মেশিন রয়েছে এবং তিনি বাসা থেকেই কাজ পরিচালনা করছেন। এলাকার অনেকে তাঁর কাছে অর্ডার দিয়ে জামা সেলাই করান, পাশাপাশি তিনি অনলাইনেও কাপড় বিক্রি করেন।

ফারজানা এ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অনুদান দিয়েই একটি সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় কিনেছিলেন, যা দিয়ে তিনি তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। অনুদান না পেলে এই কাজ শুরু করা সম্ভব হতো না বলে তিনি মনে করেন, কারণ তাঁর নিজস্ব কোনো পুঁজি ছিল না এবং অন্য কারো কাছ থেকেও তেমন সহযোগিতা পাননি।

প্রশিক্ষণ এবং অনুদানের ফলে তাঁর আয় আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আগে অন্যের বাড়িতে গিয়ে জামা সেলাই করতে হতো এবং মজুরি যা পেতেন, তা প্রায় পুরোটা খরচ হয়ে যেত। কিন্তু এখন নিজের মেশিনে কাজ করায় সেই খরচ বেঁচে যায়, ফলে তাঁর আয় বেড়েছে। এই অতিরিক্ত আয় দিয়ে তিনি পরিবারের খাদ্যাভ্যাসের মান উন্নত করতে পেরেছেন। একসময় সপ্তাহে দুদিন ভালো খাবার জোটানো কঠিন ছিল, এখন সেগুলো নিয়মিতই হচ্ছে।

তিনি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাঁর বাবা আগে ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন, কিন্তু এখন মেরুদণ্ডের সমস্যার কারণে কাজ করতে পারেন না।

পরিবারের দায়িত্ব পুরোপুরি ফারজানার কাঁধে এসে পড়েছে। তাঁর আয় দিয়েই এখন পরিবারের চিকিৎসা ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় সব খরচ চালাতে পারছেন।

তিনি জানান, প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আগে থেকেই স্মার্টফোন ব্যবহার করতেন, তবে একটি পেজ খোলার সাহস পাচ্ছিলেন না। এখন সেলাইয়ের কাজ ও নিজের আঁকা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার মাধ্যমে পরিচিতি তৈরি হয়েছে এবং আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে।

সব মিলিয়ে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ।

Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar

১.

কামরুল ইসলাম নাইম জন্মগ্রহণ করেন কক্সবাজার জেলায়। ঠিকানা : চকরিয়া , কক্সবাজার। তিনি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নিজের ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে। মূলত কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেন এবং বর্তমানে বিভিন্ন অফিস ও বাড়িঘরে হাউজওয়্যারিংয়ের কাজ করছেন। তার অধীনে আরো দুইজন কর্মী কাজ করছেন।

প্রশিক্ষণের আগের জীবন ও বর্তমান জীবনের মাঝে তিনি পার্থক্য দেখতে পান। আগে তার পকেটে টাকাই থাকত না, আর এখন তিনি আত্মকর্মী হয়ে নিজ খরচে থাকা, খাওয়া, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পারছেন। পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করছেন।

তিনি বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং ডিজিটাল দক্ষতার দিক থেকেও নিজেকে হালনাগাদ রেখেছেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কামরুল ইসলাম নাইম মনে করেন, 'ওই প্রশিক্ষণ না নিলে আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পারতাম না। এখন আমার একটি স্বীকৃত সার্টিফিকেট আছে, আর তা দেখেই অনেকে আমাকে দিয়ে কাজ করাতে আগ্রহী।'

২.

বেলাল হোসাইন জন্মগ্রহণ করেছেন কক্সবাজার জেলায়। ঠিকানা : বড়ো কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। তিনি বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেছেন এবং এক সঙ্গীর সাথে মিলে একটি দোকানও দিয়েছেন।

বর্তমানে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাউজওয়্যারিংয়ের কাজ করছেন এবং দোকান থেকেও আয় করছেন। তবে পুঁজি স্বল্পতার কারণে দোকানে পর্যাপ্ত মালামাল তুলতে পারছেন না, যার ফলে চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকদের পণ্য দিতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবুও হাউজওয়্যারিংয়ের মাধ্যমে তিনি ভালো টাকা আয় করছেন।

সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। এখন এলাকায় সবাই জানে তিনি একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এবং প্রয়োজন হলে তাকে ডাকেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করছেন।

আগের তুলনায় তাঁদের খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এসেছে। এখন চাহিদা অনুযায়ী মাছ, মাংস কিনে খেতে পারছেন, যা আগে সম্ভব ছিল না।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি মনে করেন 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আমাদের বেকারত্ব দূর করেছে'।

৩.

হাবিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছেন কক্সবাজার জেলায়। ঠিকানা : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, পানেরছড়া চকরিয়া, কক্সবাজার। তিনি আত্মকর্মসংস্থান ও একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজ এলাকায় কাজ শুরু করেছেন এবং বর্তমানে ভালো টাকা আয় করছেন। এখন তিনি আগের তুলনায় অনেক ভালো আছেন। তিনি মনে করেন 'আমি এখন সার্টিফিকেটধারী হয়েছি, মানুষ এখন আমাকে চিনে, আগে কেউ কখনো আমাকে চিনেনি।"

সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান, যেখানে নিজে কাজ করার পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারবেন।

বর্তমানে তার অধীনে প্রতিদিন তিন-চারজন ইলেকট্রিশিয়ান কাজ করছে। আগে ইনকামের অভাবে সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন নিজ উপার্জনে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন এবং পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবাও নিশ্চিত করতে পারছেন।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার মতে, 'যদি আমি এই প্রশিক্ষণ না নিতাম, তাহলে আমার জীবনের কোনো পরিবর্তন হতো না। এখন মনে হয় পুরো জীবনটাই পাল্টে গেছে।'

৪.

ইয়াসিন আকবর জন্মগ্রহণ করেছেন কক্সবাজার জেলায়। ঠিকানা : হায়দা আলী শিকদার পাড়া, কুতুবদিয়ার, কক্সবাজার। ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং নিজের কর্মজীবনে কিছু একটা করার উদ্দেশ্যেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি নিজের এলাকায়ই কাজ শুরু করেন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু নিজের জন্যই নয়, তিনি আরো দুইজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রশিক্ষণের গ্রহণের ফলে তাঁর জীবনযাত্রারমানেও পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে চিকিৎসা সেবা নিতে কষ্ট হতো, এখন নিজের আয় থেকেই তিনি ও তার পরিবার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

আগের তুলনায় তার খাদ্য তালিকায়ও উন্নতি এসেছে। মাছ, মাংস, ডিম, দধ নিয়মিত খাচ্ছেন।

তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ইয়াসিন আকবর বলেন, 'তাদের জন্যই কাজ করে আয় করতে পারছে'।

চতুর্থ অধ্যায়

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব

প্রকল্পগুলোর ইতিবাচক প্রভাব উপকারভোগী ও তাঁর পরিবার এবং সমাজ কিংবা দেশের উপরও এর প্রভাব দৃশ্যমান। প্রকল্পগুলোর প্রভাবের প্রকারভেদ কাছাকাছি হওয়ায় নির্দিষ্ট পয়েন্টের মধ্য দিয়ে সেগুলো উপস্থাপিত হলো।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রভাব

'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত দেশের পরিবহণ খাতের জন্য দেশের সকল জেলার যোগ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবশক্তির মধ্য থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ৪০ হাজার দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হয়েছে। এর ফলে দেশে ও বিদেশে পরিবহণ খাতে তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ সকল প্রশিক্ষিত গাড়িচালকের ডাটাবেইজ তৈরিপূর্বক তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য চাহিদামাফিক ঋণের সুযোগ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। প্রশিক্ষিত গাড়িচালকদের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত হবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)-প্রকল্প প্রকল্প থেকে যাঁরা উপকারভোগী হয়েছেন তাঁদের খামারে ২-৩টি গরু অথবা ৩০০টি মুরগি ছিল। উপকারভোগীরা আত্মকর্মে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু দক্ষতার অভাবে তাঁরা ব্যবসায় লাভবান হচ্ছিলেন না। এ প্রকল্প তাঁদের প্রশিক্ষিত করেছে এবং তাঁরা দক্ষ হয়ে উঠেছে। অনেকে ঋণও পেয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁরা তাঁদের খামার বড়ো করেছে। কেউ কেউ খামারে গরুর সংখ্যা বাড়িয়েছেন, কেউ কেউ মুরগির সংখ্যা বাড়িয়েছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির মাধ্যমে আগের চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবে আগের থেকে বেশি লাভবান হয়েছেন। তাঁদের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জীবনযাত্রার মানও পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। গবাদিপশুর গোবর এবং মুরগীর বিষ্ঠা বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহার করেছেন ও জৈব সার তৈরি করেছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উৎপাদিত গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার বেশিরভাগ উপকারভোগীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন। আবার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস ও সার অন্যত্র সরবরাহ করায় তাদের আয় কিছুটা বেড়েছে। তাদের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও সুবিধা বিশ্লেষণ করে এলাকার কেউ কেউ নতুন করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন।

'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প–২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মের সুযোগ তৈরি করেছে। কেউ কেউ এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসে আয় করছেন। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা

নিজে ব্যবসা করছেন, কেউ কেউ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে প্রবেশ করেছেন। তবে নিজে দোকান দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির সংখ্যা বেশি। যারা আত্মকর্মী হিসেবে ভালো করছেন তাঁরা কিছু কর্মপ্রত্যাশীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। গ্রামাঞ্চলের যেসব দরিদ্র যুবক ও যুবনারীর পক্ষে শহরে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হতো না, টেকাব প্রকল্প তাদের সে স্বপ্ন পূরণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। যিনি কখনো কোনোভাবেই আয় করতে পারতেন না, কম্পিউটার টেকনোলজি জানতেন না, তিনি এখন কম্পিউটার চালিয়ে চিঠি টাইপ, হিসাব, ইমেইল ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আয়ের স্রোতধারায় যেতে পারছেন। যে কারণে কর্মপ্রত্যাশী মানুষের কর্মসংস্থানের অবলম্বন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আইসিটি প্রশিক্ষণ। এ প্রকল্প থেকে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবক ও যুবনারীর নিকট তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর যাঁরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)' এবং 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প' থেকে অসংখ্য কর্মপ্রত্যাশী শিক্ষিত যুবক ও যুবনারী কর্মে প্রবেশ করেছেন। নিজের উপার্জনে ব্যক্তিগত ও পরিবারের চাহিদা পূরণ করছেন। সমাজে প্রভাব তৈরি হচ্ছে। যাঁর সাথে অর্থনীতি, ব্যক্তিগত দক্ষতা, মানুষের সাথে কমিউনিকেশন স্কিল, মূল্যবোধ ও কর্মমুখিতা জড়িত তিনিই সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা পাবেন। এক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ কার্যকর প্রভাব রাখছে। স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবহার করছেন এবং বিশ্বমানের যোগাযোগের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হচ্ছেন। কেননা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিট করার মধ্য দিয়ে কাজ পেতে হয়। বিশ্বমানের যোগ্যতা না থাকলে সেখানে কাজ পাওয়ার সুযোগ নেই। প্রশিক্ষণার্থীরা এসব যোগ্যতা অর্জন করছেন। যুবরা ফ্রিলান্সিং প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তিতে পরিণত হচ্ছেন।

ফ্রিল্যান্সাররা হলো রেমিটেন্স যোদ্ধা। তাঁরা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। ডাটা অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে ডেভেলপ পর্যন্ত কাজ করা কৌশল সিলেবাসে সাজানো আছে এবং শেখানোও হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল, ব্যাংক বা বিভিন্ন অফিসে তাঁরা আউটসোর্সার হিসেবে কাজ করছেন। বিদেশের বায়ারদের সাথেও কাজ করছেন, আবার কখনো এজেন্সির মাধ্যমেও করছেন কাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। তরুণদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ। কেননা, ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রে যুবদের কোনো পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ফ্রিল্যান্সিং কাজ করার জন্য মেধাভিত্তিক দক্ষতা এবং কম্পিউটার ডিভাইজ হলেই যথেষ্ট। যুব

উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের যুবক ও যুবনারীদের মানসম্মত ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করার পাশাপাশি প্রতিদিনের জন্য তিনবেলা আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা দিয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সারগণ সময়ের ব্যবধানে তাদের ফ্রিল্যান্সিং আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের মাধ্যমে বহু যুবক ও যুবনারীলা ফ্রিল্যান্সিং পেশায় সম্পৃক্ত হবে। তাঁরা উপার্জনের সাথে যুক্ত হচ্ছে, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় বাড়ছে। যার ফলে ধীরে ধীরে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। যুবদের মধ্যে হতাশা ও মাদকাসক্তি নির্মূলেও এই প্রকল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

'৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক. কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন, খ. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, গ. ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, ঘ. ইলেকট্রনিক্স এবং ঙ. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের কম্পিউটার ও গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং-এর কাজ, রেফ্রিজারেশন, এয়ারকন্ডিশন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, টিভি, কম্পিউটার, শ্যালো মেশিন, জেনারেটর, কার এসি, স্প্লিট টাইপ এসি ইত্যাদি মেরামত এবং মোবাইল সেট সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ভালো অবদান রাখছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনেও সক্ষম হবে।

'Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)' এই প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ৪টি ট্রেডে শুধু নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই ট্রেডগুলো ছিল ৬ মাস মেয়াদি। পোষাক তৈরি প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট– এই প্রশিক্ষণগুলোতে কেবল মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল, যাতে তারা নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারে এবং অন্য কারো উপর নির্ভর করতে না হয়। আমরা জানি, আমাদের সমাজে এখনো মেয়েরা পিছিয়ে আছে। তারা সাধারণত মা-বাবা বা স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকে এবং তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খুবই সীমিত।

তাদের স্বাবলম্বী করতে প্রকল্প থেকে এককালীন ২০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে কেউ কম্পিউটার, আবার কেউ সেলাই মেশিন কিনেছে। অনেকেই অন্য ব্যবসায়ও যুক্ত হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেডে মেয়েরা সরাসরি বাড়িতে গিয়ে কাজ করতে পারে না। কারণ, একজন মেয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল কাজ

করবে– এটা আমাদের সমাজ এখনো পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। দিনের বেলায় পুরুষেরা বাসায় না থাকার কারণে মেয়েরা এসব কাজ করতে পারে। কেউ কেউ আবার পুরুষ কর্মী নিয়োগ করেছে। পুরুষ কর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করছে, আর ঐ নারী দোকান সামলাচ্ছেন।

'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান দুইভাবে হয়– একটি হলো প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন হোটেল বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়। আরেকটি হলো নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান খোলে এবং সেখান থেকে আয় রোজগার করে। এভাবেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হলে তার সামাজিক মূল্যবোধের দক্ষতা, মানসম্পন্ন জীবনযাপন এবং দক্ষতাকে মার্কেটে সেল করে তার সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন– সঞ্চয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সক্ষমতা অর্জন করা ইত্যাদিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে ।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে, কক্সবাজার এয়ার লাউঞ্জে প্রকল্পের চারজন উপকারভোগী ভালো বেতনে কাজ করছেন। মহেশখালী বা কুতুবদিয়াতেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে উপকারভোগীরা চাকরি করছেন এবং যারা চাকরি করছেন না তাঁরা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন অথবা লোকাল কন্ট্রাক্টরের সাথে কাজ করছেন। চট্টগ্রাম, মাতারবাড়ি বা বিভিন্ন জায়গায় কেউ দোকান দিয়েছে, কেউ গার্মেন্টসে কাজ নিয়েছে। প্রায় ৮০% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অনেক মেয়েও কাজ করেছেন। প্লাম্বিং, রাজমিস্ত্রিতে মেয়েরাও কাজ করছেন। প্রচুর উপকারভোগীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্লাম্বিং, রাজমিস্ত্রিরা নিজেদের কাজ নিজে করে স্বনির্ভর হচ্ছে। অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের কাজ নিজেরা খুঁজে নিচ্ছে। কেউ ইলেকট্রিক বা প্লাম্বিং-এর দোকান দিয়েছেন। ট্যুরিজম খাতে কক্সবাজারে হাউজ কিপিং-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। হোটেলগুলোতে এ কাজের চাহিদা আছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীরা কাজ করছেন। কেউ কেউ সার্টিফিকেট পাচ্ছে এনএসডিএ থেকে এবং এ সার্টিফিকেট দিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। সেখানে তাঁদের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাব

'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প থেকে উপকারভোগীরা গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হতে পেরেছেন। তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে তথা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন এবং পর্যায়ক্রমে বেকারত্ব ও অপরাধ প্রবণতাও কমবে।

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা– ৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)' আর্থ-সামাজিক প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে– ক.

ধোঁয়ামুক্ত, আরামদায়ক, সময়সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ পাচ্ছেন। খ. বায়োগ্যাসের মাধ্যমে সাশ্রয় হওয়া সময় গ্রামীণ নারী ও ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ও অন্যান্য আয়বর্ধক কাজে ব্যয় করতে পারছেন। গ. পোল্ট্রি ও গবাদি পশুর খামার সম্প্রসারিত হওয়ায় মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ঘ. খামার স্থাপনের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ঙ. খামারে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। চ. বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ হয়েছে। ছ. রান্নার কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার কমেছে। জ. বায়োগ্যাস প্লান্টের বর্জ্যের উপজাত হিসেবে উন্নতমানের জৈব সার, যা জমিতে ব্যবহারের ফলে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা রাসায়নিক সার মুক্ত ফলন পাচ্ছি। ঞ. গবাদি পশুর মলমূত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখলে CO_2, SO_2 নিঃসরণ হয়, কিন্তু এগুলো বায়োগ্যাস প্লান্টে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের ফলে এসব ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অবমুক্ত না হয়ে বরং রান্নার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এসিড বৃষ্টি রোধে সহায়ক হচ্ছে। 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প– ২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)' যারা কর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। ফলে সমাজে তারা প্রভাব রাখছেন। সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছেন।

এছাড়া টেকাব প্রকল্প থেকে উপজেলা পর্যায়ের যুবরা প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে জানতে পাচ্ছে এটিও সমাজের অগ্রগতি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাধ্যমে তার পরিচিতরাও শিখবে। তারাও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা)' এবং 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্প ফ্রিল্যান্সারদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুব নিজে কাজের ব্যবস্থা করতে পারছেন এবং নিজে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে অন্যদেরও কর্মের ব্যবস্থা করতে পারছেন। ফলে তিনিও কর্মপ্রত্যাশী সমস্যা দূরীকরণে ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করছেন। যুবদের অবক্ষয়ও রোধ হচ্ছে। এ যুবগোষ্ঠী অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠলে সমাজের নানা উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে আসবে। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ব্যক্তি সমাজে ভালো অবস্থানে থাকে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁর মর্যাদা বাড়ে। ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প এ সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

'৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ– ২য় পর্যায়' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হওয়ার পর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন, কেউ কেউ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁরা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আয় করার ফলে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও দৃশ্যমান হচ্ছে। 'Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project

(1st Revised)' আমাদের সমাজে মেয়েরা সাধারণত স্বামী বা মা-বাবার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে যারা বিধবা, তাদের অবস্থা আরো করুণ। সেজন্যই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি সত্য যে, কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ শুরু করতে হলে ঋণ ছাড়া সম্ভব হয় না। যেমন, কাপড়ের ব্যবসা করতে হলে টাকা দরকার, সেলাই মেশিন কিনতে ১৫-২০ হাজার টাকা লাগে, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি কিনতে গেলে আরো বেশি টাকার প্রয়োজন। আবার কম্পিউটারের দোকান দিতে গেলে কম্পিউটার ও প্রিন্টার কিনতে লাখ টাকার বেশি খরচ হয়। এই প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্প থেকে দেওয়া ২০ হাজার টাকার অনুদান খুব বেশি না হলেও ভালো সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্প থেকে যাঁরা পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তাঁরা সেলাই মেশিন কিনতে পেরেছেন। সেলাই মেশিনের দাম তুলনামূলক কম, তাই তাঁরা নিজেরা কিছু টাকা যোগ করে কাপড় কিনে ব্যবসা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন, এমনকি অনেকেই স্বামীর নির্যাতন থেকেও মুক্তি পেয়েছেন। সংসার পরিচালনায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা করছেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছেন।

কোনো মেয়ে কর্মে নিয়োজিত থাকলে সমাজের মানুষ কিংবা পরিবার তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে ও তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেয়। কর্মে নিযুক্ত থাকা নারী অবিবাহিত হলে ভালো পাত্র কিংবা পরিবারে তাঁর বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি মেয়েরা যৌতুক থেকেও রেহাই পেতে পারে। যে ছেলে এই মেয়েকে বিয়ে করবেন তিনি চিন্তা করবেন মেয়ে তো উপার্জনের সাথে আছে এজন্য তাঁর যৌতুকের প্রয়োজন নেই। সামাজিক এ পরিবর্তনও দৃষ্টিগোচর।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন– কীভাবে চলাফেরা করতে হয়, ভদ্রতা বজায় রাখা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। প্রকল্প থেকে মোটিভেশনাল ক্লাসও নেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেওয়া কারিগরি জ্ঞান তাঁদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। তারা এই দক্ষতা ভালোভাবে রপ্ত করে সমাজে উন্নত অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে। তাঁরা সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন এবং মা-বাবা গ্লানি থেকে মুক্তি পাবেন। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে মর্যাদাবান হওয়ার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' এ প্রকল্প থেকে অনেক উপকারভোগী কর্মে যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছলতা লাভে সক্ষম হয়েছেন। যিনি কাজ করতে পারতেন না তিনিও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কাজ করতে পারছেন। তাঁর দক্ষতা মার্কেটে সেল করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন এবং ভবিষ্যতে সংখ্যা আরো বাড়বে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা

১০টি প্রকল্পেরই কোনো না কোনোভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা আছে। প্রকল্প থেকে যাঁরা কর্মে নিযুক্ত হচ্ছেন তাঁদের উপার্জিত অর্থ নানা খাতে খরচ করছেন। কেনাকাটা করছেন। সব মিলিয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হচ্ছে।

প্রকল্প থেকে এমন সব ট্রেড বাছাই করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে বর্হিবিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে তাঁরা কাজ করতে পারছেন এবং পারবেন। তাঁরা দেশে এবং দেশের বাইরে গিয়েও নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

দারিদ্র্য বিমোচন

প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা যুগোপযোগী চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান করছেন এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হচ্ছেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হচ্ছে। সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামাজিকভাবে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিরও উন্নতি হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কিংবা ডলার সংকট রোধ

প্রকল্পগুলির মধ্যে দুটি প্রকল্পের 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা') এবং 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। প্রথম প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল ১৬টি জেলার যুবদের প্রশিক্ষিত করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার আয় করার লক্ষ্যে। এই প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ৪৮ জেলায়। প্রথম প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীরা ইতোমধ্যে প্রায় ২০ কোটি টাকা আয় করেছেন। এটি ৪৭ কোটি টাকার প্রকল্প ছিল। যদি সর্বমোট আয় হিসাব করলে বলা যায় তাঁরা ব্যয়ের চেয়ে বেশি আয় করে বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৪৮০০ জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯৯১ জন প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার কর্তৃক জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৩,৬৭,৭৫৯ ডলার ও ১,৪৬,৮০,৫৯৮ টাকা আয় হয়েছে। যা মোট টাকায় ৫,৯৯,১৪,৯৫৫ টাকার সমপরিমাণ। এই আয় সূচনা মাত্র। দিন দিন এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর দুটি প্রকল্প মিলে প্রকল্পের ব্যয় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকার চেয়ে আয় বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ টাকা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা করবে না। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবরাই তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে টাকা

জমা করবে। যেহেতু এ আয়ের বেশিরভাগই বৈদেশিক মুদ্রায় হয় সেহেতু এটি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

পরিবেশের উপর প্রভাব

পরিবেশের উপর প্রকল্পগুলোর ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অর্থে ইতিবাচক প্রভাব আছে। বিশেষত 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা–৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)' এবং ' Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্প সরাসরি পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাব রাখতে কাজ করছে।

ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রকল্পভুক্ত এলাকার বাতাস দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে, মশা-মাছির উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে, বায়োগ্যাস প্লান্ট সংলগ্ন এলাকায় জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং জ্বালানি হিসেবে লাকড়ী ও সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবহার কমেছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্ট নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে ব্যবহারের ফলে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রাকৃতিক গ্যাস ও গাছপালার উপর নির্ভরশীলতা কমেছে।

কীভাবে প্রতিষ্ঠানকে সবুজায়ন করা যায় বা পরিবেশবান্ধব করা যায় এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং প্রশিক্ষককে আইজেক প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দুইদিনের প্রশিক্ষণ মডিউলে পরিবেশবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। প্রিন্টিংয়ে অনেক কাগজ ও কালি খরচ হয়, এসব রোধের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিনের বেলায় বাতি কম ব্যবহার, কীভাবে বৃক্ষরোপণ করা যায় এগুলো বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারে বিপুল যুবগোষ্ঠী অবৈধভাবে ভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এবং আমরা মানবিক কারণে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। গাছ কাটাসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য ঐ এলাকার মানুষ যদি সচেতন হয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে কল্যাণ বয়ে আনবে এবং আইজেক প্রকল্পের যে যুবগোষ্ঠী তারা এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সেজন্য প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কৃষির উপর প্রভাব

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা–৩য় পর্যায়, (প্রথম সংশোধিত)' এবং 'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্প থেকে কৃষির উপর ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে কাজ হচ্ছে। আইজেক প্রকল্প থেকে সিড, লবণ, শৈবাল খাতগুলো নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রেখে তাঁরা কীভাবে কাজ করতে পারে, কীভাবে কাজ করলে শ্রমিকদের অতিরিক্ত কষ্ট হবে না, জীবনের নিরাপত্তা, উৎপাদন বাড়ানো, কৃষকের উৎপাদিত পণ্য কীভাবে বিপণন করা যায় এবং ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে– এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণে শেখানো হয়েছে।

ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উৎপাদিত সার কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে এবং সবুজ সার পুকুরে ব্যবহারের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে জ্বালানি চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি অবশিষ্ট স্লারি থেকে জৈব সার উৎপাদন হওয়ায় রাসায়নিক সারের হওয়ায় রসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে এবং কৃষির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, উদ্যোক্তা তৈরি, বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন, মূল ধারার অর্থনীতির সাথে সংযোগ

'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্প থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কক্সবাজার শাখার ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে একটি সফটওয়্যার আছে। প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা যাঁরা আছেন তাঁদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করা হয়। তাঁদেরকে জব প্লেসমেন্টের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাঁরা কীভাবে সিভি লিখবে ও ইন্টারভিউ ফেস করবে সেই সাজেশন দেওয়া হয়।

যাঁরা নির্মাণ, লবণ বা শৈবাল নিয়ে স্থায়ীভাবে কাজ করছে এ প্রকল্প থেকে তাঁদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং তাঁদের উৎপাদন কী হবে– এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তারা উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে যাতে বেশি দাম পায় সে প্রক্রিয়াও এখানে শেখানো হচ্ছে এবং এটি স্থায়ী করতে প্রকল্প থেকে কাজ করা হচ্ছে। পুরানো উদ্যোক্তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও করছে এ প্রকল্প।

বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইজেক প্রকল্প কৃষকের শাকসবজি বিক্রয়ের জন্য কালেকশন সেন্টার তৈরি করেছে। এ সেন্টার থেকে সংগ্রহ করে ক্যাম্প মার্কেটে দেওয়া হয়। ক্যাম্প মার্কেটে দেওয়ার পর এগুলোর অ্যাকসেস হলে কক্সবাজার বা অন্য কোনো লোকাল মার্কেটে দেওয়া হয়। প্রকল্প থেকে এ ধরনের যোগাযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এগ্রিগেশন সেন্টারগুলোকে প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা করা হচ্ছে।

এ প্রকল্প থেকে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলে কর্মসংস্থানে প্রবেশ করিয়ে তাঁদের মূল ধারার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার ফলে উৎপাদন বাড়ছে। তাঁরা উপার্জন করছেন বিভিন্ন সেবামূলক খাত থেকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশের অর্থনীতিতে তাঁরা অবদান রাখছেন।

উপকারভোগীর দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রকল্পগুলো উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলছে। কেউ গাড়ি চালনায়, কেউ তথ্যপ্রযুক্তিতে, কম্পিউটার বেসিক এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্সে, কেউ

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে, কেউ ফ্রিল্যান্সিংয়ে, কেউ পোশাক তৈরি, কেউ ইলেক্ট্রিক্যাল লাইনে, কেউ ইলেক্ট্রনিক্সে, কেউ এয়ার কন্ডিশনিং, কেউ বা অন্য অনেক বিষয়ে দক্ষতা লাভ করছেন এবং এসব খাতে তাঁদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা পরীক্ষাও করা হচ্ছে। যেমন– 'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' প্রকল্প থেকে এনএসডিএ-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তারা ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করে।

'কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে যুব উন্নয়ন একাডেমিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে। কেননা এ কেন্দ্র প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলে। এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যে সাড়ে ৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে তাদেরও নানা ধরনের দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করছে। তারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে কখনো পরিচালন বাজেট থেকে, আবার কখনো উন্নয়ন বাজেট থেকে।

বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ

আর্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সোলার সিস্টেম চালু করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমেই বাংলাদেশে প্রথম অনগ্রিড সোলার সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে। দিনেরবেলায় যখন বিদ্যুৎ থাকবে তখন সূর্যের আলোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এ থেকে কেবল আমাদের চাহিদাই পূরণ হবে না, তা ন্যাশনাল গ্রিডেও যোগ হবে। ফলে দেশের যে বিদ্যুৎ চাহিদা তার ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে। ঘন ঘন লোডশেডিংও হবে না। মানুষের বিদ্যুৎ খরচও কম হবে।

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস

'৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় সারাদেশের জনগোষ্ঠি উপকৃত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)', 'Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)'. 'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' . 'Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project' এ প্রকল্পগুলো সরাসরি নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। আর্ন প্রকল্পে ৬০% নারী, আইজেক প্রকল্পে ৪০% নারী, টেকাব প্রকল্পে

৫০% নারী উপকারভোগী রাখা হয়েছে। আর 'Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)' এর পুরো কার্যক্রমই নারীদের নিয়ে। ফলে নারীরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিজেদের যোগ্য করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ছে। এতে করে পরিবারের উপর তাঁদের নির্ভরশীলতা কমছে। তাঁরা নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছেন বিধায় তাঁদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত হচ্ছে এবং পরিবারে আর্থিক সহায়তা করতে পারছে। পরিবার ও সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

রান্না সহজতর হওয়া, জ্বালানি সংকট নিরসন ও জৈব সার

ইমপ্যাক্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে রান্না সহজতর হয়েছে এবং সময়ও সাশ্রয় হয়। এর ফলে গৃহিণীরা রান্না বাদেও বাড়ির অন্যান্য কাজে বেশি সময় দিতে পাচ্ছেন। সাশ্রয়ী সময়ে নারীরা কুটিরশিল্পের কাজ করছেন, বাচ্চাদের বেশি সময় পড়াতে পাচ্ছেন এবং হাঁস-মুরগি পালন ও গরু পালন করতে পারছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমেছে। সংসারের সামগ্রিক আয়ে গৃহিণীরাও ভূমিকা রাখতে পাচ্ছেন।

আমাদের গ্রামীণ জনপদে মানুষের তীব্র জ্বালানি সংকট রয়েছে। এ সংকট পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে এবং এটি দেশব্যাপী চলমান। সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের মানুষ সহজে রান্না করতে পারছে এবং অন্যান্য চাহিদাও তারা পূরণ করছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে যে বর্জ্য পাওয়া যায় তা জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব

যেকোনো দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে দেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার কাণ্ডারি ভূমিকা পালন করে সেই দেশটির যুবসমাজ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণে নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তা প্রকল্প (১৯৮৬-১৯৯০)

'প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তা প্রকল্প'টি বাংলাদেশ সরকারের যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পটির কার্যক্রম স্থায়ী প্রকৃতির। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল যুবদের প্রশিক্ষণ দান, আত্মকর্মসংস্থান, ঋণ প্রদান, যুবদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সেমিনার, কর্মশালা, প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সফল যুবক ও যুবনারীদের পুরস্কার প্রদান, সংগঠনকে অনুদান, পরিবেশ উন্নয়ন, যুব সংগঠনভিত্তিক কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, যুব বিনিময়, যুব নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায় যুব কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ট্রেডে ১৩৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৯২,৩০৮ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং দেশের সকল জেলা ও বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন ট্রেডে মোট ১৭৮টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

প্রকল্পটি যুবদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এই প্রকল্পের আওতায় যুবরা বিভিন্ন মেয়াদী দপ্তর বিজ্ঞান, স্টেনো-টাইপিং, পোষাক তৈরি, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ হয় এবং পরবর্তীকালে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যুবদের কোনো অর্থ খরচ হয়নি, বরং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষিত যুবদের নির্ধারিত হারে অনুদান হিসেবে প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করা হয়েছিল। প্রতিবছর জাতীয় যুব দিবসে সফল আত্মকর্মী যুবদের দৃষ্টান্তমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ করা হয়, যা যুবদের কাজের প্রতি আগ্রহ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা যাতে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য কোনো বন্ধক ছাড়াই স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

প্রকল্পটি যুবদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান বাজারব্যবস্থায় যাঁরা মাছ কিংবা মুরগি সরবরাহ করে তাঁরা এই প্রকল্প থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

দেশের এক তৃতীয়াংশ যুবসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে 'গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা' বিষয়ক ত্রৈমাসিক আবাসিক কোর্স চালু করা হয়েছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৯৭৯-১৯৮০ সালে সাভার, সিলেট ও রাজশাহীতে আবাসিক ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ভর্তির প্রচণ্ড চাপ লক্ষ করে পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে রংপুর ও বরিশালে আরো দুটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এছাড়াও ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থবছরে চট্টগ্রামের হাজী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল। ১৯৯৫-২০০৩ অর্থবছরে ৫৮৬৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরো ১১টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় ২১,১০০ জন কর্মপ্রত্যাশী নারী-পুরুষকে গবাদি পশু, হাঁস- মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এছাড়াও বিদ্যমান দশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলে যুব সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ২০০৩ সালে বগুড়া জেলায় বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিউটিফিকেশন অ্যান্ড হেয়ার কাটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি বা এইডস বিষয়ক কোর্স, পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্সে যুবদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল।

এই প্রকল্প থেকে শিক্ষিত হয়ে যুবসমাজ একদিকে যেমন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এই প্রকল্পটিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম এবং কর্মমুখী পেশার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বিধায় প্রশিক্ষিত যুবরা ভেতর থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছিল। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা শতকরা ৭৫ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে, যা যুবদের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি বেকারত্বের কারণে তৈরি হওয়া হতাশা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবসমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প (১৯৯৫-১৯৯৮)

'যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবসমাজকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প'টি মাত্র দুই কোটি টাকার ক্ষুদ্র প্রকল্প। প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে UNFPA-এর সহযোগিতায়। এই প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৮ সালে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজের এলাকাভিত্তিক ক্লাবগুলোকে সচল রাখা ও ক্লাবগুলোর মাধ্যমে এলাকার যুবসমাজকে মোটিভেশন দেওয়া। ক্লাবগুলোর কার্যক্রমের মধ্য অন্যতম ছিল এলাকার আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল ব্যক্তিদের

চিকিৎসা সুবিধা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ক্লাবসমূহের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা শিক্ষা, যুব ক্লাবের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক জরিপ, স্থানীয় সংঘে আলোচনা সভা, সক্ষম দম্পতিদের নিয়ে সভা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি, হেলথ কার্ড কর্মসূচি, স্যানিটেশন কর্মসূচি, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করা হতো।

এই প্রকল্পের আওতায় মোটিভেশনাল প্রোগ্রামগুলোতে এলাকার ইমাম সাহেব, শিক্ষকসহ সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের রাখা হতো। প্রোগ্রামগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া যুবদের ভেতর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তারা অসামাজিক কার্যকলাপে না জড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ) (জানু ১৯৯১-জুন ১৯৯৯)

অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব সরাসরি দেশের গ্রামীণ পরিবারগুলোতেও পড়েছিল। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে সহজাত দারিদ্র্যের কারণে দেশের যৌথ পরিবারগুলো ক্রমান্বয়ে ভেঙে ছোটো ছোটো পরিবারে পরিণত হয়েছে। আবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে এই ছোটো পরিবারগুলোও বিত্তহীন বিচ্ছিন্ন পরিবারে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় দরিদ্র এই পরিবারগুলোতে দেখা দেয় পারিবারিক ও চিরায়ত মূল্যবোধের বিপর্যয়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে পারিবারিক নিবিড় বন্ধন সংরক্ষণ করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটি সংক্ষেপে 'থারডেপ' প্রকল্প হিসেবে পরিচিত। এই প্রকল্পটি মূলত ক্ষুদ্র ঋণদানের একটি প্রকল্প। এছাড়াও এই প্রকল্প থেকে দরিদ্র যুবগোষ্ঠীর জন্য নতুন নতুন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি, প্রকল্পের আওতাধীন উপকারভোগীদেরকে সাক্ষরতা, পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান দান, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় এই প্রকল্পটি ১৯৮৭ সালে ফরিদপুর জেলার সদরপুর এবং ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু দুটি থানায় কাজ শুরু করেছিল। সরকারি এই প্রকল্পে পরবর্তীকালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক যুক্ত হয়। থারডেপের ১ম ও ২য় পর্বের সাতটি থানার সঙ্গে নতুন ২৫টি থানা একত্রিত করে মোট ৩২টি থানায় থারডেপের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।

থারডেপ প্রকল্প থেকে দরিদ্র ভূমিহীন যুবগোষ্ঠী আয় উপার্জক পেশায় কার্যকর প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ পেয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণকারী যুবদের ভেতর পরিবার পরিকল্পনা, শিশু স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। এই প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা আত্মকর্মসংস্থানের একটি সুযোগ পেয়েছিল। এর ফলে যুবদের ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়নি। তারা দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক সংকট উত্তরণ করে তুলনামূলক একটি স্বস্তিদায়ক জীবন পেয়েছিল।

প্রো-অ্যাক্টিভ ইনভলমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ অন পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (১৯৯৬-২০০২)

'প্রো-অ্যাক্টিভ ইনভলমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ অন পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'টি UNDP-এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প। এটিও একটি ক্লাবভিত্তিক প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল এলাকার যুব ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা, এলাকা উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং এলাকার যুবনারী এবং গরীব জনসাধারণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। এই প্রকল্পের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো ক্লাবের ছেলেমেয়েরাই এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করত এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ছিল তা বহন করেছে এ প্রকল্প। এই প্রকল্প স্থানীয় উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। যেমন– রাস্তাঘাট মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি। প্রকল্পটি যুবদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

অ্যান ইনিশিয়েটিভ ফর ইম্প্রুভিং রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অব অ্যাডোলসেন্ট গার্লস ইন বাংলাদেশ থ্রো পিয়ার এডুকেশন অ্যান্ড পার্সোন্যাল সোশ্যাল এডুকেশন (এআরএইচ) প্রকল্প (২০০১-২০০৪)

এ আর এইচ প্রকল্পটি মূলত প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর কাজ করেছিল। এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্লাব থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি এনে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ মানুষকে মোটিভেশন দিত। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল মোটিভেশন প্রদান। তারা এলাকার সাধারণ মানুষকে বোঝাত দুটি সন্তান লালন-পালনের আয় দিয়ে পাঁচটি সন্তান লালন-পালন সম্ভব নয়। তারা মূলত বিভিন্ন সেমিনার কিংবা কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণ, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলেছিল।

প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সরবরাহ প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৪)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলো যখন শুরু হয় তখন উপকরণ অনেক কম ছিল। মুরগির হ্যাঁচারি, উন্নতজাতের গাভীর স্বল্পতা ছিল। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও উপকরণ সহায়তা দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পটি ১৯৯৭ সালে শুরু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মূল কাজ ছিল যারা আত্মকর্মসংস্থান করতে চায় তাদের কাছে সরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে উপকরণগুলো বিনামূল্যে সরবরাহ করা। পরবর্তীকালে প্রশিক্ষিত যুবরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে এই প্রকল্প থেকে গ্রহণকৃত উপকরণের মূল্য অল্প অল্প করে পরিশোধ করত। এই প্রকল্পের প্রভাব ভালো ছিল। স্বল্পমূল্যে আত্মকর্মসংস্থানের কাঁচামালের সরবরাহ করাই ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পটির কারণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা প্রশিক্ষণের পরপরই সরাসরি আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারত। ব্যবসায় মূলধন সংগ্রহে তাদেরকে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো না।

কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (দ্বিতীয় সংশোধিত, ১৯৯৮-২০০৬)

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবদের কোনো কারিগরি শিক্ষা বা দক্ষতা নেই। ফলে তারা কর্মসংস্থান জোটানো বা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এই সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এই প্রকল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বিভিন্ন মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি কীভাবে মেরামত করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমদিকে ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, খুলনা ও বরিশাল এই পাঁচটি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলাতেই প্রথম কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীকালে প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করে সারাদেশের রেফ্রিজারেশন, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়্যারিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রম এখনো চলমান আছে। প্রকল্পটির ফলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে এসব বিষয়ে তাদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে। এই প্রকল্পগুলো চালু ছিল বলেই উচ্চমূল্যে বেসরকারি খাতগুলো প্রশিক্ষণ দিতে পারেনি। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার ও ফ্রিল্যান্সিংয়ে দক্ষ একটি যুব সম্প্রদায় তৈরি করা গেছে, যারা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারছে।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত, ১৯৯৮-২০০৬)

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রটি ছিল মূলত মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, কর্মশালা, যুব গবেষণা প্রকাশনা, বিভিন্ন মানবীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করা। এই প্রকল্পটির প্রাথমিক মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৮-২০০৩। পরবর্তীকালে এটির মেয়াদকাল ২০০৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ভেতর সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২০১২-২০১৬)

উত্তরবঙ্গের সাতটি এলাকা, যেমন– রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর জেলার ২৩ হাজার কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই ছিল এই প্রকল্পের মূল

উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও নার্সারি বিষয়ে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের যুবসমাজে বেকারত্ব কমেছে।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২০১২-২০১৭)

প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দিতে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পে যুবদের দারিদ্র্য দূর করে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটি থেকে যুবক ও যুবনারীরা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি, এইচআইভি প্রভৃতি বিষয়ে শিখতে পেরেছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্য নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। সর্বোপরি, এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা যুবদের ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি অ্যালিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইম্প্যাক্ট, ২য় পর্যায়, ২০১৪-২০১৯)

এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য গবাদিপশু ও মুরগির উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩১,০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে, যা আমাদের পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ভূমিকা রেখেছে।

ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি অ্যালিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (সংশোধিত, ০১ জুলাই ২০০৬-৩০ জুন ২০১১)

জাপান সরকারের জেডিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গবাদিপশু ও মুরগির খামার স্থাপন এবং সম্প্রসারণ, খামারের বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে, বৃক্ষনিধন হ্রাস পেয়েছে এবং নারীরা ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে রান্নার কাজ করছে। খামারের বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার ফলে প্রকল্প

এলাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩,৪৭১টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

ইয়ুথ অ্যামপাওয়ারমেন্ট থ্রু লাইফ স্কিলস এজুকেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিজ (০১ জুলাই ২০০৬-৩০ জুন ২০১২)

ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকার উপায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলায় ৫০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। মূল কর্মসূচির অতিরিক্ত হিসেবে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন কর্মসূচি সিলেট, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, নাটোর ও যশোর জেলার ০৯টি উপজেলায় ১০টি ক্রীড়া ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যাপক অবদান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭,৭৯৪ জনকে সচেতন করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং ২৭,০৭৩ জনকে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ (০১ জুলাই ২০০৮-৩০জুন ২০১৩)

প্রকল্পটি জাপান সরকারের জেডিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলায় কম্পিউটার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত কম্পিউটারসমূহ ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের প্রায় ১২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যুব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং যুবঋণ কর্মসূচির তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ডেটাবেইজে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশ থেকে এক হাজার যুব সংগঠনকে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিজ নিজ এলাকার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিটি যুব সংগঠনকে একটি করে কম্পিউটার এবং লাভজনক প্রকল্পের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দশ হাজার টাকা করে মূলধন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এক হাজার যুব সংগঠনের প্রতিটি থেকে ২২ জন করে ২২ হাজার জনকে ১০ দিন মেয়াদি এবং ১ জনকে ১ মাস মেয়াদি কম্পিউটার বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সংগঠনের নিজ নিজ এলাকার ৩৬০ জন করে যুবক ও যুবনারীকে বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুক প্রথা, ইভটিজিং, মাদকদ্রব্যের

অপব্যবহার, ধূমপান, জনসংখ্যা সমস্যা, নারী ও শিশু পাচার, এইচআইভি, এইডস ইত্যাদি বিষয়ে ২ দিন মেয়াদি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

প্রজেক্ট অন কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি অ্যামপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর ডিসেনফ্রান্সাইড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (০১ জুলাই ২০০৮-৩১ ডিসেম্বর ২০১২)

প্রকল্পটি জাপান সরকারের জেডিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তায় মোট ১৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ কম। এ অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এ প্রকল্পটির মাধ্যমে করা হয়েছিল। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমাণ ইন্টারনেট সুবিধা, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগের ৩৬টি উপজেলায় কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৬৪ জন এবং প্রকল্প শেষে ৮৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকায় থেকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। অনেকের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকায় থেকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

অবশিষ্ট ৪১ জেলায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২০০৫-২০১১)

প্রকল্পের আওতায় ইলেট্রিক্যাল অ্যাণ্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন অ্যাণ্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪,৯৮০ জন এবং মেয়াদ শেষে মোট ৩৪,২৮৭ (৯৮%) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং-এর কাজ, রেফ্রিজারেশন, এয়ারকন্ডিশন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, টিভি, ভিসিডি, কম্পিউটার মনিটর, শ্যালো মেশিন, জেনারেটর, কার এসি, স্প্লিট টাইপ এসি ইত্যাদি মেরামত এবং মোবাইল সেট

সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ব্যাপক অবদান রাখছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আইএমইডি'র উদ্যোগে 'পিএমআইডি' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করেছে। 'পিএমআইডি' তাদের সমীক্ষায় এ প্রকল্পের তিনটি ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট ১১৪৭ জন যুবক ও যুবনারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মান ভাল বলেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষিত যুবদের ব্যক্তিগত মাসিক গড় আয় ছয় হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তাদের পরিবারের মাসিক গড় আয় ১২ হাজার টাকা থেকে ১৮ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও তাদের অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পগুলো অধিদপ্তরের লক্ষ্যপূরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অধিদপ্তর সমৃদ্ধতার পথে এগিয়ে যেতে প্রকল্পগুলো সিঁড়ি হিসেবে কাজ করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য প্রভাব

বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো ছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভবিষ্যৎ কিছু প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নিচে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব উল্লেখ করা হলো।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উপজেলা পর্যায়ে যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকে আরো এগিয়ে নিতে সরকারিভাবে ২য় পর্যায়ে এই প্রকল্পটি শুরু করা হবে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্থানীয় কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি। এই প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস হবে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে যুবরা নিজ নিজ এলাকায় কৃষিভিত্তিক খামার গড়ে তুলতে পারবে। যুবদের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে। যুবদের মধ্যে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

শিক্ষিত যুবদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বিপণন ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের উদ্যোক্তায় রূপান্তর প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শিক্ষিত যুবক ও যুবনারীকে ই-কমার্স, ড্রপশিপিং ও লজিস্টিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল মার্কেট প্লেসে কর্মসংস্থান তৈরি করা। এছাড়াও এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষিত ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের নিয়ে যুব উদ্যোগ ইকোসিস্টেম তৈরি এবং তাদের তৈরিকৃত পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব হবে।

তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে যুবদের মেধা ও দক্ষতাকে সম্পৃক্ত করা যাবে। এই প্রকল্পে ২৪০০ জনকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম মনিটরিং ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

যুব উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে উৎসাহিত করা যাবে। এর ফলে এই যুবদের দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুবদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষিভিত্তিক খামার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে খামারে উৎপাদিতে পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা হবে। এ প্রকল্প থেকে মোট ১৫,০০০ জনকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য কেয়ারগিভার তৈরি প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অতিবৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষদের মানসম্পন্ন, আরামদায়ক ও অর্থবহ জীবনযাপনে সহায়তার লক্ষ্যে দক্ষ পেশাজীবী তৈরি করা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বনির্ভরশীল উদ্যোক্তা তৈরি হবে। আবার একইসঙ্গে কর্মপ্রত্যাশী যুবসম্প্রদায়কে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা যাবে। এমনকি স্বাস্থ্যখাতের এই দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করাও যাবে। এই প্রকল্পে ৩,০৮০ জন কেয়ারগিভার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি প্রকল্প

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় ৩৮,৪০০ জনকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এসব প্রশিক্ষিত যুবরা মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বিধায় তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। উপকারভোগী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে NEET (Not in Education, Employment or Training)- যুব'র হার কমবে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ প্রকল্প

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন, পুরুষ-নারী হোস্টেল, ডাইনিং ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে

পালনের ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের উদ্বুদ্ধ করে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারবে। আত্মকর্মী যুবদের প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতির কারণে সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ৬৪টি জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এআই বিষয়ক প্রশিক্ষক তৈরি করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলায় ৯,৬০০ জন শিক্ষিত যুবক ও যুবনারীকে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে এআই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এসব শিক্ষিত যুবরা এআই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং তারা স্বাবলম্বী হয়ে আয় বৃদ্ধি করবে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র্য হ্রাস পাবে বিধায় সমাজের উন্নয়ন ঘটবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে।

জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ়করণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্প (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮)

প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের মোট ১২,৮৮০ সদস্যকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে আহত ও শহীদ পরিবারের ১২,৮৮০ সদস্যের বিভিন্ন শিল্পকারখানায় বা কোম্পানীতে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের ফলে ১২,৮৮০ পরিবার স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক

প্রকল্পের আওতায় ৭৯৫টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সীমান্ত এলাকার ৩২টি জেলার ২৬৫ উপজেলার সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

বাস্তবায়নের ফলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকবে, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ২৮,৫৬০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবকে যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষ গাড়ি চালকদের পরিবহণসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহন চালনায়ও অনেক দক্ষ গাড়ি চালকের কর্মসংস্থান হবে। অনেকে নিজস্ব যানবাহন চালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

সপ্তম অধ্যায়

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের SWOT Analysis

০১. **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত)** প্রকল্প সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. যৌক্তিকভাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীসহ উন্নয়ন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে সক্ষমতা; ২. যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি; ৩. পরিবেশের উন্নয়ন; ৪. উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা; ৫. রান্নার কাজে কাঠ ও সিলিন্ডার গ্যাসের জ্বালানির নির্ভরতা হ্রাস; ৬. পোল্ট্রি বা গবাদি পশুর মলমূত্র অনেকাংশেই পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি; ৭. খামার মালিকদের নিজস্ব জমিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন হওয়ায় আলাদাভাবে খামার তৈরির জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়নি;	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. প্রকল্পের নামকরণ, কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা না থাকা; ২. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে, বিশেষ করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বভুক্ত খাতের নিয়মিত জনবলের সম্পৃক্ততা না থাকা; ৩. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টগুলো ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে উপকারভোগীদের করণীয় কী হবে সে বিষয়ে এক্সিট প্লানে কোন কিছু উল্লেখ না থাকা;
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. উপকারভোগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ; ২. গ্রামের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সমন্বিত খামার স্থাপনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; ৩. বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কারণে ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ৪. রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে; ৫. পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাস;	**ঝুঁকি (Threats)** ১. সময়মত এবং নিয়মিত কাঁচামালের যোগান না থাকলে বায়োগ্যাস প্লান্ট বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি; ২. উপযুক্ত স্থানের অভাবে ত্রুটিপূর্ণ প্লান্ট স্থাপন এবং বন্যার সময় পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি এবং ৩. সঠিক কর্মপরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সমুদয় অবর্তক ঋণ উপকারভোগীদের কাছ থেকে উত্তোলন না করার ঝুঁকি। ৪. নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্পের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। অন্যথায় ভবিষ্যতে প্লান্টের

	ত্রুটি-বিচ্যুতি মেরামতের অভাবে প্লান্টটি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। উল্লেখ্য প্রতিটি বায়োগ্যাস প্লান্টের আয়ুস্কাল ৩৫ বছর বা তদুর্দ্ধ।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৫ সাল পর্যন্ত ৭৬,২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৬২০০টি পারিবারিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যয় কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বায়োগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প, ফলে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে। রান্নার কাজে লাকড়ী ও সিলিন্ডার গ্যাসের নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। পোল্ট্রি বা গবাদি পশুর মলমূত্র পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলেনি। খামার মালিকদের নিজস্ব জমিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হওয়ায় অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হয়নি এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা প্রকল্পের সফলতা হিসেবে দেখা হয়। এছাড়া উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহযোগিতা শেষে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্প থেকে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো প্রকল্পের নামকরণ, কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এটি প্রকল্পের নাম হলেও এর কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা নেই। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে, বিশেষ করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বভুক্ত খাতের নিয়মিত জনবলের সম্পৃক্ততা নেই, যা প্রকল্পের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টগুলো ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে উপকারভোগীদের করণীয় কী হবে সে বিষয়ে প্রকল্পের এক্সিট প্লানে কোনো কিছু উল্লেখ ছিল না বলে প্রকল্প কতটুকু টেকসই হবে তা নিশ্চিত করা যায় না।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

এই প্রকল্পে উপকারভোগীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে। গ্রামের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সমন্বিত খামার স্থাপনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কারণে ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি জৈব সার তৈরি হচ্ছে প্লান্ট থেকে। ফলে কৃষকদের রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে জিরো কার্বন নিঃসরণ হয়, যা পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঝুঁকি (Threats)
বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু রাখতে সময়মতো এবং নিয়মিত কাঁচামালের যোগান না পেলে প্লান্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বন্যাকবলিত অঞ্চলে বায়োগ্যাস প্লান্ট ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করলে দ্রুতই প্লান্টটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকল্পে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রকল্পের SWOT Analysis থেকে দেখা যায় প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে উঠে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে প্রকল্পের উপকারভোগী লাভবান হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০২. **যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. দক্ষ গাড়ি চালক তৈরি; ২. পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি; ৩. দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি; ৪. ৪০,০০০ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫. লাইসেন্স প্রদান।	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. সময় ও প্রশিক্ষণের মেয়াদের স্বল্পতা; ২. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সুযোগ না থাকা;
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে; ২. প্রশিক্ষণার্থীরা কেউ নিজের গাড়ি চালাচ্ছে, আবার কেউ ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে এবং ৩. প্রশিক্ষণ শেষে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।	**ঝুঁকি (Threats)** কোভিড মহামারী ব্যতীত ঝুঁকি নেই।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)
দেশে পরিবহণ খাতের জন্য দক্ষ গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে ৪০,০০০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর মধ্যে ২১,৩৪১ জন পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন। বাকিদের লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই দেশে-বিদেশের পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে অথবা আত্মকর্মসংস্থানে আছেন। গাড়িচালনা সম্পর্কে

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা তাঁদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন এবং ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচন করেছেন, যা প্রকল্পের সবল দিক হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)
প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো প্রশিক্ষণ সময় এবং মেয়াদের স্বল্পতা। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি ব্যাচের মেয়াদ ছিল ১ মাস, এই স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম বছরে করোনা মহামারীর কারণে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)
দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৪০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে যানবাহন চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশে-বিদেশে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের অথবা ভাড়া করা গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে, যা তাঁদের শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

ঝুঁকি (Threats)
প্রকল্পের একমাত্র ঝুঁকি ছিল কোভিড মহামারী। কোভিড আক্রমণের কারণে প্রথম বছর দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল।

প্রকল্পের SWOT Analysis থেকে দেখা যায়, কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য যানবাহন প্রকল্পটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তবে প্রকল্পের মেয়াদ ও সময় স্বল্পতা রোধ করে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া গেলে প্রশিক্ষণার্থীরা আরো দক্ষ চালক হিসেবে গড়ে উঠবে। এসব দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে, সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগীদের উপকার হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে যাবে।

০৩. **টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড্ রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প– ২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. প্রকল্পের আইসিটি শিক্ষা যুবদের আধুনিক যুগের সাথে সম্পৃক্ত করছে; ২. নেশাগ্রস্ত না হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. প্রশিক্ষকদের স্বল্প বেতন-ভাতা; ২. গাড়ি সংকট; ৩. স্বল্প শিক্ষিত যুবদের (যাদের

দিয়ে জ্ঞান লাভ করে যুবরা আরো গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারছে; ৩. গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ; ৪. গ্রাম ও শহরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস এবং ৫. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।	শিক্ষাগত সার্টিফিকেট নেই) অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা; ৪. গাড়ির নিরাপত্তা না থাকা।
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. প্রকল্পের আইসিটি শিক্ষা যুবদের আধুনিক যুগের সাথে সম্পৃক্ত করছে; ২. প্রশিক্ষণ যুবদের আরো গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করছে; ৩. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ; ৪. গ্রাম ও শহরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস; ৫. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি; ৬. এই প্রকল্প ভবিষ্যতের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছে।	**ঝুঁকি (Threats)** ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের অভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে না পারা।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের যুবসমাজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সচেতন হচ্ছে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রযুক্তিগত পার্থক্য কমছে। নিজ নিজ উপজেলায় বসবাস করে বিনামূল্যে যুবক ও যুবনারীরা কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। প্রকল্পের গাড়িতে ল্যাপটপ থাকে বিধায় প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারছে। কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল। এ প্রশিক্ষণ থেকে যে জ্ঞান লাভ করলো, পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্জিত জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে চাকরির বাজারে নিজেকে আরো বেশি উপযোগী করে তুলতে পারবে। প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার যুবদের কষ্ট করে জেলা শহরে আসতে হয়নি। কেননা প্রকল্পের গাড়ি তাদের কাছাকাছি অবস্থান করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ফলে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

এই প্রকল্পের প্রশিক্ষকদের জন্য যথেষ্ট বেতন বরাদ্দ করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় প্রকল্পের গাড়ি গিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

হলেও গাড়ি সংকট এবং গাড়ির নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। স্বল্প শিক্ষিতদের সার্টিফিকেট না থাকার কারণে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবক ও যুবনারীদের আইসিটি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আধুনিক যুগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে গ্রাম ও শহরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করে তাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ আরো উন্নত ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে।

ঝুঁকি (Threats)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষণ দেওয়া, কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ক্রয়ের সক্ষমতা না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে অসুবিধায় পড়ছে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবল দিক কাজে লাগাতে পারলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের কল্যাণ হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা) সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রকল্প; ২. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন; ৩. প্রচুর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে; ৪. কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং ৫. বাজার চাহিদাসম্পন্ন প্রশিক্ষণের প্রকল্প।	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. ইন্টারনেটের গতি কম; ২. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি; ৩. প্রতি মাসে পরিদর্শনের হার বাড়ানো; ৩. পরিদর্শনে সরকারি কর্মকর্তার পাশাপাশি সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের না রাখা; ৪. পরিদর্শন টিমের জন্য পরিবহণ ও টিএ/ডিএ-র ব্যবস্থা রাখা এবং ৫. ফ্রিল্যান্সারদেরকে বায়ারদের সাথে যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সময়ের হেরফের হওয়ার কাজ পাওয়া ও ডেলিভারি দেওয়ায় কিছুটা জটিলতা দৃশ্যমান।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)	ঝুঁকি (Threats)
১. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ; ২. কর্মসংস্থানেরও সুযোগ; ৩. বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে; ৪. ঘরে বসেই কাজের সুযোগ; ৫. সরকারি চাকরিতে প্রবেশে সুবিধা ও সুযোগ তৈরি এবং ৬. নিজে বস (প্রতিষ্ঠান প্রধান) হওয়ার সুযোগ।	কাজ পেতে হলে এবং ভালো ফলাফল আনতে হলে লেগে থাকতে হবে। লেগে না থাকতে পারলে এটিই হবে ঝুঁকি।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

এ প্রকল্পের অন্যতম সবল দিক হলো প্রকল্পটি সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোনো দাতা সংস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। এছাড়া এই প্রকল্পটি শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য, ফলে দেশের প্রচুর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এছাড়া যুবক ও যুবনারীদের মধ্যে এ প্রকল্পটির ব্যাপক চাহিদা দৃশ্যমান।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পের দুর্বল দিকের মধ্যে অন্যতম ইন্টারনেটের গতি কম। শহর অঞ্চলে ইন্টারনেটের গতি কিছুটা বেশি থাকলেও গ্রামাঞ্চলে এই গতি অনেক কম। ফলে ফ্রিল্যান্সারদের কাজ করতে গিয়ে বেগ পেতে হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন ইলেকট্রিসিটির ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের হার অত্যন্ত কম ছিল এবং পরিদর্শন টিমের জন্য পরিবহণ ও টিএ ডিএ-র ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফ্রিল্যান্সারদের বায়ারদের সাথে যোগাযোগ ও দুই দেশের সময় হেরফের হওয়ায় কাজ পাওয়া ও ডেলিভারি দেওয়ায় কিছুটা জটিলতা দৃশ্যমান।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে দেশের বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং যেহেতু অনলাইনভিত্তিক কাজ সেহেতু প্রশিক্ষণার্থীরা ঘরে বসেই কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছে। নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করছে। তাই কারো মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে না। তাছাড়া কেউ কেউ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নিজে প্রধান হয়ে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানেও চাকরির সুযোগ রয়েছে।

ঝুঁকি (Threats)

ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রথম দিকে কাজ পেতে অনেকের অনেক সময় লাগে। এতে অনেকে ধৈর্য হারা হয়ে পড়ে। কাজ পেতে হলে এবং ভালো ফলাফল আনতে হলে লেগে থাকতে হবে। লেগে না থাকতে পারলে এটিই ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, ফ্রিল্যান্সিং একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রকল্প। বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ধীর গতি, ইলেকট্রিসিটির সমস্যা এবং ভাষাগত দুর্বলতার কারণে কাজ পেতে সময় লাগে। ফলে অনেকে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। এসব দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগী লাভবান হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৫. **দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)**
১. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে; ২. প্রশিক্ষণার্থীরা আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা পাচ্ছে; ৩. উন্নত পরিবেশে মানস্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; ৪. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে মেন্টরিং প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে; ৫. প্রশিক্ষণার্থী মানস্মত প্রশিক্ষণ নিয়ে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারছে; ৬. কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা প্রশিক্ষণ-উত্তর আয় করতে পারায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। দিন দিন এ প্রকল্পের ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে; ৭. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সাররা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	১. প্রচার-প্রচারণা, নিবিড় তদারকি ও অন্যান্য কাজে জেলার উপপরিচালকদের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা না রাখা; ২. ভর্তি প্রক্রিয়া একযোগে সব জেলায় করা এবং কম্পিউটার ও ল্যাপটপ আছে এমন প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া; ৩. প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ না থাকা এবং প্রকল্প থেকে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সরবরাহের সংস্থান না থাকা; ৪. জেলা পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা না থাকা; ৫. জেলা পর্যায়ে নিবিড় তদারকি না থাকা।
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)	**ঝুঁকি (Threats)**
১. উন্নত পরিবেশে মানসম্মত প্রশিক্ষণ গ্রহণ; ২. বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের	সাফল্যের মূলভিত্তি হলো দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও লেগে থাকা। পরিশ্রমবিমুখতা ও লেগে না থাকতে

পাশাপাশি যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা; ৩. প্রশিক্ষণোত্তর মেন্টরিং ক্লাসের সুবিধা; ৪. ঘরে বসে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়; ৫. নারী প্রশিক্ষণার্থীর ঘরে বসে স্বাবলম্বী হওয়া; ৬. দেশের অর্থনীতিতে বিশাল ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।	পারা বিফল হওয়ার অন্যতম কারণ। এটিই ঝুঁকি।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

প্রকল্পের সবল দিক হলো ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে; প্রশিক্ষণার্থীরা আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা পাচ্ছে; উন্নত পরিবেশে মানস্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরিং প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে; প্রশিক্ষণার্থীরা মানস্মত প্রশিক্ষণ নিয়ে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারছে; কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা প্রশিক্ষণ-উত্তর আয় করতে পারায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত; দিন দিন এ প্রকল্পের ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সাররা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তাছাড়া এ প্রকল্পটি সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোনো উন্নয়ন সহযোগীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। যুবক ও যুবনারীদের মধ্যে এ প্রকল্পটির ব্যাপক চাহিদা দৃশ্যমান।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলোর মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কাজ স্থানীয় প্রতিনিধি কর্তৃক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না থাকা; প্রচার-প্রচারণা, নিবিড় তদারকি ও অন্যান্য কাজে জেলার উপপরিচালকদের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা না রাখা; ভর্তি প্রক্রিয়া একযোগে সব জেলায় করা এবং কম্পিউটার ও ল্যাপটপ আছে এমন প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া; প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ না থাকা এবং প্রকল্প থেকে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সরবরাহের সংস্থান না থাকা; জেলা পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণা এবং নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা না থাকা।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

প্রকল্পের সুযোগগুলো হলো উন্নত পরিবেশে মানসম্মত প্রশিক্ষণ গ্রহণ; বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা; প্রশিক্ষণোত্তর মেন্টরিং ক্লাসের সুবিধা; ঘরে বসে বিনা পুঁজিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়; নারী প্রশিক্ষণার্থীর ঘরে বসে স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং তারা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ঝুঁকি (Threats)

সাফল্যের মূলভিত্তি হলো দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও লেগে থাকা। পরিশ্রমবিমুখতা ও লেগে না থাকতে পারা বিফল হওয়ার অন্যতম কারণ। এটিই ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, ফ্রিল্যান্সিং একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রকল্প। পরিশ্রমবিমুখতা, বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ধীর গতি, ইলেকট্রিসিটির সমস্যা এবং ভাষাগত দুর্বলতার কারণে কাজ পেতে সময় লাগে। ফলে অনেকে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। এসব দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে উঠে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগী লাভবান হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৬. **৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো উপকরণ পাওয়ার পর সমৃদ্ধ হচ্ছে; ২. প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আরো দক্ষ ও আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে তোলা; ৩. মানসম্মত প্রশিক্ষণ; ৪. দক্ষ জনবল তৈরি; ৫. দারিদ্র্য হ্রাস; ৬. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ।	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা সরবরাহকৃত উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো না করলে নষ্ট হয়ে যাবে; ২. বাজেট ঘাটতির কারণে চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ না করতে পারা;
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. নতুন ও উপযুক্ত উপকরণ; ২. আধুনিক উপকরণ পেয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়েই উপকৃত; ৩. দক্ষতা লাভের সুযোগ; ৪. আত্মকর্মী হওয়ার সুযোগ; ৫. কর্মস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।	**ঝুঁকি (Threats)** সরবরাহকৃত উপকরণ যত্নের সাথে ব্যবহার ও ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)
তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে উন্নত করার লক্ষ্যে ৬৪ জেলায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সবল দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম ৬৪ জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষককে আরো দক্ষ ও আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করা হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে মানসম্মত প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজেদের দক্ষ হিসেবে তৈরি করছে। যার কারণে সহজেই কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে। উপকারভোগীদের দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)
বাজেট ঘাটতির কারণে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণ শেষে সরবরাহকৃত উপকরণ সঠিক নিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)
প্রশিক্ষণার্থীরা নতুন ও উপযুক্ত আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে আত্মকর্মী হিসেবে তৈরি করতে পারছে।

ঝুঁকি (Threats)
সরবরাহকৃত উপকরণ যত্নের সাথে ব্যবহার ও ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা প্রকল্পের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগীরা লাভবান হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৭. **কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. গুণগতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা; ২. আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনে প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাবে।
৩. দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবী তৈরি করা; ৪. প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করতে মাঠ পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং ৫. পুরাতন কারিকুলাম আপগ্রেড ও নতুন নতুন কারিকুলাম তৈরি করা।	
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. প্রশিক্ষণ কক্ষ, ল্যাব, আবাসন ও ডাইনিং-এর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং ২. আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।	**ঝুঁকি (Threats)** যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)
এ প্রকল্পের মাধ্যমে গুণগতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এখন (জুন ২০২৫) পর্যন্ত ৭৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসু ও প্রশিক্ষণার্থীবান্ধব করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরির জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিও ক্রয় করা হয়েছে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প মেয়াদে মে, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৭৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন– যা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা তথা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করেছে।
প্রশিক্ষণ আকর্ষণীয় করতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আবাসিক ভবন মেরামত ও সংস্কার, মাঠ সংস্কার, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সময়ের সাথে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম আধুনিকায়ন করে নতুন নতুন কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে নিজেকে পরিচিত করতে পারে।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)
প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কক্ষ, ল্যাব, আবাসন ও ডাইনিং সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোগ করা হয়েছে। যাতে তাদের প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি (Weakness & Threats)
প্রকল্পটি যদি টেকসই না হয় এবং পরবর্তীকালে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করা হয় তাহলে প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যা প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকি। এসব দুর্বলতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগীরা উপকৃত হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৮. **Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)** সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. এককালীন অনুদান প্রদান, অনুদানকৃত অর্থ অফেরযোগ্য; ২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক এ প্রকল্প সম্পন্নকরণ, ফলে বাড়তি বেতন লাগেনি; ৩. স্বল্প বাজেটের মধ্যেই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ৪. কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন; ৫. যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন এবং ৬. যুবসমাজকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা।	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. বাজেট স্বল্পতা; ২. ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া; ৩. ২০টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪. পুরুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা।
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ; ২. কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন; ৩. যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন এবং ৪. যুবসমাজকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা।	**ঝুঁকি (Threats)** ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে, অনুদানকৃত অর্থ অফেরতযোগ্য। প্রকল্প থেকে এখন (জুন ২০২৫) পর্যন্ত ৬৬০ জনকে ২০,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পন্ন করায় প্রকল্পের খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। স্বল্প বাজেটেই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ

ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যুবদের মাঝে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য ১০টি জেলায় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

প্রকল্পটি থেকে ২০ জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাত্র ১০টি জেলায় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আরেকটি দুর্বল দিক হলো প্রকল্পে পুরুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জীবনদক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। যুবসমাজ দক্ষ হয়েছে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হচ্ছে।

ঝুঁকি (Threats)

হঠাৎ করে ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং ২০টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা ডিপিপি-তে উল্লেখ থাকলেও মাত্র ১০টি জেলার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যার কারণে প্রকল্প ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, এ প্রকল্প উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থে চলে, তাদের হঠাৎ অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেওয়ায় প্রকল্প অনিশ্চয়তায় পড়েছে। এসব দুর্বলতা এবং ঝুঁকি কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগীরা উপকৃত হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

০৯. **Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar** প্রকল্প সহজে বোঝার জন্য SWOT Analysis ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

SWOT Analysis	
প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) ১. প্রশিক্ষণ শেষ করে বা মাঝপথেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে; ২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে এনএসডিএ-র মেলবন্ধন; ৩. বাজার সংযোগ;	**প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)** ১. কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্ব। ২. প্রকল্পের পুরো সুবিধা উপকারভোগীদের কাছে পৌছানোর আগেই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া।

৪. উদ্যোক্তা তৈরি; ৫. উৎপাদকদের মূল ধারার অর্থনীতির সাথে সংযোগ সাধন; ৬. প্রশাসনকে দক্ষ শ্রম বাজার বা ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে তোলা; ৭. নারীর ক্ষমতায়ন।	
প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities) ১. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি; ২. নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; ৩. বঞ্চিত যুবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তি এবং ৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে এনএসডিএ-র মেলবন্ধন।	**ঝুঁকি (Threats)** প্রকল্পের সম্পূর্ণ সুবিধা উপকারভোগীদের না দিতে পারা।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths)

প্রশিক্ষণ শেষ করে বা মাঝপথেই প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে এ প্রকল্পের ট্রেডগুলোতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীদের এনএসডিএ-র মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় বিধায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত সৃষ্টি হচ্ছে।
কৃষি ব্যবসায় স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা হচ্ছে, যাতে তারা ক্যাম্প এবং স্থানীয় বা বিদেশি বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদার সুযোগ নিতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছে। ফলে চাকরির বাজারে চাপ কম তৈরি হচ্ছে এবং তারাও প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

অতিদরিদ্র, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ, বিপরীত অভিবাসন, জনগণের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। দক্ষতা অর্জন করার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং মূলধারার বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখতে পারছে।
প্রশাসনকে দক্ষ শ্রম বাজার বা ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে তোলার জন্য এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
যুবনারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া ও কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পের পুরো সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে উপকারভোগীরা বঞ্চিত।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)

প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। একজন দক্ষ কর্মী সহজে কাজে প্রবেশ করতে পারছে। অনেকে নিজেই আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছে। কাজ করার ফলে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া যেসব যুবগোষ্ঠী বঞ্চিত ছিল প্রকল্পটি থেকে তারা অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছে। এনএসডিএ সার্টিফিকেট দেওয়ার কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহজ হয়েছে।

ঝুঁকি (Threats)

প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের সম্পূর্ণ সুবিধা উপকারভোগীদের না দিতে পারাই এ প্রকল্পের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রকল্পের SWOT Analysis করলে দেখা যায়, প্রকল্পের অর্থদাতাদের সাথে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকল্পের সম্পূর্ণ সুবিধা উপকারভোগীদের না দিতে পারায় দুর্বলতা এবং ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি ও দুর্বলতা কাটিয়ে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে সবলতাকে কাজে লাগাতে পারলে উপকারভোগীরা লাভবান হবে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধাবিত হবে।

অষ্টম অধ্যায়
প্রকল্প পরিচালকদের সাথে আলাপচারিতা

১.

ড. গোলাম মোঃ ফারুক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মজীবন সম্পন্ন করেছেন। তিনি যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পের নানা বিষয়ে ড. গোলাম মোঃ ফারুকের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ছিলেন হারুন পাশা।

পুরো প্রকল্পের প্রধান কিছু বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করব। প্রথমেই জানতে চাচ্ছি দক্ষ গাড়িচালক তৈরিতে এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কতটুকু কাজে এসেছে?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল- দক্ষ গাড়িচালক তৈরির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা। সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে গাড়ি চালনায় দক্ষতার অভাব। দক্ষ গাড়িচালক তৈরির ক্ষেত্রে আমরা প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি এবং পরবর্তীতে বিআরটিএ কর্তৃক বিধি মোতাবেক লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা (ফিল্ড টেস্ট) গ্রহণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞান তাঁদের দক্ষতা সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে।

এই প্রশিক্ষণের সুবিধা ছিল যে, প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং ট্র্যাক ও র‍্যাম্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ চালু ছিল অন্যদিকে প্রকল্পের আওতাধীন অটো-মেকানিক ও অটো-ইলেকট্রিশিয়ান কর্তৃক প্রকল্পের ওয়ার্কশপে রক্ষিত ডিজেল ও পেট্রল ইঞ্জিনের সাহায্যে অটো-মেকানিক্যাল ও অটো-ইলেকট্রিক প্রশিক্ষণও যুক্ত ছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্ধারিত প্রশিক্ষকের বাহিরে বিআরটিএ, বিআরটিসি, টিটিসি, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক রিসোর্স পার্সন হিসাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরিতে এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সন্তোষজনক পর্যায়ে কাজে এসেছে।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের জায়গায় পরিবহণ খাতে এ প্রকল্প কেমন সফলতা অর্জন করেছে বা আপনি কী দেখেছেন?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্যে দক্ষ গাড়িচালক তৈরির পাশাপাশি বেকার যুবদের জন্য পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের সফলতা অর্জন মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রকল্প চলাকালীন দেশের ৪০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক দেখা যায় প্রকল্পের তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণার্থী কাম লাইসেন্সধারী কর্মপ্রত্যাশী

যুবদের মধ্যে কারো কারো কর্মসংস্থান হয়েছে, কেহ কেহ আত্মকর্মসংস্থান করেছেন, কেউ কেউ বিদেশে ড্রাইভিং পেশায় যুক্ত হয়েছে, কেহ কেহ ওয়ার্কশপে গাড়ির মেকানিকের কাজ করছে, কেহ কেহ নিজেই ওয়ার্কশপ তৈরি করে মেকানিক দিয়ে কাজ করাচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল জেলার তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষিত গাড়িচালকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের হালনাগাদ তথ্য সংগহের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়া যারা এ প্রকল্পের আওতায় গাড়িচালনা প্রশিক্ষণ নিয়ে লাইসেন্স পেয়েছে তাঁদের তালিকা (মোবাইল নম্বরসহ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুক্ত আছে। কেহ আগ্রহী হলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ব্রাউস করে লাইসেন্সধারী যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরির অফারও দিতে পারবেন।

আরো বলা যায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক হতে পারে, যাতে এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষিত গাড়িচালকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

সব কিছু মিলিয়ে প্রকল্পটি বেকার যুবগোষ্টির কর্মসংস্থানের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ। যদি সব কম্পোনেন্ট সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে এটি বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য কার্যকর হবে এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

যুবদের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই জীবিকার ক্ষেত্রে এটি কেমন ভূমিকা রাখছে?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : এটি অবশ্যই ভালো একটি উদ্যোগ। কারণ দেশের জনচাহিদা/কর্পোরেট চাহিদা অনুসারে যারা গাড়ি চালাচ্ছেন তারা প্রায় সবাই পেশাদার ড্রাইভার। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তারাও পেশাদার লাইসেন্স পাচ্ছে। প্রশিক্ষিত এই যুবসম্প্রদায় গাড়িচালকের পেশায় কাজ পেয়ে প্রতিদিনের চেষ্টায় নিজেদের অধিকতর দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলে প্রতিদান হিসেবে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ থাকছে।

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের ভারী যানবাহনের লাইসেন্স পাওয়ার সুযোগ আছে। যদিও আমরা কেবল হালকা যানবাহনের লাইসেন্স দিয়ে থাকি তারপরও তাঁরা আগ্রহী হলে হালকা যানবাহন চালিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভারী যানবাহনের লাইসেন্স অর্জন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে তাদের জীবনমান আরো উন্নত হবার সম্ভাবনা থাকছে।

সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি যুবসম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই জীবিকার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

সমজাতীয় অন্য প্রকল্পের জন্য আপনি কী সুপারিশ করবেন?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : ইতোমধ্যে আমাদের পিসিআর-এ প্রকল্পটি ২য় ফেজ হিসেবে এক্সটেনশনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

কী কারণে এই প্রকল্প আবার চালু হওয়া উচিত বলে আপনি সুপারিশ করবেন? নির্দিষ্ট কারণ জানতে চাই।

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সমজাতীয় প্রকল্প চালু হওয়া উচিত। এছাড়াও প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। এই অবস্থার উত্তরণে সব ধরনের যানবাহন চালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও চৌকস ড্রাইভার তৈরির জন্য আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অনেক ড্রাইভার আছেন যারা গ্যাসচালিত বা বিদ্যুৎচালিত অটোমোবাইল চালান– সেগুলো তো ইচ্ছে করলেই চালনা সম্ভব নয়। প্রকল্প চালু থাকলে এর মাধ্যমে পরিবহণ সেক্টর উল্লেখযোগ্য সুবিধা ভোগ করতে পারবে তথা সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখতে পারবে।

শুধু দেশে নয়, বিদেশেও প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও চৌকষ এই ড্রাইভাররা ড্রাইভিং পেশায় নিয়োজিত থেকে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবে। দেশের জন্য এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হবে। যারা ইতোমধ্যে পেশাদার লাইসেন্স অর্জন করেছেন, তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্যও আমরা এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি।

এই প্রকল্প কী টেকসই হবে? প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কার্যক্রম কী টেকসই হবে?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : প্রকল্পটি টেকসই হবে- এমনটাই মনে করি, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তারা ভবিষ্যতে ড্রাইভিং সেক্টরে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারবে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির ভূমিকা কেমন?

ড. গোলাম মোঃ ফারুক : আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এই প্রকল্প প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, কোনো একটি পরিবারের যিনি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে ড্রাইভিং পেশায় অংশগ্রহণ করেন এবং পাশাপাশি অটোমোবাইল মেকানিকসে দক্ষতা অর্জন করেন তাহলে ড্রাইভিংয়ের পাশাপাশি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করেও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে আয় করার সুযোগ পাবেন। চাহিদামাফিক আয়ের সঙ্গে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, উন্নত জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা জড়িত। কর্মসংস্থানের ফলে তার বেলায় এর সবগুলোই ঘটে এবং জিডিপি-তেও যথাযথ অবদান রাখতে পারেন।

২.

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য। তিনি প্রেষণে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছেন হারুন পাশা।

প্রকল্প যতদূর এগিয়েছে সে পর্যন্ত প্রকল্পটির নির্ধারিত বা প্রস্তাবিত পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ–

ক. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে ৯ মাস বিলম্ব হওয়া;
খ. প্রকল্প শুরুর ১৮ মাস পরে জনবল নিয়োগ হওয়া;
গ. ৪৯২টি উপজেলায় প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের স্বল্পতা;
ঘ. জেলা থেকে উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনবলের যাতায়াত ভাতা অপর্যাপ্ত;
ঙ. জেলা পর্যায়ে অফিস থাকায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের আন্তরিকতার অভাব;
চ. গ্রাহকের চাহিদার তুলনায় ঋণ বরাদ্দ কম;
ছ. তৃণমূল পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রচারের প্রয়োজন কিন্তু প্রচার খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই।

ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল বর্তমান সময় পর্যন্ত কী সেভাবেই অর্জিত হয়েছে? না হলে কারণ কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল বর্তমান সময় পর্যন্ত সেভাবে অর্জিত হয়নি। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৩২ হাজারটি স্থির করা হয়েছিল। যা বাস্তব নিরিখে নির্ধারণ করা হয়নি।

ডিপিপি প্রণয়নে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কি না?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : ডিপিপি প্রণয়নে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। যেমন–

ক. সমাপ্ত ইমপ্যাক্ট (২য় পর্যায়) প্রকল্পে প্রতি জেলায় ১টি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং উক্ত উপজেলায় ৬জন করে জনবল নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ইমপ্যাক্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্পে উক্ত উপজেলার ০৬জন জনবল দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ডিপিপি'তে উল্লেখ ছিল।
খ. উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান সহজীকরণ ছিল না।
গ. যেহেতু প্রকল্পটি একটি কারিগরি প্রকল্প, তাই ঋণ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগের নির্দেশনা ডিপিপি'তে ছিল না।

ঘ. প্রকল্পের কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু ডিপিপি'তে সকল জনবল জেলায় রাখার সংস্থান ছিল।

প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ কী ছিল?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'তে বেশকিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল। প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সংস্থান থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের বেশ কিছু অর্থের সংস্থান ছিল না। অন্যদিকে প্রকল্পে একটি যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্পে 'জিপ গাড়ী' ক্রয়ের পরিবর্তে 'যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)' জিপ গাড়ী সংগ্রহ, আউটসোর্সিং জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জের অর্থ যথাযথভাবে না থাকা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে বেশ কিছু খাতে প্রাক্কলিত মূল্যের সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক কোডের পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগী কীসের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : কমপক্ষে উন্নতজাতের ২টি গরু কিংবা ৩টি দেশি গরু কিংবা ৩০০টি লেয়ার মুরগি বা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যদি থাকে এমন পরিবারের সদস্যকে উপকারভোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কী কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কীভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর :

ক) আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ বাবদ বরাদ্দের সংস্থান ডিপিপি'তে না থাকা;
খ) জনবলের যাতায়াত ব্যয় পর্যাপ্ত না থাকা;
গ) যথাসময়ে ঋণের বরাদ্দ না পাওয়া;
ঘ) ঋণ খাতের কোড পরিবর্তন না করা;
ঙ) অফিস ভবন ভাড়া নির্ধারিত থাকায় অফিস ভাড়া না পাওয়া;
চ) প্রকল্পের অনুকূলে কিছু খাত যেমন: আসবাবপত্র, যাতায়াত ব্যয়, ভাড়ায় যানবাহন সরবরাহ (চুক্তিভিত্তিক) ইত্যাদি খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সংস্থান ডিপিপি'তে না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে যতটুকু কাজ হয়েছে তাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল না। যেমন: প্রকল্প পরিচালকের বেতন-ভাতা, আসবাবপত্র ক্রয়, জনবলের যাতায়াত ব্যয়, যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক), মোটরসাইকেল ক্রয় ইত্যাদি।

প্রকল্পের কাজ যতটুকু এগিয়েছে সেটুকু সম্পন্ন করার জন্য জনবল যথেষ্ট ছিল কী? কীভাবে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পের কাজ যতটুকু এগিয়েছে সেটুকু সম্পন্ন করার জন্য জনবল যথেষ্ট ছিল না।
আউটসোর্সিং কোম্পানি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে জনবল সরবরাহ করা হয়েছিল।

প্রকল্পের আওতায় কী কী শর্তে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করা হয়েছিল? কয় কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়েছিল? সুদের হার কত ছিল? ঋণ আদায়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল কী? হলে তা কীভাবে সমাধান করেছিলেন?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : জমির দলিল, পর্চা, খাজনা অথবা সরকারী চাকুরীজীবী কর্তৃক প্রত্যয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, জাতীয় পরিচয়পত্র, আবেদনকারীর ৩ কপি ছবি এবং জামিনদারের ০২ কপি ছবি। এছাড়া প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সনদপত্র।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের নকশা কী ছিল? নকশা অনুযায়ী প্লান্ট স্থাপনে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কী? হলে তা কীভাবে সমাধান করেছিলেন?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে বিসিএসআইআর কর্তৃক মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ জায়গার ধরন অনুযায়ী নিজস্ব নকশায় প্লান্ট নির্মাণ করেছেন।

৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক ও যুবনারীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা, ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন, জৈব সার উৎপাদন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক এবং খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৬,০০৩টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? কোথায় পেয়েছেন? প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কী ছিল? প্রশিক্ষণটি তাদের কর্মক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লেগেছে?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ৪১২ জন জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার-এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।
প্রশিক্ষণে বিষয়বস্তু ছিল– 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ'।
প্রশিক্ষণটি বাস্তবধর্মী। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রকল্পের জনবল কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন/প্রশিক্ষণগুলো কতটুকু সহায়ক ছিল?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৭৬,২৬০ জন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৭৬,২৬০ জন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উপকারভোগীরা প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ, গবাদিপশুর রোগ বালাই, ঋণ সম্পর্কিত ধারণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগীরা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন।

প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের উপর প্রত্যাশিত কোন ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পটি একটি সময়োপযোগী এবং বাস্তবধর্মী। বিকল্প জ্বালানী ব্যবস্থাকে উন্মোচন করার লক্ষ্যে জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ুর সুরক্ষা প্রকল্পটি এলাকার জনসাধারণের উপর প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে। এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়নে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের প্রতিটি লক্ষ্য এই প্রকল্পে বিদ্যমান।

প্রকল্পের ফলাফলসমূহ টেকসই হয়েছে কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পটি অত্যন্ত টেকসই একটি প্রকল্প।

পিআইসি ও পিএসসি সভা-এ পর্যন্ত যতগুলো হয়েছে সবগুলো সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের বিপরীতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : পিআইসি সভা জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৬টি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
পিএসসি সভা জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১১টি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কী কী?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়– পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সময় সাশ্রয়, জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : হ্যাঁ, পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় জিরো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কি কি উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ড. এস. এম. আলমগীর কবীর : ভবিষ্যতে প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিতরণকৃত ঋণ আদায় এবং নতুন প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

৩.

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০ তম ব্যাচের কর্মকর্তা এম এ আখের সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে কর্মরত আছেন। এম এ আখের একজন উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক। তাঁকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (APD) হিসেবে দায়িত্বে আছেন। প্রকল্পের নানা বিষয়ে এম এ আখেরের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ছিলেন হারুন পাশা।

'Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar' আইএলও-র প্রকল্প। এ প্রকল্পকে আমরা আয়ের উৎস হিসেবে যদি চিন্তা করি তাহলে কীভাবে চিন্তা করা যাবে?

এম এ আখের : এ প্রকল্পটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পগুলোর থেকে আলাদা। আলাদা এই কারণে যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো গতানুগতিক প্রশিক্ষণ নয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মূলত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলে। এজন্য আমরা ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের (NQF) মধ্যে কোনো ব্যবস্থা করি না। এটি মূলত NSDA করে। কিন্তু কক্সবাজারের প্রশিক্ষণগুলো NSDA-এর আওতায় পড়ে। আমাদের প্রশিক্ষণার্থীদের যে প্রশ্ন করা হয়, সেখানে NSDA-এর প্রতিনিধি থাকে। ওই এলাকার যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তারা মূলত আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নয়, মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আইজেক প্রকল্পের যে আউটপুট বা লক্ষ্য সেটি হচ্ছে, ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট। যেখানে অন্য প্রকল্পগুলো আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করে সেখানে আইজেক প্রকল্পে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে তারা চাকরি পাচ্ছে। কিছু কিছু ট্রেডের খুব বেশি চাহিদা রয়েছে। তাই এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা আয় করছে এবং চাকরিতে নিয়োজিত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি 'জেন্ডার-সংবেদনশীল, বাজারভিত্তিক উন্নয়ন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এর কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে?

এম এ আখের : শেষ কথাটাই গুরুত্বপূর্ণ 'স্বকর্মসংস্থান'। তবে আমি মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। কক্সবাজারে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ, কক্সবাজারে FDMN-এর আগমনের ফলে স্থানীয় যুবগোষ্ঠীর ওপর চাপ

সৃষ্টি হয়েছে। বহিরাগত জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক কমে যাওয়ায় তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং FDMN-এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যই কক্সবাজারে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল FDMN-এর আগমনের ফলে স্থানীয়দের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান তৈরি করা। প্রকল্পের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানই মূল লক্ষ্য। যেমন– দোকান দেওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বেশি হচ্ছে। ফলে কেউ যদি নিজের কর্ম নিজে তৈরি করতে পারে আমরা তাকে সর্বোচ্চ সহায়তা করছি।

অতি দরিদ্র, জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ, বিপরীত অভিবাসী জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করা, যাতে তারা মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি কীভাবে কী হয়েছে?

এম এ আখের : প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে আমরা যাচাই করে দেখি কে দরিদ্র, কে হতদরিদ্র, কার অন্য কোথাও কোনো সুযোগ নেই, তাদের আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে মূল জনস্রোতে মিশে যেতে সহায়তা করছি। যাদের কোনো সামর্থ্য থাকে না, আবার সরকারি কোনো সহায়তাও পায় না– প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

পরিবেশবান্ধব ও জেন্ডার-সংবেদনশীল শিক্ষানবিশ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে তরুণী ও প্রতিবন্ধীদের গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কতটুকু কী হয়েছে?

এম এ আখের : শিক্ষানবিশদের নিয়ে আমরা কাজ করি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্পে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাদের আমরা শিক্ষানবিশ হিসেবে সুযোগ দিয়ে থাকি। ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত তারা শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করে। এর জন্য তাদের ভাতারও ব্যবস্থা থাকে।

আরেকটি কাজ আমরা করছি, সেটি হলো আরপিএল। যেমন– একজন যুব-র কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু তার সার্টিফিকেট নেই। সেজন্য সে ভালো বেতনের কোনো কাজ পাচ্ছে না। যেহেতু তার কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে সেহেতু তাকে আমরা আরপিএল-এর অন্তর্ভুক্ত করি। তারা কাজ জানে, সেজন্য তাদের ৫-৭ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য আমরা তাকে অল্প সময়ের মধ্যে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করি। যার ফলে তারা চাকরি পাচ্ছে। এটি কক্সবাজার এলাকায় ব্যাপক হারে কাজে দিচ্ছে।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিসকে দক্ষ শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের ফলাফল কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংসহ কর্মসংস্থানের সহায়তা সেবা জোরদার করা। এগুলোর অগ্রগতি জানতে চাই।

এম এ আখের : ইতোমধ্যে এটি করা হয়েছে কক্সবাজারে। প্রথমে জেলা প্রশাসনের ওখানে করার কথা ছিল, কিন্তু জায়গার অভাব হওয়ায় আমাদের YTC-তে করেছি। সেখানে শ্রমবাজারের উপরে একটি পোর্টাল করা আছে। যেখানে সব প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা আছে। যারা প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তাদের সবার নাম তালিকায় রয়েছে।

যারা চাকরিদাতা, তারা এই পোর্টাল দেখে প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরি দিতে পারবে। আবার একজন চাকরিতে প্রবেশ করলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে– সেজন্য কক্সবাজারে একটি ক্যারিয়ার হাব তৈরি করা হয়েছে। যেখানে আগ্রহীরা বিভিন্ন তথ্য নিতে পারে। কোন চাকরি কেমন তার একটি ধারণা তারা সেখান থেকে পায়।

LMMPP সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। আপাতত এটি শুধু কক্সবাজার জেলাতেই রয়েছে। এটি যদি পুরো দেশজুড়ে করা যায় তাহলে লেবার মার্কেটে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

যারা প্রশিক্ষণ পাবে তাদের সবার ডাটা এই সাইটে থাকবে। যারা চাকরিদাতা তারা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন তা বাছাই করে নিতে পারবে।

এই প্রকল্পের চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কী কী?

এম এ আখের : সাধারণত প্রকল্পগুলোতে যেসব চ্যালেঞ্জ থাকে, এটিতেও তাই। অর্থাৎ ILO কিছু সুবিধা দিয়েছে। যেমন– LMMPP যদি চালাতে যাই তাহলে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে ২৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়। এই টাকা কোথা থেকে আসবে? সরকার এমন সব জায়গায় সাশ্রয়ী হয়। এখানে স্থায়ীত্বের সমস্যা।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো– আমরা এখানে ২০টি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজকে বাছাই করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছি। তাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও দিয়েছি। নভেম্বর মাসে প্রকল্প শেষ হবে। প্রকল্প শেষ হলে যন্ত্রপাতিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো করতে পারবে কি না, এটিও চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাই করাও একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মোখিক পরীক্ষা নিতাম এবং বিজ্ঞপ্তি দিতাম। যাচাই-বাছাই করে সুবিধাবঞ্চিত যুবদের সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু সেই স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলো তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে না। তারা এমপিওভুক্ত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায়। ফলে আমরা যে সিস্টেম চালু করতে চেয়েছিলাম, আরো ৫-৭ বছর

যদি চালাতে পারতাম তাহলে এটি অভ্যাসে পরিণত হতো, আমাদের সক্ষমতা বাড়ত, তখন আমরা টেকওভার করতে পারতাম। হয়তো স্কুল-কলেজগুলোর সাথে MoU করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশ্ন ও সার্টিফিকেট দিতে পারতাম। আরেকটি বিষয় আছে, তা হলো FDMN সমস্যা। এই FDMN-রা কবে যাবে, আদৌ যাবে কি না, বলতে পারছি না। যা দেখা যাচ্ছে, তারা সহসাই যাবে না। যদি না যায় তাহলে ওই এলাকার স্থানীয় লোকজনের সমস্যা আরো জটিল হবে। ইতোমধ্যে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ে পড়েছে, কর্মসংস্থানের সংকট তৈরি হচ্ছে।

তারা ক্যাম্পে থাকছে না। আগে যেখানে একটি সাইকেলের চাকা মেরামত করে দিলে ৫০ টাকা পাওয়া যেত, সেখানে এখন FDMN যুবগোষ্ঠী ১০ টাকায় সে কাজ করে দিচ্ছে। তাদের কারণে স্থানীয় যুবগোষ্ঠী টিকে থাকতে সমস্যায় পড়েছে।

প্রকল্পে বাস্তবায়নে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার পর স্থায়ীত্বের প্রশ্নেই চ্যালেঞ্জ, যা আমি অনুভব করছি।

তাহলে টেকসই হওয়াতে সামান্য দুর্বলতা?

এম এ আখের : সব প্রকল্পেই এমন দুর্বলতা থাকে। প্রকল্পে যে ইনবিল্ট বিষয়টি আছে সেটি যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর টেকওভার করতে পারে তাহলে এই দুর্বলতাও থাকবে না। এর আরো দুই-তিনটি ফেজ বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। আমি সেদিকেই জোর দিচ্ছি।

শেষদিকে একটি প্রশ্ন করব, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে হবে?

এম এ আখের: মানুষ যখন আয় করা শিখবে, তখন সে বাজারে যাবে। যখন কাউকে বেতন দেওয়া হবে, সেই সে বাজারে নিয়ে যাবে। কেউ টাকা-পয়সা পকেটে ভরে রাখবে না। সেই টাকা দিয়ে সে বাজার-সদাই করবে। মাছ, মাংস, চাল, ডাল কিনবে। একজন এরকম ৮-১০টি দোকান থেকে এই জিনিসগুলো কিনে থাকে। একজনের আয়ের টাকা ৮-১০টি দোকানে ছড়িয়ে যাবে। কক্সবাজার এলাকায় এই প্রকল্পের ফলে অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব পড়বে। এর ফলেই ওই এলাকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে। এটিই আমার বিশ্বাস।

৪.

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০ তম ব্যাচের কর্মকর্তা এম এ আখের সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে কর্মরত আছেন। এম এ আখের একজন উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক। তাঁকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) এবং ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক (PD)' হিসেবে দায়িত্বে আছেন। দুটি প্রকল্পের নানা বিষয়ে এম এ আখেরের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ছিলেন হারুন পাশা।

আমরা জানি আপনি 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)' এবং '৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এ দুটি প্রকল্প নিয়ে আমরা আপনার সাথে কথা বলব। প্রথমে টেকাব প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছি। আপনি কি বলেন?
এম এ আখের : অবশ্যই।

টেকাব প্রকল্প আয়ের উৎস হিসেবে কীভাবে ভূমিকা রাখছে?

এম এ আখের : টেকাব প্রকল্প সরাসরি আয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত যুবক ও যুবনারীদের কাছে আইসিটি শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। প্রান্তিক এলাকার যুবসমাজ জেলা সদর বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে গিয়ে সহজে প্রশিক্ষণ নিতে পারে না। তাই তাদের দোরগোড়ায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হচ্ছে।

টেকাব প্রকল্পে মূলত মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যা থেকে সরাসরি আয় না হলেও ভবিষ্যতে বড়ো অ্যাডভান্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এটি ভিত্তি তৈরি করে। আমাদের লক্ষ্য হলো যুবদের আগ্রহ তৈরি করা এবং আইসিটির মৌলিক জ্ঞান দেওয়া, যাতে তারা পরবর্তী সময়ে নিজেরা আরো প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি বা উদ্যোগের মাধ্যমে আয় করতে পারে।

এই প্রশিক্ষণের ফলে গ্রামীণ ও শহুরে যুবসমাজের মধ্যে পার্থক্য কমছে কী?

এম এ আখের : কিছুটা হলেও পার্থক্য কমেছে। তবে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা দরকার। আমরা দেশের ৪৯৫টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন থানা ইউনিটের মধ্যে মাত্র ১৪টি উপজেলায় দুই মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি, যেখানে প্রতি উপজেলায় ২০ জন যুবক ও ২০ জন যুবনারী, মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

যেহেতু এটি উপজেলা পর্যায়ে, অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে লক্ষ্য করে, তাই গ্রামের যুবসমাজের মধ্যে প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রযুক্তিগত পার্থক্য কমে আসছে এবং মানুষের আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রকল্প গ্রামীণ নারীদের কীভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে?

এম এ আখের : আমরা প্রশিক্ষণে শুরু থেকেই শর্ত দিয়ে দিই যে, ২০ জন যুবক এবং ২০ জন যুব নারী ভর্তি হবে। যেমন, তেঁতুলিয়ায় গিয়ে দেখেছি, যুবকদের আবেদন অনেক বেশি কিন্তু যুবনারীদের কম। যদি আমরা শর্ত না দিতাম, তাহলে সব আসন হয়তো যুবকরাই পূরণ করত।

এই শর্তের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করেছি যে, যুবনারীরাও সমানভাবে সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে যুবনারীরা যুবকদের সাথে সমানতালে এগিয়ে যেতে পারছে এবং আত্মবিশ্বাসী হচ্ছে। এটি গ্রামের নারীদের জন্য বড়ো একটি অগ্রগতি।

এই প্রকল্প গ্রামীণ যুবসমাজের আইসিটি বিষয়ক চাকরির প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা কীভাবে বাড়াচ্ছে?

এম এ আখের : প্রান্তিক এলাকার যুব বা যুবনারীরা যখন কম্পিউটার বিষয়ক চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে চায় তখন প্রথমেই তাদের প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রকল্পের গাড়িতে ল্যাপটপ থাকে, যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারে। তারা উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট অফিসসহ বেসিক কম্পিউটার স্কিল শিখছে।

এ প্রকল্প তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আগ্রহ জাগায়। পরবর্তীকালে তারা চাইলে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে সার্টিফিকেট পেতে পারে এবং চাকরির সুযোগ তৈরি করতে পারে।

যেমন– শহরের ছেলেমেয়েরা ছোটোবেলা থেকে কম্পিউটার ব্যবহার করে, কিন্তু গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে জীবনে প্রথমবার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার দেখছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগ্য হয়ে ওঠার পথে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ আছে, প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বাস্তবে কী প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার যুবরা এখানে যুক্ত হচ্ছে?

এম এ আখের : যেসব জেলায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে সেসব স্থানে যারা চলাফেরা করতে পারে না (প্রতিবন্ধী) তাদেরকে কষ্ট করে জেলা শহরে যেতে হচ্ছে না। কেননা তাদের কাছে চলে যাচ্ছে প্রকল্পের গাড়ি ও প্রশিক্ষক।

চর এলাকা বলতে সারিয়াকান্দি অঞ্চলে ভিজিটের সময় দেখেছি, মানুষের মধ্যে এই প্রকল্প নিয়ে দারুণ আগ্রহ রয়েছে। আমরা সন্দ্বীপে প্রশিক্ষণ পরিচালনা

করেছি, যেখানে গাড়ি যেতে পারেনি। তাই অফিস ভাড়া করে সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমরা ভোলাতেও প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

এভাবে আরো অনেক জেলায় এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই যারা প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার যুবক ও যুবনারী তারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে উপকৃত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

এম এ আখের : আমাদের প্রকল্পে মোটামুটি ৩-৪টি বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমে, প্রকল্পের প্রথম ফেজে আমরা ৭টি গাড়ি দিয়ে কার্যক্রম শুরু করি। দ্বিতীয় ফেজে বলা হয়, আগের ৭টি গাড়ির সাথে আরো ১৪টি গাড়ি যোগ করে মোট ২১টি গাড়ি দিয়ে প্রকল্প পরিচালনা করা হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারের অর্থ বিভাগে ১৪টি গাড়ি চাওয়া হলেও, আমরা মাত্র ৭টি গাড়ি পেয়েছি। ফলে আমাদের ৭টি গাড়ি কম নিয়ে মোট ১৪টি গাড়ি দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় সমস্যা, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবক ও যুবনারীরা। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার্থী। ফলে যারা শিক্ষার্থী নন, তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। আমরা যুবনারীদের জন্য কমপক্ষে এসএসসি এবং যুবকদের জন্য এইচএসসি পাশ শর্ত দিয়েছি। অনেকে পড়াশোনা না জানা অবস্থায়ও প্রশিক্ষণ নিতে চায়। যদি তাদেরও নেওয়া যেত, তাহলে ভালো হতো। এছাড়া, অনেক শিক্ষার্থী ক্লাস ফাঁকি দিয়েও প্রশিক্ষণে আসে, যা আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

তৃতীয় সমস্যা, প্রশিক্ষক নিয়োগ। আমরা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষক নিয়োগ করি। তাদের বেতন-ভাতা অনেক কম, তাদের এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাকতে হয়।

যদি তাদের নিয়মিত প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে বেতন-ভাতা বাড়ানো যেত, তাহলে আরো মানসম্মত প্রশিক্ষক পাওয়া যেত এবং প্রশিক্ষণের মান আরো উন্নত হতো।

বর্তমানে সকল প্রশিক্ষকই আউটসোর্সিং কোম্পানির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত। ফলে তারা অন্য কোথাও ভালো বেতন পেলে চলে যায়, তখন আবার নতুন করে লোক হায়ার করতে হয়। এটিও একটি বড়ো সমস্যা।

চতুর্থ সমস্যা, উপজেলা পর্যায়ে গাড়ির নিরাপত্তা। প্রশিক্ষণের গাড়িগুলো থানার সাথে রাখা হয়। তবে অনেক সময় থানার অবস্থান দূরে হওয়ায় গাড়ি নিয়ে কিছুটা ঝামেলা হয়। যদিও এটি তেমন বড়ো সমস্যা নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় রাখতে হয়।

এই চারটি চ্যালেঞ্জ প্রকল্প পরিচালনায় আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে।

কর্মসংস্থান তৈরিতে টেকাব প্রকল্প কি ধরনের প্রভাব রেখেছে বা ভবিষ্যতে রাখতে পারে?

এম এ আখের : এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ থেকে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে অনেকেই পরবর্তীকালে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। দুই মাসের এই প্রশিক্ষণ শেষে

অনেকেই ফ্রিল্যান্সিং শিখে ঘরে বসেই আয় করে।

সেক্ষেত্রে, এই প্রকল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর বলে আমি মনে করি।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এই প্রকল্প কীভাবে ভূমিকা রাখবে?

এম এ আখের : এই ছোট্ট একটি প্রয়াস ১৮ কোটি মানুষের দেশে অবশ্যই অবদান রাখবে। খুব বেশি আশা করছি না, তবে আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি উপজেলায় যদি অন্তত ৪০ জন ছেলেমেয়েকে কম্পিউটারের জ্ঞান দিতে পারি তাহলে তারা আধুনিক মানুষ হিসেবে কিছুটা হলেও গড়ে উঠতে পারবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ৪০ জন ছেলেমেয়ে যে প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে পারছে এটিই সমাজের অগ্রগতিতে একটি বড়ো ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য সুপারিশ করার কারণ আছে?

এম এ আখের : অবশ্যই সুপারিশ করব। কারণ জেলা পর্যায়ে এসে সবাই প্রশিক্ষণ নিতে পারে না। তাই এই প্রকল্পের আরো একটি ফেজ হওয়া উচিত।

কয়েকদিন আগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ইউএনও আমাকে ফোন করেছিলেন। কুমিল্লায় একবার এই প্রকল্প শেষ হলেও তারা আবারও চাচ্ছে। কিন্তু সেখানে দ্বিতীয়বার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এই প্রকল্পের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। আমি মাত্র ৪০ জনকে ভর্তি করতে পারি, কিন্তু প্রতি ব্যাচে ৬০০-৭০০ জন আবেদন করে। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় ৪০টি সিটের জন্য ৩৫০ জন আবেদন করেছে।

তাই আমি মনে করি, প্রকল্পের আরো ফেজ করা প্রয়োজন। সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় কীভাবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবা উচিত।

এই প্রকল্পের টেকসই অবস্থা কেমন? প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও কেন এটি টেকসই থাকবে?

এম এ আখের : প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। তবে যেভাবে এই প্রকল্পের জনপ্রিয়তা ও মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, তাতে প্রকল্প শেষ হলেও এর গাড়িগুলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টিওঅ্যান্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় চালানো যেতে পারে।

হিসাব করে দেখেছি, বছরে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি গাড়ি দিয়ে এই কোর্স চালানো সম্ভব। আমরা প্রতিবছর আরো অনেক খাতে টাকা ব্যয় করি। এ প্রকল্পের জন্যও করা যেতে পারে।

এভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম টেকসই হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মও এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

এখান থেকে তারা যে কম্পিউটারের জ্ঞান পাচ্ছে, সেটি তারা তাদের জীবনে চালিয়ে যেতে পারবে।

এম এ আখের : জি, অবশ্যই। ভবিষ্যতে তারা কম্পিউটার কিনবে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করবে।

এরপর আমরা '৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প' নিয়ে আলোচনা করব। তবে মানসিক বিরতির জন্য ভিন্ন প্রসঙ্গে কিছু আলাপ করতে চাচ্ছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কেন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে?

এম এ আখের: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের একটি বিভাগ। সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মূলত দেশের যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। জাতীয় যুব নীতি ২০১৭-তে যুবদের উন্নয়নের যে লক্ষ্য ও নির্দেশনা বলা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রকল্পগুলোই হলো উন্নয়নের একেকটি ব্লক, যা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে থাকে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রথম কবে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল?

এম এ আখের : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মূলত ১৯৮১ সালে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। তখন থেকেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কতদূর এগিয়েছে?

এম এ আখের : ১৯৮১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমই প্রকল্পের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে। জনগণের একটি বড়ো অংশের কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমেই হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমেই অধিদপ্তরের কাজের বিস্তার ঘটেছে।

৬৪ জেলায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় কীভাবে হবে? আয়ের উৎস হিসেবে কীভাবে চিন্তা করা যায়?

এম এ আখের : প্রকল্পের নাম ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

এই প্রকল্প সরাসরি কোনো আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প নয়। এটি মূলত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে রসদ (যন্ত্রপাতি, উপকরণ) সরবরাহের জন্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য যেসব উপকরণ দরকার হয়, সেই রসদ এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। রাজস্ব বাজেটের অর্থ সীমিত থাকে। বেশিরভাগ বাজেটই অফিস ভাড়া, বেতন-ভাতা দিতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। ফলে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ কেনার বাজেট থাকে না। যেমন– মোবাইল ফোন সার্ভিসিং শিখতে হলে মোবাইল ফোন খুলে দেখতে হয়। কয়েকবার খোলার পর সেটি অচল হয়ে যায়। বারবার নতুন মোবাইল কেনার মতো বাজেট সরকার দেয় না। তেমনি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে তার, বাল্ব ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব সরবরাহ করতে রাজস্ব বাজেট যথেষ্ট নয়। তাই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসি ও ফ্যান নেই, সেখানে এসি ও ফ্যান সরবরাহ করা হয়েছে প্রকল্পের মাধ্যমে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT)। আমাদের মোট ৫৪০ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন, যাদের দুই ব্যাচে ভাগ করে সারাদেশ থেকে এনে সাভারের যুব উন্নয়ন একাডেমিতে পাঁচ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণে শুধু ট্রেডের শিক্ষা নয়, তাদের আচরণ পরিবর্তনের বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ প্রশিক্ষকেরা সরাসরি যুবদের সাথে কাজ করেন।

তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকরণ সরবরাহ, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। সরাসরি কোনো যুব বা যুবনারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। ফলে সরাসরি আত্মকর্মসংস্থানও হয় না। পরোক্ষাভাবে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় কেন্দ্রগুলো থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিবে তারা দক্ষ হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

দেশে ও বিদেশে কর্মদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি করতে প্রকল্পটি সহায়তা করছে?

এম এ আখের : প্রকল্পটি সরাসরি দক্ষ জনবল তৈরি বা বিদেশে পাঠানোর কাজ করছে না। তবে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে, যা দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

রেফ্রিজারেটর ও ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যারের প্রশিক্ষণ নিয়ে কেউ কেউ চাকরি করছে বা দোকান দিয়েছে– এটা কি এই প্রকল্পের মাধ্যমে হয়েছে?

এম এ আখের : না, এটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে নয়। এগুলো RAC কোর্সের মাধ্যমে হয়েছে, যা রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত।

আমাদের প্রকল্প শুধু উপকরণ ও সহায়তা দিয়েছে। ধরুন, চার মাসে ২০ জন করে ৮০ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সরকার ভেন্যু ও প্রশিক্ষক দেয়, তবে উপকরণ কম দেয়। আমরা সেই উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করি।

যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে কীভাবে ভূমিকা রাখছে এ প্রকল্প?

এম এ আখের : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যেসব প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সেগুলো নিয়ে যুবরা কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

মূলত, প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পেরই অন্যতম লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাস করা, যুবদের দক্ষ করে তোলা, উপার্জনক্ষম করা।

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব হয়েছে?

এম এ আখের: আমরা উপকরণ দিলাম, ফলে প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন হলো। মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা আয় করবে।

এ প্রকল্প দক্ষ জনবল তৈরিতেও সহযোগিতা করছে?

এম এ আখের : উপকরণ সরবরাহ করার ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা আধুনিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। এতে করে দেশের জনবল দক্ষ হচ্ছে।

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

এম এ আখের : স্বাগতম।

৫.

মোঃ মানিকহার রহমান সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পরিচালক (অর্থ) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের (১৬ জেলা) প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছেন হারুন পাশা।

ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পের যে মূল উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যগুলো সর্বশেষ ২ বছরে কতটুকু বাস্তবায়িত হলো?

মোঃ মানিকহার রহমান : আমি এই প্রকল্পের একেবারে শেষে আড়াই মাস প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। এর আগের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক। তিনি প্রায় ২২ মাস পিডি হিসেবে এই প্রকল্পে কাজ করেছেন। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে সাফল্যজনকভাবে ৬৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল এবং ৬৪০০ জনকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া গেছে।

এ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ছিল ৪৭,৯৫,০০,০০০ (সাতচল্লিশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা, আমরা ৯৯.৯৯% ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছি। সম্মানী খাতে যে ১,১২,০০০ টাকা ছিল তা আমরা সরকারকে ফেরত দিয়েছি। অর্থাৎ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯%।

এ প্রকল্পে আমাদের লক্ষ্য ছিল কর্মপ্রত্যাশী যুবগোষ্ঠীকে দক্ষ করে তোলা। প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ বেকার যুব ও যুবনারী কর্মবাজারে আসে, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে চাকরি খোঁজে। সরকারিভাবে আমরা ৪-৬ লক্ষ লোককে চাকরি দিতে পারি সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, এনজিও মিলিয়ে। বাকি ১৬-১৭ লক্ষ যুব ও যুবনারী কর্মহীন থেকে যায়।

এই বিশাল যুবগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করে, এর সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। আমরা প্রায় ৮৩টি ট্রেডে ৮৩ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এর মধ্যে সবচেয়ে সফল প্রশিক্ষণ হলো এ 'ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ' যা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড'। শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা তাদের বেকারত্ব থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছি।

এখন তারা বিদেশ থেকে ডলার আয় করতে পারছে। অবশ্য সবাই বিদেশ থেকে আয় করছে না, লোকাল মার্কেটপ্লেস থেকেও দেশীয় আয় হয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছে। এছাড়া অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এর মাধ্যমে ডলার সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে ও পাশাপাশি দিন দিন কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি চাকরির মাধ্যমে বেকারত্বের সমাধান পৃথিবীর কোনো উন্নত রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব নয়, আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তারা এখন বিদেশি বাজার থেকে আয় করছে এবং দেশের অর্থনীতিতে ডলার আনছে। এটি একটি চমৎকার ও অত্যন্ত কার্যকর প্রকল্প।

১৬টি জেলার এই প্রকল্প শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৪৮টি জেলায় এটি চলমান রয়েছে। এই ১৬টি জেলায় আবার নতুন করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি।

এখানে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তাদের ভবিষ্যতের জায়গাগুলো কীরকম দেখেছেন? তারা এখান থেকে নিজের ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিজের ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছে কি না?

মোঃ মানিকহার রহমান : নিশ্চয়ই। প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কী হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের কিছু স্টাডি আছে। আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কী প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব নিয়ে মন্ত্রণালয়ও কাজ করছে, আমরাও তদারকি করছি, দেখছি। কর্মে সবাই নিযুক্ত, প্রায় ৮৪%। বিদেশি আয় তুলনামূলকভাবে বেশি করা যায় কি না, সে বিষয়ে চিন্তা থেকেই কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ পরবর্তী মেন্টরিং সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তাদের বা তাদের পরিবারের কী ধরনের প্রভাব পড়েছে?

মোঃ মানিকহার রহমান : তাদের আয় নিশ্চিতভাবে বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে মানুষের সবকিছু জড়িত। Everything is Measured by Economy. পিতামাতার যে ছেলে বা মেয়ে বেশি আয় করে, বাবা-মায়ের ভালোবাসাও কিন্তু তার ওপরই বেশি থাকে। সুতরাং অর্থ ছাড়া তো চলা সম্ভব নয়। অর্থই উন্নতির মূল চাবিকাঠি। আমরা পরিমাপও কিন্তু সেভাবেই করি কার আয় কত? কে কীভাবে এগোচ্ছে?

এই প্রকল্পে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তারা আর্থিকভাবে সফল এবং এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের আয় বাড়ছে। আয় বাড়লে সামাজিক মর্যাদাও বাড়ে। অর্থের প্রভাব সমাজেও পড়ছে। মানুষ দারিদ্র্যদশা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণে এই প্রকল্প একটি পজিটিভ দিক হিসেবে কাজ করছে। দারিদ্র্য দূর হলে সামাজিক পরিবর্তনও ঘটছে।

এই প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব কোথায় কোথায় পড়তে পারে?

মোঃ মানিকহার রহমান : আর্থিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট হলো প্রধান। সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেক বড়ো। বেকার থাকলে একটি ছেলে সমাজে মূল্য পায় না। এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রেও শুনতে হয়, 'ছেলের তো চাকরি নেই, আয় নেই।' তার মর্যাদা, তার অবস্থা, তার স্বাস্থ্য– সব কিছুই নির্ভর করে তার আয়ের ওপর।

টাকা থাকলে স্বাস্থ্যসম্মত ভালো খাবার খাওয়া যায়, না থাকলে সম্ভব নয়।

চিকিৎসা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা– সব কিছুর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে টাকা থাকলে। দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি মানে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়া।

বিদেশ থেকে ডলার আসা মানে শুধু ঐ ব্যক্তি নয়, দেশের ডলার রিজার্ভেও সেটি যুক্ত হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে কীভাবে ভূমিকা রাখছে?

মোঃ মানিকহার রহমান : ডলার আয় হলেও আমাদের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রবাসীরা যে রেমিট্যান্স পাঠায়, সেটি যদিও পরিবারের কাছে পাঠায় জাতীয় অর্থনীতির অংশ হিসেবে ধরা হয়। এতে আমাদের টাকার গতি বাড়ে, টাকা রোলিং হয়, শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এক খাত থেকে আরেক খাতে অর্থ প্রবাহিত হয়। এর ফলে সবকিছুতেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। গত ৭/৮ মাসে প্রায় ২৭-২৮ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আপনাদের প্রকল্প কি আলোর পথ দেখাবে?

মোঃ মানিকহার রহমান : অবশ্যই। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো বেকারত্ব দূরীকরণ এবং বেকারদের আয় বৃদ্ধি। আমাদের কল-কারখানা কিছু বন্ধ হচ্ছে, কিছু চালু হচ্ছে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে।

আমাদের যারা শিক্ষিত বেকার, যারা পাশ করে বসে আছে তাদের কর্মে নিযুক্ত করাই এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। কল-কারখানা থেকে যারা বের হচ্ছে, তাদের বয়স যদি ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে হয়, তারাও প্রশিক্ষণ নিতে পারে– তাদের জন্য কোনো বাধা নেই।

হয়তো একটি জেলায় ৫০ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সংখ্যায় এই ৫০ জন নগণ্য হলেও, তারা যদি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নেয় ও আয় করে, তাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে আরো ১০ জনের বেকারত্ব দূর হতে পারে। এভাবে প্রতি জেলায় ৫০×১০ = ৫০০ জনের বেকার সমস্যা সমাধান হচ্ছে প্রতি তিন মাস অন্তর। বছরে আমরা ৪টি ব্যাচ চালাই, অর্থাৎ ৫০০×৩ = ১৫০০ জন প্রতি জেলায়। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা ধরে ১৫০০×৬৪ = ৯৬,০০০ জনের বছরে বেকার সমস্যা সমাধান হচ্ছে। এত মানুষকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি।

এছাড়া ৫০ জনের পেছনে আরো ১০ জন পরিবারে, অনেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনলাইন এজেন্সি খুলে হাজার হাজার ডলার আয় করছে সেখানে শত শত জনকে চাকরি দিচ্ছে আবার কেউ আইটি ফার্ম খুলে সেখানে ১০-১২ জনকে চাকরি দিচ্ছে, এমন উদাহরণ আমাদের কাছে আছে।

বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান দেওয়া, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং আয় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

এই প্রকল্পটি কতটুকু টেকসই মনে করেন?

মোঃ মানিকহার রহমান : টেকসই বলেই মনে করি। অনেক সময় দেখা যায়, প্রকল্প শেষ হলে তার সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রকল্প ভবিষ্যতের জন্য একটি আলোর পথ দেখায়, কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করে।

এটি সৃজনশীল কাজ শেখায়, যা থেকে আরো নতুন কাজ সৃষ্টি করা যায়।

এই ধরনের প্রশিক্ষণ সহজে মুছে ফেলা যায় না– যেমন সাঁতার বা নাচ শেখা যায়, কিন্তু ভোলা যায় না। তেমনই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, যার মাধ্যমে আয়, আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং– এগুলো সবসময় চলমান থাকবে।

টেকসই মানে হলো আজ যা আছে, ভবিষ্যতেও অন্তত তাই থাকবে, আর সম্ভব হলে বাড়বে কিন্তু কমবে না। সেই দিক থেকে প্রকল্পটি টেকসই।

ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য কি সুপারিশ করবেন?

মোঃ মানিকহার রহমান : অবশ্যই। একই প্রকল্প বা আরো উন্নত কোনো ভার্সন হলে, তা সুপারিশ করব। ভার্সন তো সময়ের সাথে সাথে আপডেট হয়। যেমন– এক সময় মোবাইলে বাটন ছিল, তারপর বাটন বাদ দিয়ে অ্যান্টেনা ছিল, পরে সেটা-ও বাদ পড়ল। ভবিষ্যতে আরো ভালো ভার্সন আসলে সরকার নিশ্চয়ই সেটি বাস্তবায়ন করবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, পুরো প্রকল্পটি আমাদের নিজেদের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে, কোনো বিদেশি অনুদান নেই।

এটি রাজস্বের টাকায় করা হয়েছে। ১৬ ও ৪৮ জেলাতে ২টি প্রকল্প মিলে প্রায় ৩০০-৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প, যার অপচয় নেই বললেই চলে। সিস্টেম লস নেই, বায়বীয় কোনো কম্পোনেন্ট নেই। দুর্নীতির সুযোগ নেই বললেই চলে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বা শেষ হবার পর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

মোঃ মানিকহার রহমান : না, তেমন কোনো বড়ো সমস্যা হয়নি। তবে ৪৮টি জেলায় চালু হওয়া ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের দৈনিক সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও বিকালের নাস্তা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ২০০ টাকা হারে দেওয়া হচ্ছে।

১৬ জেলার ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পে খাওয়ার জন্য কোনো বরাদ্দ ছিল না। ভবিষ্যতে যখন প্রকল্পটি নতুনভাবে করব, তখন খাওয়ার খরচও সংযুক্ত করব।

আপনারা জানেন, সরকারের অন্যান্য খাতেও প্রশিক্ষণ এর সময় ভালো পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, প্রশিক্ষণ নেব কেন, যদি ভাতা না পাই?

এজন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন খাবার ও ভাতা দেওয়া হয়। প্রকল্প শেষে কেউ যদি ঋণ নিতে চায়, তাহলে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

ঋণের টাকায় তারা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কিনতে পারবে। এই ঋণ স্বল্পসুদে, ৪-৫% এর মধ্যে। সঠিকভাবে পরিশোধ করলে সেটা ২% পর্যন্ত নেমে আসে।

এটা মুনাফা নয়, বরং আবর্তক ব্যয় হিসেবে ধরা হয়। এই ঋণ সরকার সরাসরি দিচ্ছে।

এই প্রকল্পের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

মোঃ মানিকহার রহমান : সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো দূরবর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ, বিশেষ করে ইন্টারনেটের গতি। গতি খুব বড়ো একটি সমস্যা। স্টারলিংক এসেছে। এখন ধীরে ধীরে এই সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

ইন্টারনেট স্পিড এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ– এই দুটি হলো প্রধান চ্যালেঞ্জ। অর্থায়ন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সরকার সেটি করছে। আরেকটি হলো প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (Training of Trainers) দরকার। সেটিও আমরা প্রকল্প থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

প্রশিক্ষণকদের মান ভালো, তারা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আসে। এনএসডিএ থেকে তারা লেভেল-৩ বা লেভেল-৪ সার্টিফায়েড।

তবে তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ রাখা যেতে পারে ভবিষ্যতে।

ডলার সংকট নিরসনে কাজের জায়গায় অনেক সময় কানেকশনের সমস্যা হতে পারে, বায়ার সবসময় অ্যাভেইলেবল নাও থাকতে পারে, তখন সমাধান কী?

মোঃ মানিকহার রহমান : নিজের চেষ্টাতেই হচ্ছে, নিজের গুণেই হচ্ছে। পুরোনো যারা আছে, তারা আবার নতুনদের ঠিকভাবে শেখাতে চায় না– তবে আস্তে আস্তে শিখে নেয়। এমনও হয়েছে যে, কেউ কেউ মাসে ৪-৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছে এরকম ব্যক্তিও আছে সংখ্যায় কম হলেও। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার একজন ছেলে ছিল, রাসেল নামে, আমরা তাকে ডাকতাম 'জিনিয়াস রাসেল'। পুরোনোরা নতুনদের ভালোভাবে শেখাতে চায় না, তবে আমরা টেকনিকগুলো শেখাই। রাসেলের মতো লোকদেরই আমরা সামনে নিয়ে আসি। এরকম বহু 'জিনিয়াস রাসেল' তৈরি হচ্ছে।

আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রকল্পের ভূমিকা কতটুকু?

মোঃ মানিকহার রহমান : আয় তো অবশ্যই হচ্ছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আয় করছে তারা। আন্তর্জাতিক আয় মানে ডলার। আমি চাকরি করে যে টাকা পাই, অনেকেই আছে তার চেয়েও বেশি আয় করছে প্রতি মাসে। আমাদের দেশের ভেতরে হলে একজনের টাকা আরেকজনের পকেটে যায়, কিন্তু বিদেশ থেকে টাকা এলে আমাদের অর্থনীতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। দেশের মধ্যে হলে একজন ধনী হয়, আরেকজন দরিদ্র। কিন্তু বিদেশি মুদ্রা এলে দেশের সবাই উপকৃত হয়। আমার দেশ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এই রেমিট্যান্সের উপর। রিজার্ভ এখন ৩১ বিলিয়ন– বিগত ২.৫ বছরে যা ছিল না। আগে ৮ বিলিয়নে নেমে গিয়েছিল, এখন ৩১ বিলিয়ন। এই টাকাগুলো সবই বিদেশি ডলার। তা না হলে আমাদের চলা অসম্ভব হতো। এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে আমাদের দেশের চেয়ে বেশি মানুষ প্রবাসে আছে। প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ বিদেশে আছে, তারাই টাকা পাঠাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি তারা চাঙ্গা করছে। রেমিট্যান্স আর গার্মেন্টস– এই দুটির কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়নি। ভালো একটি আয়ের উৎস হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পকে গ্রহণ করা হচ্ছে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

মোঃ মানিকহার রহমান : আপনাকেও ধন্যবাদ।

৬.

মো: সেলিম খান, যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। কৃষিবিদ হিসেবেও রয়েছে তাঁর পরিচিতি। তিনি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। তাঁর সাথে প্রকল্পের নানা বিষয়ে কথা বলেছেন হারুন পাশা।

প্রকল্প যতদূর এগিয়েছে সে পর্যন্ত নির্ধারিত বা প্রস্তাবিত পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে কি?

মো: সেলিম খান : হ্যাঁ।

ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল বর্তমান সময় পর্যন্ত কি সেভাবেই অর্জিত হয়েছে? না হলে কারণ কি?

মো: সেলিম খান : হ্যাঁ, অর্জিত হয়েছে।

ডিপিপি প্রণয়নে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কি না?

মো: সেলিম খান : না।

প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ কী ছিল?

মো: সেলিম খান : অর্থবিভাগ থেকে প্রকল্প কোড পেতে ৫(পাঁচ) মাস বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের সকল কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যাকলক দূর করার জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন করা হয়।

প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগী কীসের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল?

মো: সেলিম খান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কীভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন?

মো: সেলিম খান : সমস্যা হয়নি।

প্রকল্পের কাজ যতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে সেটুকুতে কি কোনো আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

মো: সেলিম খান : সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল কি যতটুকু কাজ হয়েছে তাতে?

মোঃ সেলিম খান : যথেষ্ট ছিল।

প্রকল্পের কাজ যতটুকু এগিয়েছে সেটুকু সম্পন্ন করার জন্য জনবল যথেষ্ট ছিল কি? কীভাবে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল?

মোঃ সেলিম খান : হ্যাঁ। ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে কোনো অসুবিধা হয়েছি কী?

মোঃ সেলিম খান : না।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ করার লক্ষ্যে ডিপিপিতে কি কোনো সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্ল্যান (Exit plan) ছিল?

মোঃ সেলিম খান : প্রকল্পে এক্সিট প্ল্যান সংযুক্ত রয়েছে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? কোথায় পেয়েছেন? প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কি ছিল? প্রশিক্ষণটি তাদের কর্মক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লেগেছে?

মোঃ সেলিম খান : মে ২০২৫ পর্যন্ত ৭৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

০১। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১/২ মাস মেয়াদি)
০২। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৪। আর্থ-প্রশাসন, ডি-নথি, ইজিপি ও আইবাস++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৫। ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৬। নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৭। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্স
০৮। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়ারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৯। বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার্স কোর্স
১০। শিষ্টাচার ও প্রটোকল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
১১। ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস্ ও সঞ্জীবনী বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণগুলো প্রদানের ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে বেনিফিশিয়ারীদের অধিকতর দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করতে পারে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? প্রশিক্ষণগুলো কতটুকু সহায়ক ছিল?

মোঃ সেলিম খান : মে ২০২৫ পর্যন্ত ৭৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা তথা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়েছিল কি?

মোঃ সেলিম খান : হয়নি, ২০২৫/২০২৬ অর্থবছরে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হবে।

প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীর উপর প্রত্যাশিত কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে?

মোঃ সেলিম খান : পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে, জীবযাত্রার মানোন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে।

প্রকল্পের ফলাফলসমূহ টেকসই হয়েছে কি?

মোঃ সেলিম খান : টেকসই হয়েছে।

প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কী কী?

মোঃ সেলিম খান : ভালো পরিবেশ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে প্রদেয় প্রশিক্ষণ অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর হয়।

ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

মোঃ সেলিম খান : আছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার জন্য ভবিষ্যতে কি কি উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

মোঃ সেলিম খান : এক্সিট প্ল্যান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যতটুকু অর্জিত হয়েছে সেই ফলাফল এবং উপকারভোগী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কী রকম?

মোঃ সেলিম খান : গুনগতমানের সেবা প্রদান নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা কী?

মোঃ সেলিম খান : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা কীরকম?

মোঃ সেলিম খান : শতভাগ।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রকল্পের প্রভাব কী?

মোঃ সেলিম খান : বেনিফিশিয়ারিদের উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা কৃষি, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে (পরোক্ষভাবে) ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য সুপারিশ করবেন?

মোঃ সেলিম খান : ভবিষৎতে এ ধরনের প্রকল্প চলমান রাখা অতীব প্রয়োজন।

প্রকল্পে উপকারভোগী হওয়ার শর্ত

মোঃ সেলিম খান : ০১। প্রত্যক্ষ- যুব উন্নয়ন অধিদপতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী হতে হবে।
০২। পরোক্ষ- ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুব, যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মী হয় বা হতে চেষ্টা করে।

প্রকল্প সমাপ্তির পর সম্ভাব্য সুবিধাদি টেকসই হবে কি না?

মোঃ সেলিম খান : এক্সিট প্ল্যান যথাযথ অনুসরণ করা হলে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি টেকসই করা সম্ভব।

প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলবেন?

মোঃ সেলিম খান : প্রকল্পের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কারকৃত অবকাঠামো এবং সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী যুব উন্নয়ন একাডেমির নিয়মিত কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে বিধায় প্রকল্পের সকল সুবিধাদি টেকসই বা স্থায়ী হবে।

৭.

মোঃ আঃ হামিদ খান বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) হিসেবে দায়িত্বে আছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছেন হারুন পাশা।

আয়ের উৎস হিসেবে এ প্রকল্পের ভূমিকা কি ?

মোঃ আঃ হামিদ খানঃ এই প্রকল্প আয়ের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে: প্রথম পর্যায়ে ৪৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬২% বা ২৯৯১ জন ফ্রিল্যান্সিং করে আয় শুরু করেছে, এবং তারা ৩,৬৭,৭৫৯ ডলার ও ১ কোটি ৪৬ লাখ ৮০ হাজার ৫৯৮ টাকা উপার্জন করেছে, যা টাকায় প্রায় ৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকার সমান। এর মাধ্যমে প্রকল্পটি সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ঘরে বসে অনলাইনে আয়ের মাধ্যমে চাকরি বিষয়ক নির্ভরতা কমিয়ে, স্বনির্ভর আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি প্রাক্কলিত প্রায় ৩০০ কোটি টাকার এই উদ্যোগ যুবসমাজকে আয় ও কর্মসংস্থানের একটি দৃঢ় বিকল্প পথ দিয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে?

মোঃ আঃ হামিদ খানঃ ৪৮টি জেলায় ২টি ব্যাচে মোট ৪,৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ২,৯৯১ জন (৬২%) ফ্রিল্যান্সিং করে আয় শুরু করেছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ২৮,৮০০ জন। সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রশিক্ষণার্থীরা বিশাল পরিমাণ আয় করতে সক্ষম হবে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জন কীরকম হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে?

মোঃ আঃ হামিদ খানঃ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবদের কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও স্মার্টফোনভিত্তিক কাজ সহ বিভিন্ন ডিজিটাল দক্ষতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এতে করে তারা পরবর্তীভাবে অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। বিশেষ করে, প্রথম ২টি ব্যাচের ৬২% প্রশিক্ষণার্থী আয় করার মাধ্যমে ঘরে বসেই স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন শুরু করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের চাকরির প্রতি নির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভরতার একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অনলাইন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে, গৃহভিত্তিক আয় ও স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং চাকরিচালিত জীবন থেকে নির্ভরতা কমিয়ে নিজে আয় উপার্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে।

সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য সুপারিশ করবেন? করলে কী কী কারণে?

মোঃ আঃ হামিদ খান: হ্যাঁ, এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিবেচনায় সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত কার্যকর হবে। বিশেষ করে, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবকদের স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ব্যাচের ৬২% প্রশিক্ষণার্থী আয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রকল্পের সফলতা নির্দেশ করে। তবে, শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, বরং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণও জরুরি। এছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ মানের উন্নয়নও প্রয়োজন। অতএব, এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিবেচনায় সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন দেশের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এ প্রকল্প কতটুকু টেকসই হবে? কীভাবে হবে?

মোঃ আঃ হামিদ খান: বাংলাদেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ অন্যতম সময়োপযোগী। কেননা এতে কোনো পুঁজির প্রয়োজন নেই। শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকতে হবে। যেহেতু এখানে আয়ের সুযোগ আছে, যুবরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং এ দেশে কর্মপ্রত্যাশী যুবর সংখ্যা অগণিত এবং দিন দিন বেড়েই চলছে, সেহেতু এ প্রকল্প শতভাগ টেকসই হবে।

সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মোঃ আঃ হামিদ খান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

৮.

কাজী মোখলেছুর রহমান সরকারের একজন যুগ্মসচিব। তিনি Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছেন হারুন পাশা।

***Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)* প্রকল্পটি কতদূর কী হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।**

কাজী মোখলেছুর রহমান : লাইফ স্কিল প্রকল্পের জন্য UNFPA গ্রান্ট হিসেবে টাকা দিয়েছে। এর প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ToT প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই প্রকল্প থেকে ২০টি জেলায় কার্যক্রম চালু থাকার কথা। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম হয়েছে। এই ১০ জেলায় যারা প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের লাইফ স্কিল ট্রেনিং সম্পর্কে ToT প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের যে বিষয় ছিল, সে বিষয়ের সাথে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী ঐ জেলা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিল তাদের আমরা প্রকল্প থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছি। সেই হিসাবে ১০টি জেলায় আমাদের টার্গেট ছিল ৩০০ জন এবং ৩০০ জনকেই আমরা অনুদান দিতে পেরেছি। অনুদান দেওয়ার পরে জানুয়ারি ২০২৫ সাল থেকে এ প্রকল্পের অর্থায়ন বন্ধ আছে। UNFPA থেকে আর কোনো টাকা দিচ্ছে না। যারা অনুদানের টাকা পেয়েছে, তারা সবাই অনুদানের টাকা পেয়ে বেশ কাজে লাগিয়েছে। যেসব নারী প্রশিক্ষণার্থী সেলাই প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত ছিল, তারা বেশ ভালো টাকা আয় করছে। এটি এই প্রকল্পের একটি ভালো দিক।

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়ে কী তারা নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পেরেছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : এই ২০ হাজার টাকা তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা আগেও কাজ করত এবং কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, আর সেই প্রয়োজনের সহযোগিতা হয়েছে। তাদের স্বাবলম্বী হতে এই ২০ হাজার টাকা কিছুটা হলেও সহায়তা করেছে। সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা কাজ করছে, তারা ৫-১০ হাজার থেকে শুরু করে ১৫-২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে। যারা ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করছে, তাদের আগে থেকেই মোটামুটি একটি অবস্থা ছিল, যার ফলে প্রকল্প থেকে ২০ হাজার টাকা পেয়ে তাদের ব্যবসা বড়ো করতে পেরেছে এবং আয় ২০ হাজার পর্যন্ত নিতে পেরেছে।

এখানে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, ২০টি যুব কেন্দ্রে জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা। এটি কী হয়েছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : ১০টি জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ার পর কার্যক্রম বন্ধ আছে। ১০টি জেলায় আমরা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। ToT প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তবে ২০টি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ১০টি জেলাকে ভিত্তি করে এই বিষয়ে কিছু বলবেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমরা ১০টি কেন্দ্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতি কেন্দ্রে ৬০ হাজার টাকা দিয়েছি। এই টাকা দিয়ে তারা দু-একটি ক্লাসরুম সংস্কার করেছে। এই সামান্য টাকা দিয়ে যদি কেউ মনে করে পুরো সেন্টারের পরিবেশ ভালো করে ফেলব তাহলে সেটি আশা করা ঠিক হবে না। যেমন– একজন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, তার ১০ টাকার খাবার লাগছে। তাকে যদি ১ টাকা দেই, তাহলে তো তার ক্ষুধা দূর হবে না। আপনারা জানেন, এই প্রজেক্টের বাজেট হচ্ছে মাত্র ৫ কোটি টাকা। যেখানে আর্ন প্রকল্প সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার। আবার এই ৫ কোটি টাকাও ৫ বছরে ব্যয় করার পরিকল্পনা। এর মধ্যে দিয়েছে আবার অর্ধেক টাকা। তাই এই প্রকল্প দিয়ে বিশাল ইমপ্যাক্ট আশা করতে পারি না। তবে এই সামান্য টাকা দিয়ে আমরা যেটুকু ইমপ্যাক্ট ফেলতে পারছি, সেটি বেশ ভালো।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সংস্কার হয়েছে, সেগুলো কি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই সংস্কার করা হয়েছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : হ্যাঁ, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই সংস্কার করা হয়েছে। যে ট্রেডগুলো ছিল, সেই ট্রেডেই প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সংস্কার বলতে শুধু টেবিল, চেয়ার, রুম ইত্যাদি রং করার মতো সংস্কার হয়েছে। ৬০ হাজার টাকার আবার ২০% ভ্যাট-ট্যাক্স কাটার পর থাকে ৫০ হাজার টাকার মতো। এই টাকা দিয়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সংস্কার তারা করেছে।

এরপর আরেকটি বিষয় ছিল, জাতীয় যুব পরিষদ ও প্ল্যাটফর্মসমূহকে শক্তিশালী করা, যাতে যুবসমাজ নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই কাজ কতটুকু হয়েছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : সদস্যদের নিয়ে আমরা গোপালগঞ্জে যে পার্ক ছিল, সেখানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি। প্রশিক্ষণ সবাইকে দিয়েছি। তারপর আসলে ওখানে আর সেরকম কাজ দৃশ্যমান ছিল না এবং তারা সেরকম কোনো সাপোর্টও চায়নি, সেজন্য আমরা তাদের আর সাপোর্ট দিতে পারিনি।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমরা তো তাদের মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তারপর তারা সেটি কন্টিনিউ করতে পারছে কি না, এর ইভ্যালুয়েশন করার আমাদের

সুযোগ ছিল না। আমরা সবাইকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান করেছিলাম। তাদের কাজ, উদ্দেশ্য– সবকিছু নিয়ে আমাদের সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

আপনাদের যা করণীয় ছিল, সবই করার চেষ্টা করেছেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : হ্যাঁ, আমরা কোনো কম্পোনেন্টই বাদ দিইনি।

আরেকটি ছিল, যত যুব সংগঠন আছে সবাইকে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া, যাতে তাদের সব ডেটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চলে আসে।

কাজী মোখলেছুর রহমান : সেই ওয়েবসাইটের কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখিয়ে দেওয়া হবে কীভাবে তারা ওয়েবসাইটে তথ্য দেবে।

আরেকটি ছিল, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব, স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে তরুণ নেতাদের তৈরি ও ক্ষমতায়ন করা।

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমাদের লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি ছিল লিডারশিপ প্রশিক্ষণ। লিডারশিপ প্রশিক্ষণ তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। তবে ১০টি জেলা থেকে লিডারশিপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে কে কী করেছে বা কতটুকু সফল হয়েছে, সেটি আমরা জানতে পারিনি।

লিডারশিপ তৈরিতে আপনারা প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর কোন কৌশলগুলো প্রয়োগ করেছিলেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমরা শিখিয়েছি একজন লিডার হতে গেলে তার কী কী কোয়ালিটি থাকা দরকার। আমরা শুধু গাইড করেছি। এমন তো নয় যে, মেন্টর নিয়ে এসে তাদের লিডার বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া। লিডার তো বাই বার্থ হয়। আমরা শুধু গাইডলাইন দিতে পেরেছি। প্রশিক্ষণে তো এর থেকে বেশি শেখানোর সুযোগ থাকে না।

জাতীয় যুব নীতির আওতায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করা?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমাদের জাতীয় নীতি প্রতি ৫ বছর পরপর রিভাইজ করার কথা ছিল। ৫ বছর পর রিভাইজ করার জন্য কমিটি তৈরি করা হলেও কোনো মিটিং হয়নি। তাই সেই সাপোর্ট দিতে পারিনি। UNFPA সাপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা তাদের কাছে সাপোর্ট চাইনি, তবে চাইলে এখনো সাপোর্ট দিতে রাজি আছে।

UNFPA কেন এগিয়ে আসে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : UNFPA-র যে পলিসি আছে, সেই পলিসি থেকেই তারা এগিয়ে আসছে। এটি তো পপুলেশনের সাথে রিলেটেড। তাদের নীতিমালার সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের মিল আছে বলে তারা এগিয়ে আসছে। তবে তারা সামান্য টাকা নিয়ে আসছিল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে চাহিদা, সে

অনুযায়ী তারা আসেনি। ৫ বছরের জন্য ৫ কোটি টাকা আসলে কিছু না। তবে তারা গ্রান্টে টাকা দিয়েছে। তারা যে এগিয়ে এসেছে, সেজন্যই তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। UNFPA বলেছে, তারা যদি ভবিষ্যতে ফান্ডিং পায়, তাহলে আবার এগিয়ে আসবে। যেখান থেকেই টাকা আসুক, সেটি যদি অল্প বা কমও হয়, তারপরও তো পজিটিভলি এসেছে। তাই আমরা তাদের সাদরে গ্রহণ করেছি।

এই প্রকল্প ১০টি জেলায় বাস্তবায়ন হয়েছে। ১০টি জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কি কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : প্রথম যখন ToT প্রশিক্ষণ দিই তখন সবাইকে ঢাকায় এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল। শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। শুক্রবার, শনিবার ছুটির দিন এবং রবিবার প্রশিক্ষণ দিয়েছি কর্মদিবসে। ১০টি জেলা থেকে ৫ জন করে অফিসার নিয়ে এলে সেই অফিসটাই বা চলবে কী করে? এগুলো ছিল চ্যালেঞ্জ।

এখন যেহেতু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে প্রশিক্ষণ এবং অনুদান দেওয়ার। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রশিক্ষণ ও অনুদানের ফলে ইতিবাচক দিকগুলো কী কী দেখছেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : সাধারণত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কখনো অনুদান দেওয়া হয় না। যা দেওয়া হয়, সেটি পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছি। যখন তারা বুঝেছে এই টাকা তাদের আর ফেরত দিতে হবে না, নিজের মতো করে খরচ করতে পারবে, তখন তারা দারুণ উৎসাহিত হয়েছে। আমরা কিন্তু যাকে তাকে অনুদান এমনি এমনি দিইনি। যারা প্রশিক্ষণে ভালো রেজাল্ট করেছে, ব্যবসা করতে আগ্রহী ছিল এবং উদ্যোক্তা হতে চেয়েছে, এরকম প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ৩০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অনুদান দিয়েছি। ফলে যে কাজ করছে তাকে যদি একটু সাপোর্ট দেওয়া যায় তাহলে সে কিন্তু একটু এগিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যারা আগ্রহী, যাদের দোকান আছে কিন্তু মালামাল কেনার টাকা নাই– তাদের জন্য এই অনুদান দারুণভাবে কাজে দিয়েছে। সেই হিসাবে অনুদানের টাকা যেহেতু প্রপার সিলেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে সেহেতু এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই অনুদানের টাকা কোন ধরনের ভূমিকা রেখেছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমি আগেও বলেছি, যারা সেলাই মেশিনে কাজ করত তারা অনুদানের টাকা পেয়ে সেলাই মেশিন কিনেছে। যাদের একটি মেশিন ছিল তারা আরো একটি সেলাই মেশিন কিনেছে। আগে দেখা যেত অনেকগুলো কাজ এক মেশিনে করা সম্ভব হতো না, কিন্তু অনুদানের টাকা পেয়ে সে আরেকটি মেশিন কেনার মাধ্যমে কাজ সহজেই করতে পারছে। দেখা গেছে তাদের ছেলে-মেয়েকেও সেই সেলাই মেশিনে যুক্ত করেছে। ফলে তার কাজ বেশি হচ্ছে আর আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে তার কনফিডেন্স বেড়েছে যে, সে ভালো কিছু করতে

পারবে। অনেকে আবার কম্পিউটার রিলেটেড প্রশিক্ষণ নিয়েছে। আসলে ২০ হাজার টাকা দিয়ে তো কম্পিউটারের জন্য কিছু করা যায় না। একটি ল্যাপটপ কিনতে গেলেও ৪০-৫০ হাজার টাকা লাগে। আমরা যেহেতু যে উদ্যোক্তা তাকেই অনুদান দিয়েছি সেহেতু দেখা গেছে তার দোকান আছে অথবা তার পার্টনারের সাথে দোকানের ব্যবসা করছে। তখন সে অনুদানের টাকা দিয়ে একটি প্রিন্টার কিনেছে, যা তার ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করেছে। এই ৩০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০০-২৫০ জন সেলাই প্রশিক্ষণ থেকে অনুদান পেয়েছে। কেননা কম্পিউটার রিলেটেড কোনো যন্ত্রপাতি ২০ হাজার টাকায় কেনা যায় না, কিন্তু ২০ হাজার টাকা হলে সেলাই মেশিন কেনা যায়।

প্রকল্পের ফলে আর্থসামাজিক পরিবর্তনে কোন ধরনের প্রভাব লক্ষ করেছেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : মেয়েদের আর্থসামাজিক পরিবর্তনে বেশ ভূমিকা রাখছে। কেননা এই প্রকল্পে শুধু মেয়েরা অনুদান পেয়েছে। ক্ষমতায়ন মানে হলো টাকার প্রতি কার কতটা অ্যাকসেস আছে। একজন যতই শিক্ষিত হোন না কেন, যদি অর্থের অ্যাকসেস না থাকে তাহলে কিন্তু ক্ষমতায়ন হবে না। যখন মানুষ নিজের আয় দিয়ে নিজে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে তখন সে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়। যেহেতু তারা টাকা দিয়ে আয় করতে পারছে, সেহেতু তাদের টাকার প্রতি অ্যাকসেস পাচ্ছে এবং ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাই বলতে পারি, এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রেখেছে। তারা এখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারছে। জামাকাপড় কেনার জন্য স্বামী বা বাবা-মায়ের কাছে টাকা চাইবে না। ভালো খাবার খেতে ইচ্ছে করলে সেটি খেতে পারবে। যদি সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে সেটিও করতে পারবে। কারো কাছে টাকা চাইতে হবে না, নিজের সব চাহিদা নিজেই পূরণ করতে পারবে। এটিই তো ক্ষমতায়ন। সিদ্ধান্ত নেওয়াই ক্ষমতায়ন। এটি জাতীয় অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলবে। যেমন– সে যখন একটি পোশাক কিনবে তখন সেই পোশাকের প্রভাব পোশাক ইন্ডাস্ট্রিতে পড়বে। একইভাবে কোনো মেয়ে যদি বাইরে খেতে যায় তাহলে ফাস্টফুডের দোকানের বিক্রি বাড়বে। যদিও এই ৩০০ জনকে স্বাবলম্বী করে বড়ো কোনো ইমপ্যাক্ট ফেলা সম্ভব নয়, তবে যদি এই প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা যেত তাহলে বড়ো একটি ইমপ্যাক্ট পড়ত। এটিকে পাইলট প্রকল্প বলা যাবে না, এটি খুবই ক্ষুদ্র একটি উদ্যোগ, কিন্তু এ উদ্যোগের সফলতা সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি।

UNFPA-র নজর শুধু কেন মেয়েদের দিকে ছিল? তাদের উদ্দেশ্য বা কারণ কী ছিল?

কাজী মোখলেছুর রহমান : আমাদের দেশের নিট পপুলেশনের প্রায় ৯০% নারী। এই বিশাল যুবগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনাই সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

এই প্রকল্পের কারণে কি নারীরা এগিয়ে এসেছে?

কাজী মোখলেছুর রহমান : ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিট নারী পপুলেশনের তুলনায় যদি মাত্র ৩০০ জনের কথা বলি তাহলে এটি খুব সামান্য মনে হয়। তবে এই ৩০০

জনের মধ্যে যদি একজনও স্বাবলম্বী হয়ে উঠে, তাহলে একটি নিট মানুষ কমলো। এটিই সাফল্য। তাই বলা যায়, প্রকল্পটি অন্তত ৩০০ জন নারীকে এগিয়ে দিয়েছে।

ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য সুপারিশ করবেন?

কাজী মোখলেছুর রহমান : ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের ফান্ডিং নিশ্চিত করতে হবে। যখন UNFPA-এর সাথে চুক্তি হয় তখন তাদের বলতে হবে– আমরা তো বলি, একটি প্রকল্প পাশ হলো, সারা দেশে কাজ হবে। কিন্তু হঠাৎ করে যদি ফান্ডিং বন্ধ করে দেয় তাহলে সমস্যা। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এমন চুক্তি থাকা দরকার যাতে প্রকল্প চলাকালীন ফান্ডিং বন্ধ না হয়।

আর প্রকল্প শুরু করলে সমগ্র এলাকায় একসাথে শুরু করলে ভালো হবে। তাহলে যতটুকু কাজই হোক না কেন, সবাই কিছুটা হলেও উপকৃত হবে। কোনো জেলায় একেবারেই কিছু পাবে না, আবার কোনো জেলায় সব পাবে– এটা একটু বেমানান হয়ে যায়।

এই প্রকল্প কি টেকসই হবে? কারণ প্রকল্প তো শেষ হয়ে গিয়েছে।

কাজী মোখলেছুর রহমান : টেকসইয়ের ধারণাটিতে আমাদের মাঝে কিছুটা ভুল আছে। আমরা যখন কোনো বিল্ডিং তৈরি করি তখন ভাবি এটি টেকসই হবে কি না। কিন্তু বিল্ডিং তো একবার তৈরি হয়ে গেলে সেটিই টেকসই হয়ে যায়।

ধরুন, আমাদের বাড়ির পাশে একটি ফার্ম হলো, সেখানে হাঁসের ডিম উৎপাদন করা হবে। এখন সেই ফার্মে যদি ফান্ডিং না দেওয়া যায় তাহলে তো ফার্ম চালু থাকবে না। আবার একটি রাস্তা তৈরি হলো, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি অর্থ না দেওয়া হয় তাহলে তো রাস্তা টেকানো যাবে না।

তবে আমাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। আমরা তাদের পরিবীক্ষণ করছি এবং তারা অনুদানের অর্থ নিয়ে কাজ করছে। এটি টেকসই না হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ প্রকল্পটিই একটি টেকসই প্রকল্প।

এমন নয় যে, আমরা টাকা না দিলে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা কাজ করবে না বা করতে পারবে না। তারা অবশ্যই কাজ করবে।

তাই প্রকল্পের টেকসই সম্ভাবনা নিয়ে কোনো সমস্যা দেখছি না। প্রকল্পের ডিজাইনটিই টেকসই। কারণ, তাদের অনুদানের টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে না। অনেকে ঋণ ফেরত দিতে গিয়ে আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। এই প্রকল্পে সে ধরনের কোনো ঝুঁকি নেই।

আর যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করছি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী ও টেকসই প্রতিষ্ঠান। তাই তাদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে।

নবম অধ্যায়
উপসংহার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুবদের কল্যাণে নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পগুলো যুবদের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কীভাবে ও কোন প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং এর ধারাবাহিক ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নয়টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচিত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, প্রশিক্ষণ থেকে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি ও তাদের সফলতার গল্প বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ কর্মপ্রত্যাশীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে যে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে তা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব উঠে এসেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে নয়টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের SWOT Analysis উপস্থাপিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে প্রকল্প পরিচালকদের সাক্ষাৎকার যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে আলোকচিত্রে নয়টি প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুবদের কল্যাণে অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যে প্রকল্পগুলো তাদের ভাগ্য বদলে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে ও যুবদের করেছে স্বাবলম্বী।

আলোকচিত্রে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫-এর পুরস্কার বিতরণ

প্রধান অতিথি জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা), বিশেষ অতিথি জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়ব (প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী)

১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা-৩য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)

৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প-২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত)

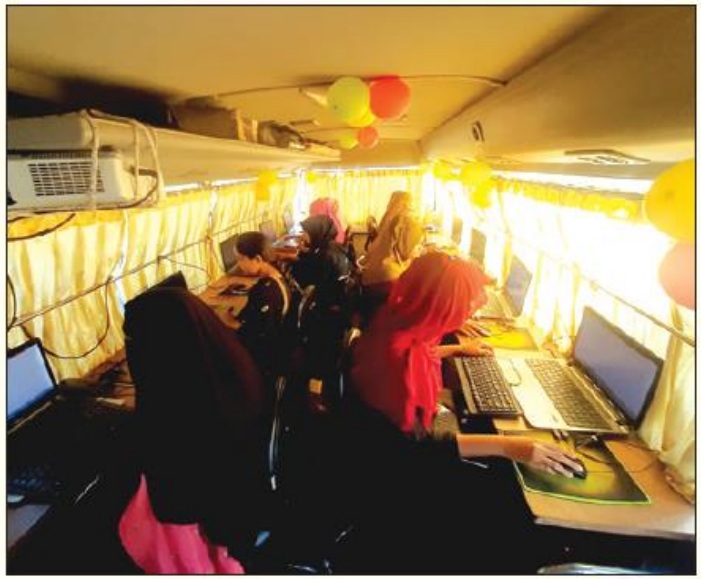

৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৬ জেলা) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৫. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

৬. ৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

8. Life Skills Education in Youth Training Center & Strenthening of National Youth Platform Project (1st Revised)

9. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar.

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮১ সাল থেকে। এ অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হলো প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা সৃষ্টি এবং যুবদের আত্মকর্মীতে পরিণত করা। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের যে কাঙ্ক্ষিত যাত্রা, বিভিন্ন বিষয় ও সম্ভাব্য ফলাফল গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য।

'যুব অভিযাত্রা' গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। উন্নয়ন প্রকল্পগুলি কীভাবে বাংলাদেশের যুবক ও যুবনারীদের ভাগ্য পরিবর্তনে, দক্ষতা উন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক গতিধারায় অবদান রাখছে তা আলোচিত হয়েছে। সবগুলো প্রকল্পই একনেক কর্তৃক অনুমোদিত এবং এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে যুবদের কর্মসংস্থানের ধারায় নিয়ে আসে। প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে কীভাবে এই প্রকল্পগুলি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তা গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন ভাবনা, প্রত্যাশিত ফলাফল ও যুবদের অভিযাত্রা গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তার ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে রচিত এই গ্রন্থ যুবদের উন্নয়ন যাত্রার ইতিহাস হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।